ভূমিকা।

এই উপাখ্যান মুঞ্জরি ইটালির সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা বোকাচিয়ার প্রসিদ্ধ নভেল [decameron] হইতে তাহার উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক সংগৃহীত হইল, ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে, যেসকল স্থল বাঙ্গালা ভাষায় নিতান্ত অসংলগ্ন বোধ হয় তাহা পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং স্থানে ২ নূতন ভাব সন্নিবেশ করিয়া যাহাতে সুশ্রাব্য বোধ হয় তাহা করিতে যত্নের ক্রটি করি নাই। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ যদিও তাদৃশ সুরস নহে কিন্তু যেমন কোন পর্ব্বতে উঠিবার সময়ে তাহার বক্র পথে গমন করিতে লোকের অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয় এবং পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হইলে, তথাকার মনোহর স্থান ও সুরম্য বৃক্ষ লতাদি ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ দেখিয়া মনে যেরূপ হর্ষোদয় হয়; তদ্রূপ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যত অগ্রসর হইবে ততই বিবিধ রসানুগত উপাখ্যান পাঠে মনের আনন্দ বর্দ্ধন হইতে থাকিবে।

ফলতঃ এই অনুবাদে আমি যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিতে পারিবেন। এই উপাখ্যান মুঞ্জরি যদ্যপি ক্ষণকালের নিমিত্ত লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলেই আমি স্বীয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রী কালীপদ শর্ম্মণঃ

উপক্রমণিকা।

ইটালি দেশে ফ্লোরেন্স নামে এক অতি প্রসিদ্ধ নগরী আছে। অতি পূর্ব্বকালে ঐ প্রদেশে এক ভয়ঙ্কর মহামারী ভয় উপস্থিত হয়, যাহা দৈবাধীনতদ্দেশবাসি জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপ অতি ভয়ঙ্কর রূপে সমুদায় নগরবাসিগণকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হয়। ঐ অদ্ভুত ঘটনায় জ্বর কাশ প্রভৃতি অন্য কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ছিলনা। কেবল নাসিকা হইতে প্রবল বেগে রুধির নিঃসৃত হইয়া দুর্ভাগ্য বসত প্রাণিগণ অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ আময় পশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া বিভিন্নরূপ ধারণ করিল। অর্থাৎ শরীর হইতে বসন্ত রোগের ন্যায় বড় বড় বিস্ফোটক বহির্গত হইতে নাগিল। তাহার পরিমাণ কতক গুলিন আপেল অর্থাৎ আতাফলের ন্যায় এবং কতক গুলিন ডিম্বাকৃতি। কোন কোন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হামের ন্যায় সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া

সাতিশয় যন্ত্রণা দায়ক হইতে লাগিল। ফলতঃ ক্রমে ঐ ব্যাধি এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে নগর পরিষ্কার, সুচিকিৎসা, পরিমিতাহার এবং দৈব কর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্যকৃত কোন উপায়েই কোন ফল দর্শিল না। অন্ততঃ দিবস ত্রয় মধ্যে তথাকার প্রায় সমস্ত প্রাণি-গণ শমন ভবনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

কি আক্ষেপের বিষয়! এই বিপদ সময়ে যে কয়েকটি প্রাণি জীবিত ছিল, তাহারা প্রাণ ভয়ে বিবেচনা বিমূঢ় হইয়া স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামিকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে এবং যারপর নাই পিতা পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। কতক গুলিন ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া লোকা-লয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতে লাগিল। তাহাদিগের এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে অন্য লোকের সংস্পর্শে থাকিয়া পাছে তাহারাও কৃতান্ত সম ঐ মহা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কেহ বা মৃত আত্মীয় বান্ধব-বর্গের বিরহে পরিতাপিত হইয়া শ্বাপদ সমাকুল নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা সকল দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক অপরি-মিত আহার পানে তৃপ্ত হইয়াও মনঃ কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এই ভয়ঙ্কর মহামারী ভয় যে কেবল মনুষ্যকেই আক্রমণ করিয়াছিল এমত নহে, পশু, পক্ষি প্রভৃতি জীবমাত্রেই তাহার কবলিত আস্যে পতিত হইয়া আশু বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে মৃতদেহের সৎকারের নিমিত্ত পূর্ব্বাপর যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন নিয়ম সকল প্রচার হইতে লাগিল। পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার আত্মীয় কুটুম্ব ও অন্যান্য প্রতিবাসীগণ একত্রিত হইয়া মৃত ব্যক্তির বিরহে বহুতর আক্ষেপ ও বিলাপ করিত, তৎপরে দেশের রীত্যনুসারে পুরোহিতাদিস্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যে স্থানে মৃত ব্যক্তির সৎকারের অভিলাষ ছিল তথায় যাইয়া সৎকার করিত। কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে পণ দ্বারা লোক আনাইয়া যেখানে সেখানে সৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাও সুকঠিন হওয়াতে সামান্য এবং মধ্যবিত লোক সমূহ লোকাভাবে অতঃপর কেহ রাজপথে, কেহবা নিজ নিজ গৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়া যেখানে সেখানে তনুত্যাগ করিতে লাগিল। পথ ঘাট প্রভৃতি যাবতীয় প্রকাশ্য স্থান শবে পরিপূর্ণ হওয়াতে নগরে এমন দুর্গন্ধ হইতে লাগিল যে আর কেহ তথায় অবস্থিতি করিতে পারিল না। সুতরাং ঐ সকল মৃত দেহের সৎকারের নিমিত্ত পুষ্করিণীর

ন্যায় একটা নিখাত প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে শত শত শব একেবারে প্রোথিত করিতে লাগিল। কি দুর্দ্দৈব! সুরম্য হর্ম্ম্য সকল, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুপ্রসস্ত রাজ বাটী সকল এককালে মনুষ্যহীন হইল ও কত শত মহৎ এবং ভদ্রবংশ একেবারে ধ্বংশ হইয়া গেল। তাহাদিগের বিপুল বিত্ত ও কুবের সদৃশ ধন সম্পত্তি সত্বে কোন উত্তরাধিকারি না থাকাতে তৎসমুদায় মৃত্তিকাবৎ পতিত রহিল। যুবক যুবতীগণ যাহারা প্রভাতে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে বন্ধু বান্ধবের সহিত আহারামোদ করিয়াছে এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত হওয়াতে পরলোকগত বন্ধুদিগের সহিত একত্র ভোজন করিতে বাধ্য হইল। ফলতঃ নির্দয় রবিসুত যে কখন কাহাকে গ্রাস করিবে কিছুই বলা যায় না, এস্থলে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কু প্রবৃত্তি সকল পরিহার পূর্ব্বক সকল সময়ে সকলের সহিত সরল ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য।

এই সময়ে সাতটি যুবতি রমণী সময়োচিত শোকবসন পরিধান করিয়া শান্তা মেরিয়া নো ভেলা মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের প্রধানার বয়ঃক্রম অন্যূন অষ্টবিংশতি বর্ষ এবং কনিষ্ঠার অষ্টাদশ বর্ষ, সকলেই ভদ্রবংশোদ্ভবা, বুদ্ধিমতি, রূপ লাবণ্য সম্পন্না এবং জ্ঞানবতী। প্রথমার নাম পাম্পিনিয়া, দ্বিতীয়ার ফিয়ামিটা, তৃতীয়া ফিলোমিনা, চতুর্থ এমিলা,

পঞ্চম লরেটা ষষ্ঠ নিম্ফিলী এবং সপ্তম ইলাইজা। উপাসনার পর সকলে মন্দিরাভ্যন্তরে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর স্পরে অবস্থানুগত কথোপকথন আরম্ভ করিল। এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক পাম্পিনিয়া কহিল। ভগিনীগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ আমরা কখন কাহার অনিষ্ট সাধন করিনাই, কেবল হিতাহিত জ্ঞানের বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য সাধন করি, এক্ষণে অনন্যচিত্তা হইয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত উপায় অনুসন্ধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইস্থানে অবস্থিতি করিলে মৃত মানবদেহ ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইবে না, কর্ণ কুহর কেবল বিলাপ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইবে এবং ইন্দ্রিয় সকল শোক তাপে অবশ হইয়া নিয়ত আমাদিগকে অবসন্ন করিবে। অতএব আমার পরামর্শ এই যে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজন কাননে যাইয়া অবস্থিতি করি। সেখানে বিহঙ্গমগণের সুমধুর ধ্বনি শ্রবণে শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত ও পর্ব্বতাদি বন শোভা দর্শনে লোচনদ্বয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইবে। পরন্তু এইরূপে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া যাবৎ এই ভয়াবহব্যাপারের অন্তকাল না হয়, তাবৎভ্রমণেই কালাতিপাত করিব।

পাম্পিনিয়ার এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া

তদনুসারে যখন কর্ম্ম করিবার উদ্‌যোগ করে, তখন ফিলোমিনা কহিল, আমরা একেবারে এত বড় সাহস করিতে পারি না, যে হেতু আমরা স্ত্রীজাতি, স্বভাবতই চঞ্চল সন্দিহান এবং ভীরুস্বভাব। সুতরাং বিনা পুরুষ সাহায্যে গমন করা কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। আর বিবেচনা করিয়া দেখ আমরা যে জন্য এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি, তাহা ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কারণ নিবিড় অরণ্য নানাবিধ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, অতএব যাবৎ আমরা উপেক্ষিত বিষয়ে সুসিদ্ধ না হই তাবৎ এই স্থানেই সময়াতিপাত করা উচিত।

ইলাইজা কহিল একথা যথার্থ পুরুষ জাতি আমাদিগের প্রধান, এবং তাহাদের বিনা সাহায্যে আমরা কোন কর্ম্মে প্রকৃষ্টরূপে সফল প্রযত্ন হইতে পারিনা; কিন্তু এইসময়ে আমরা পুরুষ কোথায় প্রাপ্ত হইব। যে সকল ব্যক্তি পরিচিত তন্মধ্যে প্রায় অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও প্রাণ ভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন. অতএব অপরিচিত ব্যক্তির সহযোগে গমন করা কখন কর্ত্তব্য নহে।

যখন এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতেছে এমন সময়ে তিনটী পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগের কনিষ্ঠের বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চবিংশতি বর্ষ।

এই বিপদ্দ সময়ে স্বজন বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাহাদিগের কোন রূপ প্রকার অঙ্গ বৈলক্ষণ্য অথবা কিছু মাত্র মনো মালিন্য জন্মায় নাই। তাহারা সকলেই বুদ্ধিবান্, রূপবান্, সুচতুর এবং বিদ্বান, প্রথমের নাম পাম্ফিলো, দ্বিতীয়ের ফিলাষ্ট্রেটো এবং তৃতীয়ের ডাইওনিও। পরস্পর তিন জনেই অকৃত্রিম বন্ধুতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করে এবং কোন কোন রমণীর নিকটে তাহারা পরিচিতও ছিল। অবলাগণ এই ভদ্র আগন্তুক ব্যক্তিদিগের প্রতি নেত্রপাত করিবা মাত্র আনন্দে পুলকিত ও কেহ কেহ লজ্জায় অবনত মুখী হইল। তদ্দর্শনে পাম্পিনিয়া সহাস্য আস্যে কহিল, অদ্য আমাদিগের সুপ্রভাত ও পরম সৌভাগ্য! যে এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দর্শন পাইলাম, ভরসা করি ইহাঁদিগের দ্বারাই আমাদের বলবতী আশা ফলিত হইবে। অনন্তর রমণিদিগের অর্ভ্যথনায় সকলে যথাযোগ্যস্থানে উপবিষ্ট হইলে পাম্পিনিয়া বিনয় নম্র বচনে আপনাদিগের মনোগত সংকল্প প্রকাশ করিয়া কহিল, যদি আপনারা অধীনিদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাদিগের সহিত অকৃত্রিম মিত্রতা স্থাপন করেন, তাহাহইলে আমরা যাবজ্জীবন আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। অনন্তর তাহারা সম্মতি প্রদান করিলে সকলে একবাক্য হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিল,

যে অদ্য গমনোপযোগী সমুদয় প্রস্তুত করিয়া আগত কল্য প্রস্থান করা যাইবে। এইরূপ স্থির হইলে ঐ দিবস তদুদ্যোগেই যাপন হইল, পরদিবস প্রাতঃকালে রমণিগণ স্ব স্ব দাসী এবং পুরুষত্রয়ের সহিত নগর হইতে বহির্গত হইয়া কিঞ্চিৎদূর ভ্রমণের পর গন্তব্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই স্থান ছোট পর্ব্বতের ন্যায় কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং তাহার সর্ব্বোপরি ভাগে এক প্রকাণ্ড রাজ বাটী, তাহার মধ্যস্থলে অতি পরিপাটি নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যে সুসজ্জীভূত এক পরম রমণীয় সভা গৃহ। ঐ গৃহের চতুর্দ্দিগে সুরম্য হর্ম্য সকল একপে সুসজ্জিত ছিল যে তদবলোকনে মানবমাত্রেরই মন আকৃষ্ট হয়, এই প্রাসাদের চতুঃসীমা মনোহর উদ্যান এবং নানাবিধ বৃক্ষে সুশোভিত অতি রমণীয় বস্তুতে পরিবেষ্টিত, এবং মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছ জল পূর্ণ ফোয়ারা স্থাপিত থাকাতে তাহা ততোধিক রমণীয় হইয়াছিল। তাহারা সকলে সেই প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রান্তিদূর করণাভিপ্রায়ে সভা গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট হইলে ডাইওমিও কহিল হে সুন্দরিগণ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এই সুখ সেব্য রমণীয় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার এই ইচ্ছা যে সকল দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হই, ইহাতে তোমাদিগের কি অভিপ্রায়? যদি তোমরা একপ করিতে শঙ্কুচিত হও আমাকে অনুমতি কর আমি স্থানান্তরে গমন করি।

পাম্পিনিয়া কহিল, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি, যেহেতু আমরা তদুদ্দেশেই এখানে আগমন করিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যে কতকগুলিন নিয়ম স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ আমরা যে কোন কর্ম্ম করিব তাহার পরিচালনার নিমিত্ত আমাদিগের দশ জনের মধ্যে একজনকে প্রধান-রূপে গণ্য করিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনেই কর্ম্ম করিব এবং সেই দিবস গত হইলে পর দিবসের নিমিত্ত অন্য আর এক জনকে স্থির করা যাইবে। পাম্পিনিয়ার এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া তদ্দিবসের কর্ত্তৃত্বপদে তাহাকে নিযুক্ত করিল। এই সময়ে ফিলোমিনা দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিয়া একটি লরেলবৃক্ষ হইতে কতকগুলিন পত্র চয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একখানি মুকুট প্রস্তুত করিল এবং সকলে আনন্দ ধ্বনি করতঃ সসম্মানে তাঁহার মস্তকে পরাইয়াছিল। এইরূপে ঐ লরেল-পত্রের মুকুট তাহাদিগের মধ্যে রাজচিহ্ন স্বরূপ হইয়া অত্যন্ত সম্মানিত হইল।

পাম্পিনিয়া এইরূপে মহারাণী উপাধি-ধারিণী হইয়া ঈষৎ গম্ভীর ভাবে সমুদায় দাস দাসীদিগকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কাহাকে গৃহ পরিষ্কার, কাহাকে পাচিকায় এবং অন্যান্যকে অপর স্ত্রী ও পুরুষদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করিবে, কিন্তু ভদ্র-

লোকের শ্রোতব্য ব্যতিরেকে অন্য কোন সংবাদ এখানে আনিতে পারিবে না এবং নিকটবর্ত্তি যে উদ্যান ঐ উদ্যানে ন্যূনাধিক দিবা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সুখসেব্য সমীরণ সেবন ও স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া কৌতুক করিয়া যথা সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, তৎপরে সকলে একত্রে উপবিষ্ট হইয়া নিয়মানুসারে মধ্যাহ্ন আহার করিব। তাঁহার এই আদেশ সকলে শিরোধার্য্য করিয়া উদ্যান দর্শনে সমুৎসুক হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানে আগমন পূর্ব্বক কেহ হাস্য কৌতুক, কেহ প্রেম বিষয়ক সুললিত সংগীত ও কেহ বা সুগন্ধি পুষ্প চয়ন করিয়া মাল্য রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে নিরূপিত কাল যাপিত হইলে তাহারা নিরূপিত সময়ে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল সমুদায় আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত। অনন্তর রাজ্ঞীর আদেশানুসারে তাহাদিগের হস্ত পদাদি প্রক্ষালনের নিমিত্ত এক জন দাস জল আনিয়া উপস্থিত করিলে তাহারা হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইল। তদনন্তর সুবাসিত অতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকল আনীত হইলে সকলেই ভোজন আরম্ভ করিল। এইরূপে ভোজন সমাপন হইলে দেশের রীত্যানুসারে সকলে এক এক পাত্র সুরা পান করিয়া ক্ষণকাল নৃত্য গীতামোদের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ যন্ত্রাদির সুর মিলাইতে অনুমতি করিলেন। তাহা-

দিগের মধ্যে সকলেই কেহ নৃত্য কেহ সংগীত ও কেহ বা যন্ত্রাদি বাদনে বিশেষ নিপুণ ছিল, সুতরাং রাজ্ঞীর আদেশ মাত্রে বংশী, বেহালা প্রভৃতি সুস্বর বাদ্য যন্ত্র মিলাইয়া সকলেই তদ্‌যোগে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্ষণকাল অতীত হইলে তাহাতে বিরত হইয়া প্রধানার অনুজ্ঞানুসারে বিশ্রামার্থ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল।

বেলা প্রায় তিন ঘটিকা অতীত হইল রাজ্ঞী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, দিবসে বহু নিদ্রা পীড়াদায়ক, অতএব চল ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বৈকালিক সুখ সেব্য সমীরণ সেবন করা যাউক। রাণির আজ্ঞানুসারে সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এক হরিদ্বর্ণ দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত সুরম্য উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় সকলকে উপবিষ্ট হইতে কহিয়া রাজ্ঞী কহিলেন, এখন পর্য্যন্তও সুর্য্যদেব প্রখর কিরণ বিস্তার করিতেছেন এবং বৃক্ষের শুষ্ক পত্র পতনের মড়২ শব্দ ব্যতিরেকে আঁর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না এমন সময়ে যদি আমরা আর অগ্রসর হই, তাহা হইলে অত্যন্ত কষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব যদি তোমরা আমার মতানুসারে কর্ম্ম কর, আইস এই পরিচ্ছন্ন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রীড়াদি অনর্থক আমোদে কালক্ষেপ না করিয়া উপাখ্যান কথনে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করি, তাহাতে এক জন দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন হইতে

পারিবে। অথবা এই অবকাশে দিবার উষ্ণতর ভাগ অতীত হইলে আমরা উদ্যানে গমন পূর্ব্বক অন্যবিধ আমোদে প্রবৃত্ত হইব। তাঁহার এই প্রস্তাব সকলেরই মনোরম্য হইল, এবং তিনি তদনুসারে সকলকে কহিলেন, তোমরা পরস্পর মনে মনে বিবেচনা কর কে কোন্ বিষয়ের উপাখ্যান বর্ণন করিবে, তৎপরে পাম্ফিলোকে কহিলেন প্রথমে তুমিই আরম্ভ কর। পাম্ফিলো ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যথাযোগ্য রূপে নিম্ন লিখিত উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমোপাখ্যান।

ফরাসিস দেশে মসিকট নামে এক জন ধনবান্ সওদাগর বসতি করিতেন, কিয়দ্দিনানন্তর তিনি সেই দেশের রাজ সভাসদ্ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ ভ্রাতা চারল্সের সহিত টাস্কনি দেশে যুদ্ধার্থ গমন করেন। যুদ্ধ যাত্রার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি স্বীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের দেনা পাওনা নিকাশের নিমিত্ত কতকগুলিন কর্ম্ম দক্ষ লোক নিযুক্ত করিতে মানস করিলেন, কিন্তু বরগণ্ডি দেশে যে সকল টাকা পতিত ছিল তাহার বিষয়ে কিছুই ধার্য্য করিতে পারিলেন না। যেহেতু তথাকার লোকের চরিত্র অতিশয় কুৎসিত, প্রবঞ্চনা করা তাহাদিগের নিত্য ধর্ম এবং কপটতা দ্বারা ধন সঞ্চয় করা তাহারা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে ফলতঃ আজন্মাবধি তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই যে তাহাদিগের তুল্যাচারি লোক ভূমণ্ডলে আর আছে কি না। এই বিষয়ে অনেক চিন্তার পর তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইল যে ফিয়াপ্লেট নামে এক ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা তাহার আবাসে গতায়াত করিয়া থাকে। এই ব্যক্তির আচার ব্যবহার অতি বিচিত্র, যেহেতু সে এমনি মিথ্যাবাদী যে, কোন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ক-

রিতে হইলে তাহাকে তদর্থে কেহ অনুরোধ কিম্বা আহ্বান করুন বা না করুন সে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কহিতে তৎপর হইত এবং যদি কেহ তাহার সাক্ষের উপর নির্ভর করিত, তাহা সুসাধনের নিমিত্ত সপথ পূর্ব্বক মিথ্যা কহিতে কোন রূপে ক্রটি করিত না। আত্মীয় স্বজনের অথবা পরস্পর বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কলহ উপস্থিত করিতে পারিলে তাহার সাতিশয় আমোদ জন্মিত, অধিকন্তু পরের অনিষ্ট করিতে পারিলে তাহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। যে কোন সময়ে হউক স্থানান্তর গমনে নিয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া তাহা পর হস্ত গত হইলেও কৌশল ক্রমে স্বহস্তে সম্পাদন করিত। ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার এমনি আস্থা ছিল যে ঈশ্বর নিন্দা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া দেবমন্দিরাভিমুখে কিম্বা কোন প্রকাশ্য উপাসনা স্থলে ভ্রমেও কখন গমন করিত না, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে সর্ব্বদা মিথ্যা বিতণ্ডা করিত। অপর দিন যামিনী কেবল সুরাপানোন্মত্ত হইয়া বেশ্যালয় এবং মদিরালয়ে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রীড়ামোদে কালক্ষেপ করিত। যেমন কুক্কুর কুক্কুরি প্রিয়, তদ্রূপ সে রমণি প্রিয় হইয়া স্বভাবের বহির্ভূত যে সকল কর্ম্ম তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন পূর্ব্বক নিয়ত নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করিত। যেরূপ ধার্ম্মিকব্যক্তিগণ দান ধর্ম্মাদি দ্বারা পরোপকার ব্রতে ব্রতী হয়, সেইরূপ সে চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। সকল

দোষের আকর স্বরূপ মিথ্যা ক্রীড়া ব্যসনে এরূপ অনুরক্ত যে সেরূপ কদাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। ফলতঃ তাহার দুষ্কর্ম্ম ও গুণাগুণ একত্র সমবেত করিলে সকলেরই বোধগম্য হইবে যে তাহার ন্যায় দুষ্কর্ম্মান্বিত ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু যদিও সে বহুতর লোকের বিপক্ষতাচরণ করিয়া তাহাদিগের কোপে পতিত হইয়াছিল তথাপি মসিকটের অনুগ্রহে সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত।

মসিকট বরগণ্ডি দেশে পাঠাইবার নিমিত্ত এই ব্যক্তিকে অনুরূপ পাত্র বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকাইয়া কহিলেন, চাপলট! তুমি অবগত হইয়া থাকিবে যে আমি কিছু দিনের নিমিত্ত টস্কনি দেশে যুদ্ধ যাত্রায় গমন করিব, তদুপলক্ষে আমি অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যের বিশেষতঃ নিজ বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব নিকাসের নিমিত্ত সমুদায় স্থির করিয়াছি। কিন্তু বরগণ্ডি দেশে আমার যে ব্যবসায় আছে তাহার বন্দোবস্তের নিমিত্ত এরূপ একটি সুপারগ অথচ কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, যাহাকে তথায় পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকি; যেহেতু তুমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছ যে তথাকার সকলেই শঠতা এবং ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ। সুতরাং আমি অপর চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মানস করিয়াছি যে এক্ষণে তোমার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই, অতএব যদি তুমি তথায় গমন কর,

তাহা হইলে পরমাপ্যায়িত হই এবং তোমার গমনোপযোগী যাহা যাহা আবশ্যক সত্বর প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।

চাপলট তচ্ছ্রবণে মনে মনে বিবেচনা করিল আমি এখানে থাকিয়া বিধিমতে বিরক্ত হইতেছি, বিশেষতঃ প্রিয় সুহৃদ স্থানান্তরে গমন করিলে যৎপরোনাস্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া কহিল আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি, এবং আপনি যেরূপ উপদেশ দিবেন তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিব না। অনন্তর মসিকট তাহার গমনোপযোগী সমুদায় প্রস্তুত করিয়া দিলে চাপলট বরগণ্ডি দেশে যাত্রা করিল। কএক দিবস ভ্রমণের পর তথায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত পূর্ব্বকার অসৎ স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। সেই দেশবাসী দুই সহোদর একত্র মিলিত হইয়া মুদ্রা ব্যবসা করিত, চাপলট তাহাদিগেরই আবাসে নিজ বাসভবন নির্দ্ধারিত করিয়া সতর্কতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। দুই সহোদরে তাহাকে অত্যন্ত যত্ন করিত বিশেষতঃ মসিকটের লোক বলিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক তাহার সেবা শুশ্রূষা করিত। কিন্তু তাহার এই সৌভাগ্য অধিক দিবস স্থায়ী হইল না, যেহেতু এক ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুই

ভ্রাতায় পরম যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিল এবং উত্তমরূপে চিকিৎসার নিমিত্ত এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক আনাইয়া তাহাকে দেখাইতে লাগিল। ফলতঃ তাহাদিগের ক্ষমতাধীন কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সমুদয় বৃথা হইল, কারণ চাপলটের পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ সেই ব্যাধি দিন দিন প্রবল হইয়া এরূপ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল যে অতি শীঘ্র তাহাতেই তাহার মুমুর্ষু কাল উপস্থিত হইল।

এক দিবস দুই ভ্রাতায় তাহার অদূরবর্ত্তি একটি গৃহে উপস্থিত হইয়া তৎসংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া কহিল, এক্ষণে কি করা আবশ্যক? যদি এই অবস্থায় ইহাকে গৃহ হইতে দূরীভূত করা যায়, তবে অত্যন্ত নিন্দাস্পদ হইতে হইবে এবং সকলেই ভৎর্সনা করিয়া কহিবে, ইহারা কি নির্ব্বোধ, যে ব্যক্তিকে সমাদরপূর্ব্বক গৃহে স্থান দান করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত দাস দাসীপ্রভৃতি উত্তম উত্তম চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হওয়াতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াদিল। অথবা যদি গৃহে রাখা যায়, ইহার এমনি নীচস্বভাব ও অসৎ প্রকৃতি যে পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহা প্রকাশ করিয়া কখনই দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না, যেহেতু ইহার পাপ এত অধিক যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, সুতরাং তাহা গোপন রাখিবার

নিমিত্ত কখন প্রকাশ করিবে না। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে এই রূপ একটি নিয়ম আছে যে কোন ব্যক্তি মাতৃ পিতৃ হত্যা প্রভৃতি মহাভয়ঙ্কর পাপে দূষিত হইলেও তাহার প্রকাশে (অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজি ভাষায় কন্‌ফেসন্ কহে) সে অনায়াসেই নিষ্পাপিরূপে পরিগণিত হয়। যদি প্রকাশ হয় তাহা হইলে কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কিম্বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অথবা সৎকারের নিমিত্ত মৃতদেহ সমভিব্যাহারে গমন করিবে না; সুতরাং তাহারা অপদার্থরূপে পরিগণিত করিয়া মৃত শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় নরদামায় নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ ঘটনা হইলে সকলেই আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিবে, যে ব্যক্তিকে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অসার বিবেচনা করিলেন এবং যাহাকে ধর্ম্মালয় গ্রহণ করিলেন না, ইহারা তাহার সহবাসে থাকিয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। পরন্তু এইরূপে আমরা দোষী হইলে সকলেই আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ করিবে। তখন আমরা কিছুই করিতে পারিব না, ফলতঃ ভাষাকথায় বলিয়া থাকে "সাপের ছুঁচোধরা" এক্ষণে আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে।

পীড়িতাবস্থায় মনুষ্যমাত্রেরই অতিসূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি উপস্থিত হয়, চাপলট সন্নিহিত গৃহ হইতে স্পষ্টাক্ষরে তাহাদিগের সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিল এবং নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, আমি তোমাদের

আদ্যোপান্ত সমুদায় কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছি। পরন্তু আমার নিমিত্ত তোমরা যে রূপ আশঙ্কা করিতেছ তাহা যথার্থ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে তোমাদের কোন অনিষ্ট না হয় তাহা নিবারণের নিমিত্ত আমি সাধ্যানুসারে যত্নের ত্রুটি করিব না। এক্ষণে যদ্যপি কোন সুপারগ ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত তোমাদিগের পরিচয় থাকে, শীঘ তাঁহাকে লইয়া আইস, আমি এরূপ সতর্কতাপূর্ব্বক প্রকাশ করিব যে তৎশ্রবণে তোমরা পরম সন্তুষ্ট হইবে। চাপলটের বাক্যানুসারে তাহাদিগের মধ্যে এক জন তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষালয়ে গমন করিল এবং তাহার অভিপ্রায়ানুসারে এক জন অতি প্রাচীন সুবিজ্ঞ ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডাকে (যাহাকে ইংরাজি ভাষায় প্রীষ্ট কহে) তাঁহাকে সমভিব্যহারে লইয়া অতি সত্বরে প্রত্যাগমন করিল। তিনি পীড়িত ব্যক্তির নিকটে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কত দিবস গত হইল তুমি শেষবার প্রকাশ করিয়াছ ?

চাপলট যদিও কখন প্রকাশ করে নাই তথাপি কপটতাপূর্ব্বক কহিল আমি সপ্তাহের মধ্যে প্রায় একবার প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু যদবধি পীড়িত হইয়া এই রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তদবধি একবারও প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই।

প্রাচীন পাণ্ডা তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া কহিলেন হাঁ, আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে তুমি

সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাক এবং ভরসা করি যে তোমার শ্রোতব্য বিষয় অবগত হইতে কিম্বা বক্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

এই কথায় চাপলট কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, মহাশয়! এরূপ কহিবেন না, যদিচ আমি সদাসর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকি তথাপি বিবেচনা করুন্ যেন আমি কখন প্রকাশ করি নাই এবং তদনুসারে আমাকে আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া আমার সম্যক পরীক্ষা লইতে আপনি কোনরূপে ক্রুটি কিম্বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। আজন্মাবধি আমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহা আপনার নিকটে আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিতে কোনরূপে ক্রুটি করিব না। অতএব আমি সবিনয়ে আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করি যেমন যিশুখ্রীষ্ট স্বীয় শরীর প্রদান করিয়া পাপিদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন তদ্রূপ আপনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া অমার আত্মাকে পবিত্র করুন্।

ধার্ম্মিক পাণ্ডা তাহার এই সকল উক্তিতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন এব্যক্তি অতি উদার-স্বভাব-সম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক। অনন্তর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বাপু! স্ত্রীলোক সংক্রান্ত দোষে দূষিত হইয়া তুমি কি কখন ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলে? এই কথায় চাপলট দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, এই বিষয়ের

সত্যাসত্য প্রকাশ করিতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই তেছি কারণ তদ্দারা পাছে আমার অপকৃষ্ট মহিমার অগৌরব হয়। প্রাচীন কহিল তুমি সাহসপূর্ব্বক বল, সত্য কথা প্রকাশ করিতে কোন ক্ষতি নাই।

চাপলট কহিল, পিত! আমি যেরূপ নির্ম্মলাবস্থায় এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হইয়াছি রমণী সংক্রান্ত বিষয়ে এপর্য্যন্ত তদ্রূপই আছি। বৃদ্ধ এই কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি অতি ধার্ম্মিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কখন অতি ভোজন কর নাই? চাপলট দুখিতান্তঃকরণে কহিল, হাঁ মহাশয়! আমি সর্ব্বদাই অব্যাহার করিয়া থাকি, কেবল উপাসনার নিমিত্ত যখন উপবাস করিতাম তখন দুই তিন দিবস পরে একটুকুরা রুটি এবং এক গণ্ডুস মাত্র জল পান করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু যখন তীর্থ ভ্রমণে অথবা অধিক কাল উপাসনায় শ্রান্ত হইয়া পড়িতাম তখন মদ্যপায়িগণ যেমন সুরাপানে মত্ত হয় তদ্রূপ আমি ও অধিক জলপান করিতাম এবং উপাসনার পরে ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অধিক রুটি আহার করিতাম।

বৃদ্ধ কহিলেন, বৎস! এই সকল স্বভাবসিদ্ধকার্য্য ইহাতে লোক দোষভাগী হইতে পারে না। পবিত্রাত্মা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপাসনার পর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা এইরূপ আহার পান করি-

য়া থাকেন। তৎশ্রবণে চাপলট কহিল, মহাশয় মিনতি করি, আমার মনো রক্ষার কিম্বা সন্তোষের নিমিত্ত এরূপ কহিবেন না, আমি ঈশ্বরোদ্দেশে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কখন ভ্রান্ত হইব না, কারণ তাহাতে সম্পূর্ণ পাপাশঙ্কা এবং অন্তেনিরয়গামী হইতে হইবে। বৃদ্ধ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন তোমার এইরূপ অধ্যবসায় এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণকে যথেষ্ট প্রশংসা করি; কিন্তু বল দেখি তুমি কি কখন লোভ রিপুর বশীভূত হইয়া অধিক আকাঙ্ক্ষা কর নাই?

চাপলট কহিল, আপনি কখন এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যেহেতু যদিও আমি এই মুদ্রা ব্যবসায়ীদিগের ভবনে অবস্থান করি কিন্তু তাহাদিগের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই, আমি প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে ঐ নিন্দনীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকি এবং যদি এই অবস্থায় পতিত না হইতাম ভরসা করি শীঘ্র তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারিতাম। পিতার পরলোক গমনে আমি বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রায় অধিকাংশই ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয় করিয়াছি এবং জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অবশিষ্টাংশ বাণিজ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাও দীন দুঃখিদিগের উপকারার্থে প্রদান করিতে অক্ষম নহি। আপনি ইহা মনে করিবেন না যে আমি অর্থোপার্জ্জনে নিতান্ত বিমুখ, সর্ব্বদাই তা-

হার লালসা করিয়া থাকি, কিন্তু আয়ের অর্দ্ধাংশ দীন-দুঃখিদিগকে সম্প্রদান করিয়া স্বীয় প্রয়োজনীয় কার্য্যের নিমিত্ত অবশিষ্টাংশ সঞ্চয় করি। এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করাতে জগদীশ্বর প্রসাদাৎ আমার ব্যবসায়ের দিন দিন উন্নতি সাধন হইতেছে।

পাণ্ডা কহিলেন, তুমি যথার্থ নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছ, ভাল বাপু তুমি কখন ক্রোধ পরতন্ত্র হওনাই? চাপলট কহিল হাঁ, আমি সর্ব্বদাই তাহা করিয়া থাকি। বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সকল লোক কুপথে গমন করিয়া ঈশ্বরের নিয়ম উল্লংঘনপূর্ব্বক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং ভ্রমেও একবার পরকালের চিন্তা কিম্বা তাঁহার শেষবিচারের কোন আশঙ্কা করে না, কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়? সুতরাং আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করি যে এই সকল ব্যক্তি যৌবন-মদে মত্ত হইয়া আমাদের সম্মুখেই ভ্রান্তচিত্তে কেবল শপথ, পরনিন্দা এবং মদিরালয়ে বসিয়া আমোদ করিতেছে, ভ্রমেও কখন দেবমন্দিরে গমন অথবা পরম করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে যত্ন করে না। অতএব পৃথিবীতে অবস্থিতি করিয়া এই সকল গর্হিত কার্য্য দর্শনাপেক্ষা ইহা যথা সাধ্য ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ কল্প।

পাণ্ডা কহিলেন, বৎস! ঐরূপ ক্রোধ প্রশংসনীয় তাহাতে কখন দোষারোপ করা যাইতে পারে না। কিন্তু বল দেখি তুমি কি কখন রোষপরবশ হইয়া মনু-

ষ্যহত্যা কি অপর কোন ব্যক্তিকে দুর্ব্বাক্য অথবা অন্য কোন দুষ্কর্ম্ম কর নাই? এই কথা শুনিয়া চাপলট অতি বিষণ্ণবদনে আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, কি আশ্চর্য্য! আপনার ন্যায় গম্ভীর স্বভাব, সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট ও পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে অনায়াসেই এরূপ কথা নির্গত হয়। আপনি কি বিবেচনা করেন, আমি এইরূপ ইচ্ছাকে কখন মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছি? না, তাহা হইলে জগদীশ্বর আমাকে জীবিত রাখিয়া এতদুর করুণা প্রকাশ করিতেন না। ডাকাইত প্রভৃতি নীচপ্রকৃতি লোকেরাই ক্রোধান্ধ হইয়া প্রাণিহত্যা ও অপর ব্যক্তিকে কটুকাটব্য প্রয়োগ করে। ফলতঃ যদি দৈবাধীন তদ্রূপ লোক আমার নয়নপথে পতিত হয় যাবৎ তাহারা পাপক্ষালানের নিমিত্ত পাতিত জানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করে তদবধি আমি তাহাদিগের মুখ দর্শন করি না।

বৃদ্ধ পাণ্ডা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কখন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অথবা পরদ্রব্য অপহরণ কিম্বা অন্যের বিপক্ষতাচরণ করিয়া কাহাকে মন্দবাক্য প্রয়োগ কর নাই? চাপলট কহিল হা মহাশয়! ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমি পরের বিপক্ষতা করিয়া মন্দবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। যেহেতু আমার একজন প্রতিবাসি বিনাপরাধে নির্দ্দয়রূপে তাহার বনিতাকে প্রহার করিত, তাহাতে আমি মিথ্যা করিয়া

তাহার পিতা মাতার নিকট তাহার বিপক্ষে একটা অপবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা করিবার তাৎপর্য্য এই যে সেই নির্দ্দোষী কুলবালা স্বামীর নির্দ্দয় প্রহার হইতে পরিত্রাণ পায়।

বৃদ্ধ কহিলেন, তুমি এক জন বাণিজ্য ব্যবসায়ী সুতরাং যেমন অন্যান্য লোকে তদুপলক্ষে বিশেষ লাভের প্রত্যাশায় চাতুর্য্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি কি কখন কাহাকেও প্রতারণা কর নাই? চাপলট কহিল, হাঁ মহাশয়! একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার নিকট হইতে একখানি বসন ক্রয় করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য প্রদান করিলে আমি তাহার সংখ্যা গণনা না করিয়াই একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়াছিলাম। পরন্তু যখন এক মাস অতীত হইল একদিবস হিসাব নিকাস করিবার নিমিত্ত সেই মুদ্রা গণনা করিয়া দেখিলাম তাহাতে সার্দ্ধ দুই আনা অধিক রহিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে সেই ব্যক্তির বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম। তৎপরে প্রায় একবৎসর অতীত হইল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে সেই অংশটি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছি। বৃদ্ধ তৎশ্রবণে কহিলেন এঅতি সামান্য বিষয়, তথাপি তুমি যে সেই অংশ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছ তাহাতে তোমাকে বারম্বার প্রশংসা করি। এই রূপ কহিয়া তিনি আরও কতকগুলিন প্রশ্ন করিলে চাপলট পূর্ব্বের ন্যায় কপটতা পূর্ব্বক তাহারও প্রত্যুত্তর দিয়াছিল।

অনন্তর বৃদ্ধ যখন তাহাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্ষমা পত্র (অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজি ভাষায় এব্‌সোলিউসন্ কহে) প্রদান করেন, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে মহাশয়! আর একটি বিষয় আমি এপর্য্যন্ত প্রকাশ করিনাই।

বৃদ্ধ সেই বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা কি? চাপলট উত্তর করিল, আমার স্মরণ হয় এক দিবস পর্ব্বাহ সময়ে দাসীকে গৃহাদি পরিষ্কার করিতে আদেশ প্রদান করি এবং তাহা যথা-যোগ্য রূপে সুসম্পন্ন হইলে আমি তৎকালীন নিয়মের বহিভুত আচরণ করিয়া পবিত্র দিবসকে কলঙ্কিত করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ তাহাতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আঃ এ অতি সামান্য বিষয়। চাপলট তাহা শুনিয়া কহিল, সে কি মহাশয়! এরূপ কহিবেন না, রবিবারকে আমাদের অত্যন্ত মান্য করা উচিত, যেহেতু সেই দিবসে প্রভু যিশুকৃষ্ণ সমাধি হইতে উঠিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।

এই কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, এক্ষণে তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে? চাপলট কহিল, হাঁ, আমার স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে যে এক দিবস আমি দেবমন্দিরে থুথুফেলিয়াছিলাম, পাণ্ডা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন তাহাতে তুমি কিছুমাত্র পাপাশঙ্কা করিওনা কারণ আমরা সর্ব্বদা ঐরূপ করিয়া থাকি। চাপলট তৎশ্রবণে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া

কহিল আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি এই বিষয়ে আপনারা অত্যন্ত দোষী,কারণ যে দেবমন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া আমরা ঈশ্বরারাধনা এবং তাঁহার পূজা করিতাহা সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে সে আরও অনেক কথা কহিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া, এরূপ ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল সহসা অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন দুঃখাবেগে তাহার অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হইতেছে। তদবলোকনে পাণ্ডা বিস্মিত হইয়া কহিলেন? কি হইয়াছে তোমার এরূপ উদ্বেগের কারণ কি? চাপলট মৃদুস্বরে কহিল,হে পিতঃ! এখন পর্য্যন্ত আর একটি গুরুতর পাপ আমার অন্তঃকরণকে পরিতাপিত করিতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে আমার এরূপ লজ্জা হইতেছে যে স্মরণ মাত্রেই মহাদুঃখ উপস্থিত হয়। হায় হায় আমি কি মূঢ়! বোধ হয় জগদীশ্বর সেই পাপ কখন ক্ষমা করিবেন না।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ সস্নেহ বচনে কহিলেন বৎস! তাহা কি? শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল। পৃথিবীতে যে যত পাপ কর্ম্ম করুকনা কেন,যদি সকলের দুষ্ক্রিয়া একত্র সমাবেত করিয়া এক জনের প্রতি আরোপ করা যায়, তথাপি ঈশ্বর কৃপা পরবশ হইয়া প্রকাশ মাত্রে সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করেন অতএব তুমি প্রকাশ করিতে কেন শঙ্কুচিত হইতেছ! চাপলট অশ্রুপূর্ণ নয়নে আক্ষেপ করিয়া কহিল, হায়! আমার পাপ এমনি ভয়ানক যে

তাহার ক্ষমা বিষয়ে আমি একেবারে নৈরাশ্যে পতিত হইয়াছি। তবে যদি আপনি কৃপা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সস্ত্যয়ন করেন, তাহা হইলে নিষ্কৃতিপাই নচেৎ আমার ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে।

বৃদ্ধ তৎশ্রবণে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, ভাল,আমি তোমার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট যথাসাধ্য প্রার্থনা করিব, এক্ষণে তুমি স্বীয় দোষ প্রকাশ করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল কর। চাপলট অনেক পরিতাপ করিয়া যখন দেখিল যে ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিহান হইয়াছেন তখন প্রকাশ করিয়া কহিল, পিতঃ! যখন আপনি অঙ্গীকার করিলেন, যে আমার নিমিত্ত যথাসাধ্য পরমেশ্বরের নিকট প্রর্থনা করিবেন, তখন তাহা প্রকাশ করিতে আর কোন বাধা নাই। আমি অতি শৈশবাবস্থায় একবার আমার গর্ভধারিণীকে গালি অর্থাৎ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। এই বলিয়া ভয়ঙ্কর রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই পাপ কি তুমি অত্যন্ত ভয়ানক বিবেচনা করিয়াছ? মনুষ্য অজ্ঞানতা প্রযুক্ত শত শত বার পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে অশ্রোতব্য অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে যখন তন্নিমিত্ত অনুতাপ করে, তখন ভগবান্ করুনা নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ক্ষমা করেন। অতএব

তুমি কি বিবেচনা কর যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিবেন না? ভাল, তোমার সন্তোষের নিমিত্ত আমি আর একটি গুরুতর বিষয় প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর। বোধ কর যদিস্যাৎ তুমি স্বহস্তে যিশুকৃষ্ণকে ক্রুশযন্ত্রে লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধকর, তথাপি তোমার এইরূপ অনুতাপে ঈশ্বর তাহাও ক্ষমা করেন। চাপলট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য! যে প্রসূতি আমাকে দশমাস গর্ব্ভে ধারণ করিয়া অসহ্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন এবং যিনি স্নেহপরবশ হইয়া কণ্ঠহারের ন্যায় শত শত দিন হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক লালন পালন করিয়াছেন সেই পূজনীয় পরম পবিত্র জননীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করা কি সামান্য পাপ। হায় আমি কি দুর্ভাগা! এই বলিয়া বৃদ্ধের চরণ ধারণ করত কহিলেন, হে পিতঃ! এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সেই গুরুতর পাপ হইতে উদ্ধার হইবার আর অন্য উপায় নাই।

চাপলট তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাহাকে পাপের ক্ষমা স্বরূপ তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপত্র প্রদান করিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ইহার ন্যায় সত্যবাদী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্ল্লভ। অনন্তর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন চাপলট! আমি ভরসা করি, ঈশ্বরকৃপায় তুমি শীঘ্র এই ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবে, অথবা যদি তিনি তোমার পবিত্র আত্মাকে সকাশে লইয়া যান, তাহা হইলে

তোমার নশ্বর দেহ আমাদিগের ধর্ম্মালয়ে সৎকার করিতে কি অনুমতি প্রদান করিবে? চাপলট সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি অকপটচিত্তে তাহাতে সম্মত আছি, কারণ আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন এবং আপনার বিরুদ্ধমতে কর্ম্ম করিতে আমি কখন অভিলাষ করি না। কিন্তু আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আপনি গৃহে গমন করিয়া, আমাদিগের প্রভুর প্রকৃত দেহ যাহা আপনাদিগের ধর্ম্ম বেদিতে স্থাপিত হইয়া পবিত্র হইয়াছে, অনুগ্রহ প্রকাশে একবার মৎসন্নিধানে প্রেরণ করেন; যেহেতু আমি অপাত্র হইলেও আপনার অনুমতি ক্রমে তাহা স্পর্শ করিয়া নিষ্পাপ শরীরে মানব লীলা সম্বরণ করিব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ আমি অদ্যই তাহা তোমার নিকট প্রেরণ করিব।

অনন্তর তিনি প্রস্থান করিলে, দুই ভ্রাতায় তাহার সংলগ্ন অপর গৃহ হইতে এই সকল কথোপকথন শ্রবণ করিয়া হিঃ হিঃ হিঃ শব্দে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। পরে একজন অপরকে কহিল ভাই! এরূপ আশ্চর্য্য লোক কখন আমাদের নয়ন পথে পতিত হয় নাই, এই বার্দ্ধক্যাবস্থায় আসন্ন মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াও ধর্ম্ম ভয় প্রভৃতি কিছুতেই ইহার নিকৃষ্ট মনো বৃত্তির হ্রাস হইল না। যাহা হউক, এই সকল উপায় দ্বারা

যে ধর্ম্মালয়ে সমাধির আদেশ হইয়াছে তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তদ্দ্বারা তাহার পরকালের কার্য্য হইতে পারিবে।

এদিকে চাপলট ক্ষণকাল মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগকরিয়া ক্ষণ বিধ্বংসী পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিল। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় তাহার অন্ত্য সৎকারের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মালয়ে গমন করিয়া বৃদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষকে তৎসন্দেশ প্রদান করিয়া কহিল আপনারা তথায় আগমন পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাতঃকালীন প্রার্থনা প্রভৃতি যে সকল নিয়ম আছে তাহা সমাধা করিয়া যাহাতে তাহার সম্মান পূর্ব্বক সৎকার হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডাকে এই সংবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন চাপলট পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিছিল, তাহার প্রকাশ কালীন আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছে যে তাহার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যবাদী ব্যক্তি, প্রায় দৃষ্ট গোচর হয় না এবং বোধকরি সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি দ্বারা ঈশ্বর নানা প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়া অতি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবেন; অতএব এরূপ তপবিশিষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহ অতি যত্ন পূর্ব্বক ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য সকলে তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেই নিশাতেই মৃতদেহ সন্নিধানে গমন করিলেন এবং যথাবিধি ধর্ম্ম সংগীতাদি শুভ কর্ম্ম সকল

সম্পাদন করিয়া প্রত্যূষে মৃতদেহ বসনে আচ্ছাদন পুর্ব্বক সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ধর্ম্মালয়ে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অনন্তর যে বৃদ্ধ পাণ্ডা চাপলটের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি তত্রস্থিত একটা উচ্চ বেদিতে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন চাপলটের চরিত্র অতি পবিত্র, তিনি ব্রতাদি শুভ কর্ম্ম সকল সম্পাদনের নিমিত্ত যথা নিয়মে উপবাস করিয়া অতি কঠোর রূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। তিনি বদান্যতা, সরলতা এবং দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সমুদায় গুণের আকর স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক প্রায় দৃষ্টগোচর হয় না। মনুষ্য যাবতীয় গুণগ্রামের বশীভূত হইলেও একেবারে দোষ শূন্য হইতে পারে না। সুতরাং চাপলটের ঐ সকল গুণ স্বত্ত্বেও তাঁহাতে যে সকল দোষ ছিল, তাহা যথার্থ প্রকাশ করাতে পরম পিতা পরমেশ্বর যে তৎসমুদয় ক্ষমা করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জনপদবাসি তোমরা সকলেই এমনি নরাধম যে অতি সামান্য বিষয়ে ঈশ্বর এবং দেবতাদিগের নিন্দা করিয়া কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া থাক। চাপলট সত্যবাদিত্য এবং নির্ম্মলতায় লোকসমাজে অগ্রগণ্য হইয়া সকলের পুজনীয় হইয়াছে। দর্শক ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তিগণ এই সকল কথা শ্রবণে পরম প্রীত মনে এবং ভক্তিভাবে শবের হস্ত পদাদি চুম্বন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া

সকলে এক এক টুকরা গ্রহন পূর্ব্বক আপনাকে সুখী এবং ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত শবদেহ উদয়াস্ত পর্য্যন্ত প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত ছিল, তৎপরে দিবাকর অস্তাচল শিখরে প্রস্থান করিলে মহাসমারোহ পূর্ব্বক তাহার সৎকার কার্য্য সম্পাদিত হইল।

পর দিবস বহুসংখ্যক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি নানাবিধ উপচার লইয়া তাহার মন্দিরে উপাসনা করিতে আগমন করিল, এবং তাহার পবিত্র গুণ মহিমা এত প্রকাশ হইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হইলে তাহার নামোল্লেখ পূর্ব্বক দুঃখজ্ঞাপন করিয়া কহিত, হে চাপলট মহাশয়! পরমেশ্বর আপনাদ্বারা অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি স্বীয় ঔদার্য্য গুণে এই দুর্ভাগ্যের প্রতি করুণানেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার পবিত্র গুণের গৌরব রক্ষা করুন্। এইরূপে প্রথমোপাখ্যান সমাপ্ত হইলে সকলেই হাস্য কৌতুক করিতে লাগিল, বিশেষতঃ রমনিগণ তম্মনস্কচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিম্নলিখিত উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া কহিল।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

এরিগো নামে একজন জর্ম্মণ ত্রাইয়ার নগরে বসতি করিত, সে নিঃস্বতা জন্য অগত্যা দারিদ্র প্রযুক্ত তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দ্বারে দৌবারিকতা করিত। যদিও এই রূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তথাপি সচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত সকলেই তাহার প্রশংসা করিত, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, যে তাহার মৃত্যুকালে তত্রত্য প্রধান ধর্ম্মালয়ের বৃহৎ ঘণ্টা স্বয়ং বাজিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত সকলেই আশ্চর্য্য বোধে তাহাকে পরম ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া দেবতার ন্যায় মান্য এবং ভক্তি প্রদর্শন করিত। তাহার মৃত্যুর পর সকলে একত্রীভূত হইয়া শব সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাহা প্রধান ধর্ম্মালয়ে লইয়া গেল, এবং তাহার পবিত্রদেহ স্পর্শ করিয়া আশু আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় খঞ্জ কুব্জ ও অন্ধ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ লোকদিগকে তথায় উপস্থিত করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সে স্থানে বহুলোকের সমাগম প্রযুক্ত এত গোল-

যোগ হইয়াছিল, যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা সুদুরপরাহত হইল। এই সময়ে ফ্লোরেন্স নগরবাসী তিনটী লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা ফ্রাস্সাধিপতির নিকট নর্ম্মসচিবের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহুবিধরূপধারণ করত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ সাধন করিত। কিন্তু ত্রাইয়ার নগরে তাহারা কখন আগমন করে নাই, সুতরাং তথাকার পথ ঘাট প্রভৃতি কোন বিষয় অবগত ছিল না; এক্ষণে সেই স্থানে পদার্পণমাত্র অবলোকন করিল যে, তন্নগরবাসী চতুঃসীমাবর্ত্তি লোক সকল একদিকেই দ্রুতবেগে গমন করিতেছে, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কারণানুসন্ধান করত যখন তদ্বিষয় অবগত হইল তখন কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে সেই মৃতদেহ দর্শনে অভিলাষ করিল। অনন্তর তাহারা সমভিব্যাহারে আনীত দ্রব্য সকল এক সরাইয়ে স্থাপন করিয়া একজন কহিল সেই শব দর্শন করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তাহার নিকটে যাইবার কোন উপায় দেখিতে পাই না, যেহেতু রাজপথ সকল অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষে পরিপূর্ণ এবং চতুর্দ্দিক বহু লোকের সমাগমে পথ আরো দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছে। অধিকন্তু ধর্ম্মালয় এরূপ লোকে সমাকীর্ণ যে একটি পিপীলিকামাত্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের মধ্যে মাঁরটিলো নামক এক ব্যক্তি কহিল কোন চিন্তা নাই, আমি এক অতি উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, বোধ হয় তদ্দ্বারা

আমাদিগের মনোরথ অনায়াসে সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। আমি ছদ্মবেশে খঞ্জরূপ ধারণ করিয়া এমত ভাব প্রকাশ করিব যে আমার কিছুমাত্র চলৎ শক্তি নাই, এবং জন্মাবধিই যেন তদবস্থা সম্পন্ন, তোমারা উভয়ে আমার দুই পার্শ্বদেশ ধারণ করিয়া আরোগ্য প্রত্যাশায় শব সন্নিধানে লইয়া যাইবে, তাহা হইলে সকলেই পথ ছাড়িয়া দিতে যত্ন করিবে, এবং আমরাও নিরুপদ্রবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিব।

এই উপায় সকলেরই মনোরম্য হইল, এবং তাহাতে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে এই ভরসায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার উদ্যোগ করিবার নিমিত্ত একটী নির্ভৃত স্থানে গমন করিল এবং মারটিনো হস্ত পদাদি শঙ্কুচিত করিয়া এমনি বিকট রূপ ধারণ করিল যে তদ্দর্শনে সকলেরই মনে ভয় ও বিভীষিকা উপস্থিত হইল। "অন্যে পরে কা কথা" তাহার বন্ধুদ্বয়ও তাহাকে চিনিতে পারিল না, ফলতঃ তাহাকে দেখিলেই বোধ হইবে যে এব্যক্তি জন্মাবধি এইরূপ বিরূপ আকার। এই রূপ অবস্থায় উভয়ে তাহাকে ধারণ করিয়া ধর্ম্মালয়াভিমুখে গমন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সকরুণ বাক্যে কহিতে লাগিল, ঈশ্বরের দোহাই সকলে পথ ছাড়িয়া দাও, তাহাতে আর কেহই তাহাদিগের গমন মার্গ অবরোধ করিল না, এবং ক্রমে যখন তাহারা জনতার মধ্যে আসিয়া

উপস্থিত হইল তখন সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল পথ ছাড় পথ ছাড়, ফলতঃ তৎকালীন পথছাড় এই রবভিন্ন আর কিছুই শ্রুতি গোচর হইল না। অবশেষে শবের নিকটবর্ত্তি হইলে তৎপার্শ্বস্থিত কতিপয় ব্যক্তি তাহাকে লইয়া এরিওগের মৃতদেহের উপর শয়িত করিল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত তদসংসর্গে লিপ্ত থাকায় ব্যাধির উপশম হইবে। এই ব্যাপার দর্শনেচ্ছু হইয়া তথাকার সমুদয় লোকের চক্ষু তাহার উপরেই পতিত হইল এবং কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে শেষ কি হয় এই অপেক্ষায় সকলেই দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর মারটিলো দর্শকগণের বিস্ময় চিত্তকে উদ্দীপিত করিয়া অগ্রে তাহার হস্তাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া পশ্চাৎ দুই হস্ত উত্তোলন করিল। ক্ষণকাল বিলম্বে তত্রস্থ সমস্ত প্রাণির দর্শনেন্দ্রিয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া একেবারে শবদেহ হইতে গাত্রোত্থান করিল। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এরিওগের প্রশংসা সূচক এমনি উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল যে তৎকালে বজ্রপাত প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইলেও কাহার শ্রবণ বিবরে তাহা প্রবিষ্ট হইত না।

এই সময়ে ফ্লোরেন্সবাসি অন্য এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল ছদ্মবেশধারি মারটিলো তাহার অজ্ঞাত সার ছিল না, সুতরাং এই ব্যাপার দর্শনে উচ্চহাস্য করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল, দোহাই পরমেশ্বর!

এই ব্যক্তির খঞ্জত্ব বিষয়ে কে না অবিশ্বাস করিবে? এই কথায় তাহার পার্শ্বস্থিত কতক গুলিন লোক জিজ্ঞাসা করিল ইহার কি ঐরূপ অবস্থা ছিল না? তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল, ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতে পারি, যেমন তোমরা, তদ্রূপ ঐব্যক্তিও তোমাদের ন্যায় প্রকৃত হস্ত পদাদি বিশিষ্ট ছিল, কিন্তু উহার এমনি অভ্যাস আছে যে ইচ্ছা মাত্র অবলীলা ক্রমে বিকৃত রূপ ধারণ করিতে পারে এক্ষণে তোমরা তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে আর বিশেষ কোন প্রমাণেরও অপেক্ষা করে না।

এই কথা শ্রবণমাত্র সকলে রোষ পরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, রে দুর্ভাগ্য ঈশ্বর নিন্দুক! তুই ছলনা করিয়া আমাদিগের পরম পবিত্র এরিওগের সহিত উপহাস করিতে আসিয়াছিস। তোকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিতেছি, এই বলিয়া তাহার কেশাকর্ষণ পুর্ব্বক ভুমিতে নিঃক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাবতীয় লোক তাহার প্রতি আক্রোষ প্রকাশ করিয়া কেহ মুষ্টাঘাত কেহ চপেটাঘাত কেহবা পদাঘাত করিতে লাগিল; তৎকালে এরূপ একটিও লোক ছিল না যে তাহাকে একটি মাত্র আঘাত না করিয়াছে। এই রূপ নির্দ্দয় প্রহারে মারটিলো মরণাপন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, দোহাই পরমেশ্বরের! আমার প্রাণযায়, আর আঘাত করিও না

কিন্তু তাহার এই রূপ করুণ প্রার্থনায় কোন ফল দর্শিল না যেহেতু তখন তদুপরি এত প্রহার হইতে ছিল যে তাহার বাক্য কাহারও শ্রবণ গোচর হইল না বরং নির্দ্দয় রূপে অধিক প্রহার করিতে লাগিল। তাহার অন্য সঙ্গিদ্বয় তাহাকে এই রূপ বিপদে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ধারের কোন উপায়ানুসন্ধান করিতে না পারিয়া অগত্যা অন্যান্য লোকের সহিত মার মার এই রূপ শব্দ করিতে লাগিল। পরে ধর্ম্মালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া প্রধান নগর রক্ষির নিকট কহিল, রক্ষাকর রক্ষাকর! ঐব্যক্তি আমার অঙ্গরাখার থলিয়া হইতে একশত মুদ্রা অপহরণ করিয়াছে। এই কথা শ্রবণমাত্র নগর রক্ষির আদেশ ক্রমে তৎক্ষণাৎ দ্বাদশজন জমাদার দ্রুতবেগে মারটিলোর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধৃত করিল এবং অনতিবিলম্বে তাহাকে লইয়া প্রত্যাগমন করিলে নগর রক্ষক তাহাকে অপরাধি বিবেচনা করিয়া বিচারকের সন্নিধানে প্রেরণ করিল। অনন্তর যখন তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া যায় তখন বিপক্ষপক্ষেরা পুনঃ প্রতিহিংসায় পরাংমুখ হইয়া কেহ কেহ কহিল আমাদের নিকট হইতেও ঐ রূপে অপহরণ করিয়াছে।

বিচারপতি তাহার বিপক্ষে এই সকল অভিযোগ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি এই সকল লোকের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছ? মারটিলো সাতিশয় রহস্য প্রিয় ছিল, সুতরাং বিচারপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসু হইয়া

রহস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। তাহাতে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিতে আদেশ দিয়া প্রহরিকে কহিলেন, যাবৎ স্বীয় দোষ প্রকাশ না করে তাবৎ ইহাকে নির্দ্দয় রূপে কশাঘাত করিবে। এই আদেশমাত্র প্রহরি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধনকরিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিল,তখন বিচারক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,তুমি এখনও স্বীয় অপরাধ সত্য প্রকাশ কর,নতুবা তোমাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া উদ্বন্ধনদ্বারা প্রাণ হত্যা করিব। তাহাতে মারটিলো সভয়ান্তঃকরণে কহিল, আমি সত্য কহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করুন, কোথায় এবং কোন সময়ে আমি অভিযোগিদের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছি। বিচারক তাহাতে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। তাহাতে একজন কহিল প্রায় অষ্টাহ গত হইল আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়াছে, এবং অন্যে কহিল চারি দিবস পূর্ব্বে কেহবা কহিল অদ্যই অপহরণ করিয়াছে। তৎশ্রবণে মারটিলো কহিল, ধর্ম্মাবতার! ইহারা সকলেই মিথ্যাবাদি, কারণ আমি অদ্য দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে এই নগরে প্রথম প্রবেশ করিয়াছি, ইহা ভিন্ন আর কখন এখানে আগমন করি নাই, এবং আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে এখানে উপস্থিত হইবামাত্র মৃত এরিওগের শব সন্নিধানে গমন করি, তৎপরে আমার এই অবস্থা

হইয়াছে। আমি যাঁহার ভবনে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তিনি আপনার একজন কর্ম্মচারি, এবং ভরসা করি তিনি এবিষয়ের সত্যাসত্য সপ্রমাণ করিবেন। অতএব প্রার্থনা করি এই সকল প্রবঞ্চকদিগের মিথ্যাপবাদ শ্রবণে আমাকে প্রহার করিয়া বৃথা যন্ত্রণা দিবেন না, আমি সত্য কহিতেছি কোন দোষে দোষী নহি।

যখন বিচারকের সহিত মারটিলোর এইরূপ কথোপকথন হয়, সেই সময়ে তাহার অন্য বন্ধুদ্বয় সভয়ান্তঃকরণে পরস্পর কহিতে লাগিল, আহা! কি দুর্দ্দৈব! আমরাই ইহার প্রাণবধের প্রধান হেতু, যেহেতু একটা সামান্য বিষয় হইতে উদ্ধার করিবার ছলে এককালে মৃত্যুমুখে প্রদান করিলাম। যাহাহউক এক্ষণে হতাশ হইয়া নিরুপায় হওয়া উচিত হয় না, সাধ্যানুসারে প্রতীকারের উপায়ানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনন্তর তাহারা দ্রুতপদ-সঞ্চারে ভূম্যাধিকারির নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। তৎশ্রবণে তিনি অতিশয় হাস্য করিয়া কহিলেন, কোন চিন্তা নাই তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। এই বলিয়া একজন সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তাহার উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। তিনিও পূর্ব্বোক্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হাস্য করিলেন। পরে

তাহাদিগের সমভিব্যাহারে প্রধান বিচারপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনি অপরাধী মারটিলোকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই সমুদায় বিষয় স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারিবেন। বিচারপতি তদনুসারে একজন দূত প্রেরণ করিলেন, রাজদূত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে অপরাধী কম্পান্বিত কলেবরে বিবস্ত্র হইয়া বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে, তিনি কোনরূপেই তাহার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন; এমত সময়ে দূত তাঁহার নিকটে যাইয়া প্রধান বিচারপতির আদেশ জ্ঞাপন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে মারটীলো দূতসমভিব্যাহারে প্রধান বিচারপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সমুদায় ঘটনা প্রকাশ করিয়া কহিল, কৃপাময়! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অনুমতি করুন আমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে প্রস্থান করি, আর যদি কখন এখানে পুনরাগমনের প্রত্যাশা করি তাহা হইলে বিবেচনা করিব যে আমার নিমিত্তে ফাঁসি কাষ্ঠ প্রস্তুত আছে। প্রধান বিচারপতি তাহার এই সকল কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের তিনজনের নিমিত্ত নূতন পরিচ্ছদ আনিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাহারা তাঁহার অনুগ্রহে উত্তম পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে শত শতবার নমস্কার করিল। এইরূপে তাহারা ঘোরতর

বিপদে পতিত হইয়া এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে আগমন পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবাদি পরিজনের সহিত প্রণয়ালাপে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল ইতি।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

ফিরারা নগরের মারকুইস অজের শাসন সময়ে তথায় একজন প্রসিদ্ধ ধনি বণিক্ বসতি করিতেন, তাঁহার নাম রিনাল্ডো, তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে বলগ্না নগরে গমন করিয়া তাহা সম্পাদন পূর্ব্বক যখন স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন, পথিমধ্যে অন্য কতিপয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা পর্ব্বতীয় অসভ্য জাতি, কিন্তু বণিক্-বেশে সেই বর্ত্ম দিয়া গমন করিতেছিল, রিনাল্ডো তাহাদিগকে যথার্থ বণিক্ বিবেচনায় অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলে তাহারা পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে বণিক বেশধারী দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে তাঁহারসহিত প্রচুর অর্থ থাকিতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়া তাহারা অসভ্যজাতির স্বভাবসুলভ তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপরহণ করিতে মানস করিল, এবং সেই অভিসন্ধি গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত এরূপ সৌজন্যতার সহিত

আলাপ করিতে লাগিল যে তদ্দারা তিনি তাহাদিগের অসদভিসন্ধির বিন্দুবিসর্গ কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই, বরং তাহাদিগের সহযোগে আপনাকে পরম সুখী বিবেচনা করিয়া নিরুদ্বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

তাহারা বণিকের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত বিবিধ বিষয়ের কথোপকথন করিয়া শেষে ঈশ্বরোপাসনার প্রসঙ্গক্রমে কহিল, মহাশয়! ভ্রমণকালে আপনি কোন্ স্তবের আবৃত্তি করিয়া থাকেন? তৎশ্রবণে তিনি কহিলেন আমি অধিক স্তব জ্ঞাত নহি, এবং ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তবে কিনা একজন পুরাকালীন লোকের ন্যায় এইমাত্র বলিতে পারি যে ষোল আনায় একটাকা হয়। অধিকন্তু প্রাতে এবং মধ্যাহ্নে উপাসনার পর ঈশ্বর এবং শান্তজুলিয়ানের নিকটে রজনীতে উত্তম বাসস্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকি, এবং তাঁহার প্রসাদাৎ কত শতবার ঘোরতরবিপদে পতিত হইয়াও রজনীতে উত্তম বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভ্রমক্রমে যদি কখন সেই স্তব আবৃত্তি করিতে বিস্মৃত হই তাহা হইলে আমার সকল আশা ভরসা বিফল হইয়া যায়, এবং দুঃখেরও ইয়ত্তা থাকে না। তাহা শ্রবণে দস্যুরা কহিল তবে আপনি অদ্য প্রাতে যথানিয়মে উপাসনা করিয়া সেইরূপ স্তব পাঠ করিয়াছেন? রিনাল্‌ডো গম্ভীরস্বরে কহিলেন হাঁ। তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তৎশ্রবণে দস্যুপতি ব্যঙ্গ

ছলে কহিল যথেষ্ট হইয়াছে, যদি আমার ভ্রম না হয় বোধ করি অদ্যকার রজনীযাপনের নিমিত্ত আপনি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু আমিত্ত অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু যথা নিয়মে আপনার ন্যায় ঐরূপ প্রার্থনা না করিয়াও অতি সুখকর বাসস্থান এবং উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং অদ্য রজনীতে পরীক্ষা করা যাইবে আমাদিগের মধ্যে কোন্ পক্ষ উত্তম স্থান প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে বিবিধ কথোপকথন ও তর্কবিতর্কচ্ছলে ভ্রমণ করিতে করিতে দস্যুরা তাহাদিগের নিচাশা পরিপুরণের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান এবং সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলে যখন দিঙ্‌মণ্ডল বিহঙ্গমদিগের কলরবে পরিপুর্ণ হইল সেই সময়ে তাহারা বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত একটী জনমানব শূন্য নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া সহসা রিনাল্‌ডোকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া গর্ব্বিত বচনে কহিল, এক্ষণে যাইয়া দেখ অদ্য রজনীতে শাস্তজুলিয়ান তোমাকে কিরূপ উত্তমাবস্থায় স্থাপন করেন। এই বলিয়া তাহারা গুইলিন্‌মো দুর্গের নিকটস্থ ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে রিনাল্‌ডো দুঃখিতমনে স্বীয় সমভিব্যাহারী দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা বৃথা হইল যেহেতু সেই কৃতঘ্ন

দুর্বৃত্ত দাস তাঁহাকে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া প্রাণ ভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ পুর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, এবং যাবৎ গুইলিম্মো দুর্গতে আসিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়াছিল তাবৎ দ্রুতগমনে একবারও ক্ষান্ত অথবা পশ্চাৎ দৃষ্টিপাতও করে নাই। সুতরাং রিনালডো একাকিমাত্র সেই জন শূন্য অরণ্য মধ্যে একবস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার চর্ম্মপাদুকা পর্য্যন্ত ও দুর্বৃত্ত দস্যুরা অপহরণ করিয়াছিল। একে শীতকাল তাহাতে আবার সেই স্থানেতুষার পতিত হইতেছিল, ইহাতে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে যে সেই সময় তাঁহার পক্ষে কিরূপ কষ্টদায়ক হইয়াছিল, বিশেষতঃ চরণে পাদুকা না থাকাতে তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার সেই দৃষ্টি নিষ্ফল হইল যেহেতু অতি সল্পদিবস পূর্ব্বে তথাকার সমস্ত গৃহাদি সমরানলে ধ্বংশহইয়া গিয়াছে।

অনন্তর শীতবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নিকটস্থ গুইলিম্মো দুর্গাভিমুখে গমন করিতে করিতে ভাবিলেন যদি সমভিব্যাহারি দাস তথায় প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে অনায়াসে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু কিঞ্চিদ্দূর গমন করিবামাত্র প্রকৃতি শুভ্রবসন পরিত্যাগ পুর্ব্বক দিনমণির বিরহে শোক সন্তপ্ত হইয়া অন্ধকার রূপ কৃষ্ণ বসন পরিধান করিলেন, তাহাতে তাঁহার গমনমার্গ আর দৃষ্টিগোচর হইল না সুতরাং তাঁহার

আগমনে বিলম্ব হওয়াতে দুর্গের দ্বারবন্ধ হইয়াছিল। তিনি তন্মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া একেবারে নৈরাশ্যে পতিত হইলেন, ভাবিলেন যে জীবনরক্ষার আর কোন উপায় নাই; তখন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক তুষার হইতে মস্তক রক্ষার নিমিত্ত একটা আচ্ছাদনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জগদীশ্বরের অপার মহিমা তিনি যাহাকে রক্ষা করেন তাহার বিপদকালেও সম্পদ লাভ হয়, রিনালডো যখন নিরুপায় হইয়া আচ্ছাদনির নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করেন তখন সৌভাগ্য ক্রমে দুর্গ সংলগ্ন একটি কুটীর তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল, তদ্দর্শনে তিনি বিবেচনা করিলেন যে তাহার নিম্ন ভাগে অবস্থান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিবেন। অনন্তর নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন যে তাহার বহির্দ্দিকস্থ একটি দ্বার দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে এবং সেইস্থান হইতে কতক গুলিন শুষ্কতৃণ আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া অতি দুঃখিত মনে তদুপরি শয়ন করিলেন। কিন্তু শীতাতিশয্য প্রযুক্ত নিদ্রাহওয়া দূরে থাক, একবারচক্ষু মুদ্রিত করিতেও পারিলেন না, তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শান্তজুলিয়ানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে দেব! আমি যেমন তোমাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকি তাহার কি এই প্রতিফল প্রদান করিলে।

শান্তজুলিয়ান তাহার সকরুন বাক্যে স্নেহ পরবশ

হইয়া অতি সুখকর আবাস স্থান প্রদান করিলেন। তিনি যে গৃহের নিম্নে অবস্থান করিতেছিলেন তন্মধ্যে একটি পরম সুন্দরি বিধবা রমনী বাস করিতেন, মারকুইস্ অজ তাঁহাকে প্রাণাধিক যত্ন করিয়া সেই স্থানে রক্ষিত করিয়াছিলেন, ঐ দিবসে তথায় তাঁহার আগমনের কল্পনাছিল, তন্নিমিত্ত রমনী তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত তৎকালোচিত উষ্ণোদক প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুৎ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবাৎ কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে মারকুইসকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তিনি রমণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তদ্দিবসের নিমিত্ত অবসর হইয়াছিলেন। তাহাতে কামিনী সাতিশয় ক্ষুব্ধান্তঃকরণে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করা আবশ্যক কোন্ উপায় অবলম্বন দ্বারা যামিনীযাপন করা যায়, প্রস্তুতিভূত দ্রব্যাদি কোন রূপে বৃথা নষ্ট করা হইতে পারে না, অতএব স্বয়ং যাইয়া তৎসমুদায় ব্যবহার করা আবশ্যক। এইরূপ স্থির করিয়া যেখানে উষ্ণোদক প্রস্তুতছিল তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র রিনাল্ডোর বিলাপধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রমণী তৎক্ষণাৎ দাসীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন শীঘ্র দ্বারদেশে যাইয়া দেখ, কে আগমন করিয়াছে এবং তাহার অভিপ্রায় কি। দাসী আদেশ মাত্র তথায় যাইয়া দেখিল যে রিনাল্ডো শীতপ্রভাবে কম্পান্বিত কলেবরে শুষ্কতৃণোপরি পতিত

আছেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে দশনে দশনাঘাতের সুস্পষ্ট ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছে, দাসী তাঁহাকে তদ্রূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে এমনি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে তাঁহার মুখহইতে একটি বাক্যও সুস্পষ্টরূপে নির্গত হইল না, সুতরাং সে তাঁহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সরলতা গুণে রিনাল্ডোর প্রতি তাহার দয়ার সঞ্চার হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ দ্রুত গমনে গৃহ স্বামিনীর নিকটে যাইয়া সমুদায় জ্ঞাপন করিল। রমণী শ্রবণ মাত্র করুণার্দ্র চিত্তে দাসীকে দ্বারের চাবি প্রদান করিয়া কহিলেন শীঘ্র যাইয়া অতি সাবধানে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও যেন কেহ জানিতে না পারে, আমাদের প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আছে অনায়াসে তাহাকে ভোজন করাইয়া রজনী যাপনের নিমিত্ত একটা ঘরও দেওয়া যাইবে।

দাসী তাহার এই কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া সত্বরগমনে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিল যে রিনাল্ডো শীত প্রভাবে মৃত প্রায় হইয়াছেন। তদ্দর্শনে দাসী তাঁহাকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিল সত্বর এই উষ্ণ জলপূর্ণ স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া সুস্থ হও। তিনি শ্রবণমাত্র আর কোন অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং উষ্ণজলে স্নান করিয়া কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ

করিলেন। তৎপরে রমণী স্বীয় স্বামীর কতকগুলিন পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন তিনি সেই সকল পরিধান করিলে বোধ হইল যেন তৎসমুদায় তাঁহার নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। এইরূপে আশাতীত সুখকর অশন বসনাদি প্রাপ্ত হইয়া শত শত বার পরমেশ্বরকে এবং শান্তজুলিয়ানকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর রমণী গৃহ মধ্যে অগ্নি প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন এবং তাহা যথা-নিয়মে সুসম্পন্ন হইলে তথায় আগমন পূর্ব্বক অগ্নি সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অভ্যাগত ব্যক্তি কিরূপ লোক? দাসী কহিল তাহার আকার প্রকারে বোধ হয় যে তিনি ভদ্রবংশজাত, বিশেষতঃ এক্ষনে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা শ্রবণ করিয়া রমণী কহিলেন তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আইস আমরা একত্রে উপবেশন করিয়া ভোজন করিব, যেহেতু তিনি এপর্য্যন্ত অনাহারী থাকাতে বোধ হয় সাতিশয় ক্ষুধিত আছেন, আমি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইব। অনন্তর দাসী রিনাল্‌ডোকে তথায় লইয়া আসিলে তিনি গৃহ স্বামিনীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনে মনে বিলোচনা করিলেন, যে ইনি সামান্যা স্ত্রী নহেন আকার ইঙ্গিতে স্পষ্ট প্রতী-য়মান হয় যে কোন সম্ভ্রান্ত কুল উজ্জ্বল করিয়া থাকি-

বেন। কিন্তু তিনি অন্য ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেমন উপকারির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় তদ্রূপ ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন। রমণী দাসী প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি দস্যুদিগের সহিত প্রথম মিলনাবধি তাঁহার আবাসে আগমন পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন এক্ষণে আপনার কৃপাবলে সকল দুঃখ পার হইয়া অপারসুখসাগরে পতিত হইয়াছি। এবং ভরসা করি যে এখন নির্ব্বিবাদে গৃহে যাইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিব। রমণী তাঁহার দূরবস্থার মূল কারণ শ্রবণে ক্ষণকাল দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করি যে তিনি তোমাকে ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি ইতি পূর্ব্বে তোমার সমভিব্যাহারি দাসের নিকট কতক শুনিয়াছিলাম, সেও প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এস্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে ভরসাকরি প্রভাত কালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় দাসী খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন

করিলে তাঁহারা হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক একত্রে ভোজন আরম্ভ করিলেন। রিনাল্‌ডো একে অতি সুরূপ যুবা পুরুষ তাহাতে আবার উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশেষতঃ তাঁহার সদালাপ সম্বলিত সুমধুর বাক্যে কাহার না মন মোহিত হয়। রমণী তাঁহার সুদীর্ঘ আকৃতি এবং সরল ব্যবহার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন সময়ে বারম্বার তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, ফলতঃ অন্যের অনুপস্থিতির নিমিত্ত তাঁহার মনে যে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রিনাল্‌ডোর প্রতি সপ্রণয় নয়নে দৃষ্টিপাত করাতে সল্পকাল মধ্যে তাঁহার মনে সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল। অনন্তর ভোজনান্তে দাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, অদ্য মারকুইসের সমাগম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে সৌভাগ্যবশতঃ এই যুবাপুরুষরত্ন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব যদ্যপি তোমার কোন আপত্য না থাকে তবে অন্যের পরিবর্ত্তে ইহাঁকেই অদ্য রজনির নিমিত্ত তৎপদে অভিষিক্ত করি। চতুরা দাসী তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিল। তদনন্তর রমণী রিনাল্‌ডোর নিকট আগমন করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে কহিলেন রিনাল্‌ডো!

তুমি কি চিন্তা করিতেছ? একটা অশ্ব এবং কিঞ্চিৎ বস্ত্রের নিমিত্ত বুঝি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ? ঐ সকল বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হও, বোধ কর এই ভবনস্থিত সমুদায় দ্রব্যাদি তোমারই অধিকারাধীন। বিশেষতঃ তুমি আমার স্বামীর পরিচ্ছদ পরিধান করাতে আমার কএক-বার এমনি ভ্রম হইয়য়াছিল যেন তিনিই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তদনুসারে আমি সময়োচিত আলিঙ্গনাদি প্রদানোদ্যতা হইয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তদ্দ্বারা তুমি বিরক্তি প্রকাশ কর সেই আশঙ্কায় কিছু করিতে পারি নাই। রিনাল্‌ডো ইতি-পূর্ব্বে কখন কাহার সহিত প্রণয় সংস্থাপন করেন নাই সুতরাং তদ্বিষয়িণী প্রসঙ্গ বিশেষ অবগত নহেন এবং কামিনীর মনোগত ভাব সংগ্রহেও সম্পূর্ণ সমর্থ হন নাই। সে যাহা হউক অবশেষে সমুদায় ধার্য্য হইলে তাঁহারা এক শয্যায় শয়ন করিয়া সময়োচিত সুখ সম্ভোগে সমস্তনিশা অতিবাহিত করি-লেন।

প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্যের সন্দেহ নিবারণের নিমিত্ত রমণী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মুদ্রা এবং পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, সাবধান যেন এই ব্যাপার সর্ব্বতোভাবে অপ্রকাশ থাকে এবং যেখানে গমন করিলে পলায়িত দাসের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দ্বারের

কপাট উদ্ঘাটন করিলে তিনি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া সকলের অলক্ষিতভাবে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সহস্র রশ্মি উদয়াচলে পরিদৃশ্যমান হইলে যখন চতুর্দ্দিক আলোকে পরিপূর্ণ হইল তখন তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া এমনি ভাব প্রকাশ করিলেন যেন অনেক পথ পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে পরে দাসের সহিত সাক্ষ্যাৎ হইলে নিজ পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। কিন্তু যখন তথা হইতে যাত্রা করিবার নিমিত্ত অশ্বারূঢ় হন, সেই সময়ে অন্য কোন কারণের নিমিত্ত সেই দস্যুগণ তথায় আনীত হইল এবং তাহারা স্বীয় দোষ প্রকাশ করিলে তিনি সৌভাগ্য ক্রমে অশ্ব প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী পুনপ্রাপ্ত হইলেন, কেবল একটি অশ্বের চরণ আচ্ছাদনির বন্ধনি পাইলেন না এবং দস্যুরাও তাহার কোন সমাচার বলিতে পারিল না, রিনাল্ডো এইরূপে সমুদায় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরম করুণা-ময় ঈশ্বর এবং শান্তজুলিয়ানকে ধন্যবাদ করিয়া স্বভবনে আগমন পূর্ব্বক সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ উপাখ্যান।

ফ্লোরেন্স নগরে টিবাল্‌ডো নামে একজন নাইট্‌ বসতি করিতেন, কোন মতে তিনি লম্বারটি এবং কোন মতে আগলান্টি বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ফলতঃ এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে কোন্‌ বংশোদ্ভব তাহার কোন স্থিরতা নাই। সে যাহা হউক, তৎকালে তাঁহার ন্যায় সম্পত্তিশালী ব্যক্তি অতি অল্প দৃষ্ট হইত, তাঁহার তিন্‌টি পুত্র সন্তান ছিল, তন্মধ্যে অগ্রজের নাম লাম্বার্ট, দ্বিতীয়ের টিবাল্‌ডো এবং তৃতীয়ের নাম আগলান্ট। তাহারা সকলেই পরম রূপলাবণ্যসম্পন্ন, যখন জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ সেই সময়ে তাহাদিগের পিতা পরলোক গমন করেন। পিতার পরলোক গমনে তাহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া অতি অল্পদিন মধ্যে বহু-সংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত, সুদৃশ্য মূল্যবান্‌ অশ্ব সার-মেয় এবং বাজ প্রভৃতি স্বীকারি পশু পক্ষী ক্রয়, অভ্যাগত বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত সুরম্য হর্ম্ম্য এবং ক্রীড়া কানন প্রস্তুত করিয়া

অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে যে কি অবস্থা হইবে তৎপক্ষে কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়া বৃথা ব্যয় বাহুল্য করাতে অতি অল্প দিবস মধ্যে তাঁহাদিগের পৈতৃক সঞ্চিত অর্থের হ্রাস পাইতে লাগিল, সুতরাং নিত্য ব্যয়ের অনাটন নিবারণের নিমিত্ত ক্রমে স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এইরূপে যখন সমুদায় বিভব নষ্ট হইয়া অল্প মাত্রাবশিষ্ট রহিল তখন দীনতা প্রযুক্ত দিব্য জ্ঞান উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদিগের মুকুলিতাক্ষি বিস্ফারিত হইল।

এক দিবস ল্যাম্বার্ট অপর ভ্রাতৃদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বিবেচনা করিয়া দেখ পিতার লোকান্তর গমনে আমরা বিপুল বিভবের অধিপতি হইয়া লোকসমাজে সম্মানিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই সমুদায় অপব্যয়ে নষ্ট করাতে ক্রমে অপমানিত হইবার উপক্রম হইয়াছি অতএব আমার পরামর্শ এই যে ঋণ দায়ে অপমান হওয়া অপেক্ষা অবশিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহার সেই পরামর্শ উয়েরই মনোনীত হইল এবংতাঁহারা অবশিষ্ট বিষয় বিক্রয় করিয়া জেষ্ঠ-ভ্রাতার অজ্ঞাতসারে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দিবস ভ্রমণের পর তথাকার প্রধান রাজধানী লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া একখানি ক্ষুদ্র

বাটী ভাড়া করিলেন এবং সময়োচিত পরিমিত ব্যয় ভূষণ করিয়া মুদ্রার ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ ব্যবসায়োপলক্ষে অতি অল্প দিন মধ্যে তাঁহারা অপরিসীম অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বন্ধকি পৈতৃক বিষয় সকল উদ্ধার করিলেন এবং অন্যান্য অনেক বিষয় ক্রয় করিয়া পশ্চাৎ উভয়েই দ্বার পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে ঈশ্বর কৃপায় তাঁহারা পূর্ব্ব বিভবাদি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃপুত্র আলসান্দ্রকে ইংলণ্ডের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আলসান্দ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিলে তাঁহারা পরমানন্দে ফ্লোরেন্সে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং অনতি কাল পূর্ব্বে অনাবধানতা প্রযুক্ত যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনমদেমত্ত হইয়া তাহা বিস্মরণ পূর্ব্বক পুনরায় অপব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথাকার বণিক সম্প্রদায়ের নিকট বিশ্বাসভাজন হওয়াতে অসময়ে মুদ্রার আবস্যক হইলে অনায়াসেই ঋণ প্রাপ্ত হইয়া অভিলাষানুরূপ ব্যয় ভুষণের কোন ত্রুটি হইত না। আলসান্দ্র ইংলণ্ড হইতে মুদ্রা প্রেরণ করিলে তাঁহারা পূর্ব্বঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক পুনরায় কর্য্য করিয়া আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

সেখানে আলসান্দ্র গৃহাদি স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ভদ্রলোকদিগকে মুদ্রা প্রদান করিতেন এবং তদ্দ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হইত স্বীয় ব্যয়ের নিমিত্ত অল্পাংশ রাখিয়া সমুদায় পিতৃব্যদিগের নিকট প্রেরণ করি-

তেন। তাঁহারাও আলসাস্ত্রের নিকট হইতে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় কোন রূপে ব্যয়কুণ্ঠ না হইয়া যখন যাহা আবশ্যক হইত পূর্ব্বের ন্যায় ঋণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সাম্পাদন করিতেন। কিন্তু সেই সময়ে অসম্ভাব্যরূপে রাজা এবং রাজপুত্রের সহিত এক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডের লোক সমুহ দুই অংশে বিভক্ত হয়, কতকগুলিন রাজ পক্ষে এবং কতকগুলিন যুবরাজ পক্ষে। সেই সংগ্রামোপলক্ষে ঋণগ্রাহি সমুদায় লোক একত্রীভুত হইয়া আলসাস্ত্রের নিকট হইতে বন্ধুকি বিষয় সকল বল পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার এমন কিছু রহিল না যদ্দারা লাভ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু উভয় পক্ষের কুশল সংস্থাপন প্রত্যাশায় তিনি অপহৃত বিষয়ের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে তাঁহার পিতৃব্যেরা পূর্ব্বেরন্যায় অপরিমিত ব্যয়ে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থাগমের প্রত্যাশায় পুনঃ পুনঃ ঋণগ্রস্থ হইতে লাগিলেন। যখন এইরূপে দুই চারি বর্ষ অতীত হইল অথচ তাঁহার নিকট হইতে কোন সমাচার আইল না তখন মহাজনেরা তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া মুদ্রা আদায়ের নিমিত্ত গৃহাদি সমুদায় বিষয় আটক করিল কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অবশিষ্ট

মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, সুতরাং তাঁহাদিগের পুত্রকলত্রপ্রাণ মান এবং ধর্ম্মরক্ষাভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিয়া অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

আলসান্দ্র কুশল সংস্থাপন প্রত্যাশায় ইংলণ্ডে কএক বৎসর অবস্থিতি করিয়া যখন দেখিলেন যে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং সেস্থানে অবস্থান করিলে সম্পূর্ণ প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, তখন অনন্য উপায় ভাবিয়া অগত্যা ইটালিদেশে পুনরাগমন করিতে মানস করিলেন। অনন্তর স্বদেশ যাত্রায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একাকি তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ক্রুযাস নগরে উত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন সেই সময়ে একটি পরম রূপবান যুবা মঠাধ্যক্ষের * সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্বেতাম্বর পরিধান করিয়া বহু সংখ্যক ধার্ম্মিক লোক এবং দাসদাসী সমভিব্যাহারে অশ্বারোহনে সেই বর্ত্ম দিয়া গমন করিতেছিলেন, অধিকন্তু রাজসম্বন্ধীয় দুইজন নাইট † তাঁহাদিগের ন্যায় অশ্বারূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। আলসান্দ্র তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চাদ্গামি নাইটকে পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কহিলেন যিনি সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন উনি আমাদিগের একজন

* মঠাধ্যক্ষ অথবা পাণ্ডা। ইংরাজি ভাষায় এবট্ কহে
† নাইট সম্মান সূচক উপাধি।

কুটুম্ব, সম্প্রতি ইংলণ্ডস্থ একটি প্রধান ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষপদে অভিসিক্ত হইয়াছেন. এবং তৎপদবির উপযুক্ত বয়াধিক্য নাথাকাতে আমরা ধর্ম্ম পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নিমিত্ত রুমদেশে গোপন ভাবে গমন করিতেছি। মঠাধ্যক্ষ পর্য্যটন সময়ে কখন আলসান্দ্রের সম্মুখ কখন বা পশ্চাৎ দিয়া গমন করিতেছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহাকে নয়ন গোচর করেন নাই; এক্ষণে আলসান্ত্র সহসা তাঁহার নয়ন পথের পথিক হওয়াতে তিনি অনিমেষ লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন..এবং প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগী হইলেন বোধ হয় যেন তদ্রূপ মনোহর রূপগুণ সম্পন্ন লোক তিনি কখন অবলোকন করেন না। তিনি দর্শনমাত্র তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ এবং কোথায় বা গমন করি বে? আলসান্ত্র দেশের রীত্যনুসারে পাণ্ডাকে যদ্রূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় তদ্রূপ আচরণ করিয়া অতি বিনীত ভাবে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডা তাঁহার বিনয় নম্র ভাব দর্শনে এবং সুমধুর বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যদিও ইনি সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন কিন্তু যে ভদ্র বংশোদ্ভব তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর তাঁহার স্তুতিতে দুঃখিত হইয়া

সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, সামান্য ক্ষতিতে বিমর্ষ না হইয়া সাহস অবলম্বন কর, যদি তুমি উপযুক্ত পাত্র হও পরমেশ্বর তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনাধিপতি করিয়া উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিতে পারেন, অতএব চল এক্ষণে একত্রে গমন করা যাউক আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রুমনগরে গমন করিতেছি। আলসান্দ্র তাঁহার সেইরূপ অভ্যর্থনায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া কহিলেন আমি আপনারই আজ্ঞাধীন আপনি যাহা অনুমতি করিবেন কোন রূপে তাহার অন্যথা হইবে না।

আলসান্দ্রকে দর্শনাবধি পাণ্ডার মনে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গোপন রাখিয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন, অবশেষে দিবাবসান সময়ে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যদিও তাঁহাদিগের সকলের অবস্থানের নিমিত্ত তথায় প্রচুর স্থান ছিল না তথাপি পাণ্ডা সেই গ্রামেই নিশি যাপন করিতে মানস করিলেন। সেই গ্রামবাসি কতিপয় লোকের সহিত আলসান্দ্রের পরিচয় থাকাতে তিনি একজন ভদ্র গৃহস্থের বাসভবনে পাণ্ডার অবস্থানের নিমিত্ত একটি ঘর স্থির করিলেন এবং তথায় সংকীর্ণ স্থান হইলেও তাঁহার শয়নের নিমিত্ত গৃহস্থ একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। অন্যান্য সমভিব্যাহারি লোকদিগের উত্তমাবস্থানের নিমিত্ত আলসান্দ্র স্বয়ের

কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, ফলতঃ তাঁহার যত্নে সকলেই পরম সুখে সেই নিশা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রধান পাণ্ডা ও অন্যান্য সকলের ভোজন সমাপন হইলে যখন সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইবে; আলসাভ্র স্বীয় বিশ্রামের নিমিত্ত স্থান প্রাপ্ত না হইয়া গৃহস্বামিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন আমার ভবন এমনি লোকে পরিপুর্ণ হইয়াছে যে তিলার্দ্ধমাত্র স্থান নাই, সুতরাং আমরা সপরিবারে সামান্য কাষ্ঠাসনে শয়ন করিয়া অদ্যকার রজনি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছি। অতএব আমি তোমার নিমিত্ত কোন উপায় দেখিতে পাইনা। অনন্তর ক্ষণ-কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন যে গৃহে প্রধান পাণ্ডা শয়ন করিয়াছেন তাহার এক পার্শ্বে শস্যপূর্ণ কত-কগুলিন বস্তা স্থাপিত আছে সেই সকল বস্তার উপরে আমি একটি ক্ষুদ্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি এবং তদুপরি শয়ন করিয়া তোমাকে এইরজনি অতি-বাহিত করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। আলসাভ্র তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাহা কিরূপে হইতে পারে, একে তাঁহার শয়ন গৃহ অতি অপ্রশস্ত তাহাতে আবার তাঁহার সম-ভিব্যাহারি সম্ভ্রান্ত লোক সকল ইতস্ততঃ বহির্ভাগে বিশ্রাম করিতেছেন, এমতস্থলে আমি কোন্ সাহসে যাইয়া তথায় অবস্থান করি এবং যদ্যপি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে

ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতাম তাহা হইলে তৎসমভিব্যাহারি ধার্ম্মিক লোকদিগকে সেই স্থানে রক্ষা করিয়া আমি তাঁহাদিগেরই স্থানে গমন করিতাম। গৃহস্বামী তাঁহার এই সকল উক্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন রাত্রি অধিক হইয়াছে আমি আর তোমার সহিত বৃথা বাক্যব্যয় করিতে পারি না, তোমার অন্তঃকরণ হয় তথায় যাইয়া বিশ্রাম কর আর না হয় যেখানে ইচ্ছা গমন কর আমাদিগের কোন আপত্য নাই, এই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি শয্যা রাখিয়া প্রস্থান করিল। আলসান্দ্র অনন্যউপায় ভাবিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ান্তরও নাই এবং তদ্দারা পাণ্ডার সুখ নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না এইরূপ স্থির করিয়া অগত্যা সেই স্থানে যাইয়া শয়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

আলসান্দ্রকে দর্শনাবধি পাণ্ডার মনে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহা সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এপর্য্যন্ত তিনি নিদ্রাভিভূত হন্ নাই, অনন্তর যখন আলসান্দ্র তাঁহার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি স্বীয় বলবতী আশা সফল করিবার উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যদ্যপি এই অবকাশ পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে মানস সিদ্ধির আর উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হওয়া অতীব সুকঠিন হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া

যখন দেখিলেন যে সকলে নিদ্রাগত হইয়াছে এবং নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে প্রবল বেগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতনের শব্দ ব্যতিরেকে আরকিছুই শ্রুতিগোচর হয় না, তখন ধীরে ধীরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আলসান্দ্র ! তুমি আমার নিকট আসিয়া শয়ন কর। আলসান্দ্র প্রথমে অনেক আপত্য করিয়া অসম্মতি প্রদান করিলেন, শেষে তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আলসান্দ্র তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিলে যেমন বিদেশাগত পতির সহবাসে পতিব্রতা পত্নী প্রণয় পরবশ হইয়া ভুজলতা দ্বারা প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে তদ্রূপ তিনি সপ্রণয় ভাবে আলসান্দ্রের বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিলেন। আলসান্দ্র তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সভয়ান্তঃকরণে নানাপ্রকার অনিষ্টাশংকা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডা তাঁহার তদ্রূপ ভাবাবলোকনে ঈষদ্ধাস্য করিয়া স্বীয় বক্ষঃস্থলের বসন উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহার হস্ত তদুপরি স্থাপন করিয়া কহিলেন, তুমি বৃথা কেন আশঙ্কা করিতেছ, বিবেচনা করিয়া দেখ আমি কে ? আলসান্দ্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন নবযৌবনসম্পন্নাবালারন্যায় অনতি উচ্চ অতি কোমল দুই স্তন রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে তিনি স্ত্রীজাতি; তখন নির্ভয়ান্তঃকরণে তাঁহার সহিত বিশেষ আনুগত্য করিতে

প্রস্তুত হইয়া ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডা তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া কহিলেন তুমি আমাকে এপর্য্যন্ত যে পুরুষ বিবেচনা করিয়াছিলে, বস্তুতঃ তাহা নহে, আমি স্ত্রী জাতি, কোন কারণবশতঃ রুমদেশে পোপের নিকটে বিবাহার্থিনী হইয়া গমন করিতেছি, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তোমাকে দর্শনাবধি আমি তোমার প্রেমে এমনি অনুরক্ত হইয়াছি যে এ তদ্রূপ কোন স্ত্রী কোন পুরুষের প্রতি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ, তন্নিমিত্ত আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিতে মানস করিয়াছি, অতএব যদি তাহাতে তোমার সম্মতি থাকে ভালই নচেৎ তুমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে প্রস্থান কর।

যদিও সেই বালা আলসাল্ডের অপরিচিতাছিলেন তথাপি তাঁহার সেই সকল উক্তিতে এবং তৎসমভিব্যাহারী লোকদিগের অবস্থা দর্শনে তিনি বিবেচনা করিলেন, যে তিনি সামান্যা কন্যা নহেন, বোধ হয় কোন সম্ভ্রান্ত কুল উজ্জ্বল করিয়া থাকিবেন নতুবা সামান্য ঘরে এরূপ রূপবতী নারীর জন্ম গ্রহণ করা অতি অসম্ভব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন যদি তদ্দ্বারা তোমার সন্তোষ সাধন হয় আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত আছি। অনন্তর অবলা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই গৃহ মধ্যস্থিত একটি ক্রুস্ যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের রীত্যনুসারে তাঁহার হস্তে স্বীয় অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া

বিবাহ করিলেন, আলসান্দ্রও তন্নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে উভয়ে উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত শয্যায় বাসরশয্যার কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক পরস্পরে দৃঢ় আলিঙ্গনাপাশে আবদ্ধ থাকিয়া সমস্ত নিশা পরমসুখসম্ভোগে অতিবাহিত করিলেন প্রভাতে অবলার সম্মতি গ্রহণ করিয়া সকলের অলক্ষিত ভাবে আলসান্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং তাহারা যে তদ্রূপ অবস্থায় রজনী যাপন করিয়াছেন তাহা কেহ অবগত হইতে পারিল না।

প্রত্যূষে তথা হইতে বহির্গত হইয়া গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, আলসান্দ্র স্বীয় সৌজন্যতাগুণে এবং সরল ব্যবহারে সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন ফলতঃ সকলেই তাঁহার গুণগ্রামের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক কএক দিবস ভ্রমণের পর তাঁহারা রুমনগরে উপস্থিত হইলে পাণ্ডা, আলসান্দ্র এবং দুইজন নাইট সমভিব্যবহারে পবিত্র পোপ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক নত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, পিতঃ! আপনি অন্যান্য সকল ব্যক্তি অপেক্ষা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন যে যদ্যপি কোন লোক স্বধর্ম্মে থাকিয়া সৎপ্রকৃত্যনুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে

অভিলাষ করনে তাহা হইলে তদ্বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠানেসর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সতর্ক থাকা উচিত। আমিও সেই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া এই বেশে গৃহ হইতে গোপনভাবে পলায়ন করিয়া আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি; আমি ইংলগুাধিপতির একমাত্র পরম স্নেহাস্পদ দুহিতা, তিনি আমার পরিণয়োপলক্ষে আমাকে স্কটলগুাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি এরূপ যৌবনাবস্থায় সেই বৃদ্ধ স্কটরাজাকে আত্ম সমর্পণ করিতে কোন রূপে মানস করিনা, সুতরাং তাহা হইতে পরিত্রান পাইবার নিমিত্ত আমি ছদ্মবেশে আপনার নিকটে এই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি যে আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করুন।

কেবল স্কটরাজের স্থবিরাবস্থা দর্শনে যে আমি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি এমত নহে, তাঁহার সহিত পরিণয় হইলে পাছে অকলঙ্ক রাজকুলে কলঙ্কার্পণ এবং আমার ধর্ম্মনষ্ট হয় সেই আশঙ্কায় আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে আগমন করিয়াছি। ভ্রমণ কালে পথিমধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহেই হউক অথবা ভবিতব্যতানিবন্ধনই হউক এই সদ্গুণ সম্পন্ন যুবাপুরুষরত্নের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, এবং প্রথম দর্শনেই ইহাঁর প্রতি আমার মন এমনি অনুরক্ত হইয়াছে বোধ হয় যেন জগদীশ্বর ইহাঁকে অনুরূপ পাত্র বিবেচনা করিয়া যথা সময়ে আমার সহিত মিলন

করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু ইনি আমার পাণি গ্রহণে কোন রূপে অযোগ্য নাহন এবং আমি প্রথম দৃষ্টিতেই ইঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর সাক্ষীকরত পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব প্রার্থনা করি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগের উদ্বাহ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে তাহা প্রকাশ করেন এবং আমরা উভয়ে আপনার কৃপাবলে পরম সুখী হইয়া যেন ইঁহার সমাগমেই চরম কাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করি।

আলসান্দ্র তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণে স্পষ্ট জ্ঞাত হইলেন যে তাঁহার বনিতা ইংলণ্ডাধিপতির কন্যা তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু দুইজন নাইট তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পোপের সম্মুখীন না থাকিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আলসান্দ্র এবং রাজকন্যা উভয়কেই উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতেন। পোপ তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনায় বিশেষতঃ তৎকালীন বেশভুষা দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু বিবেচনা করিলেন যাহা সম্পন্ন হইয়াছে তাহা অন্যথা হইবার নাহে। সুতরাং তখন তাঁহার অনুরোধেই সম্মত হইয়া দুইজন নাইট সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের কুশল সংস্থাপন পূর্ব্বক পরিণয়োৎসবের দিন ধার্য্য করিলেন। অনন্তর তিনি রুমনগরবাসী সমস্ত সভ্রান্ত লোকদিগকে উৎসবের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন যখন নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহারা আগমন

পূর্ব্বক সুভাকঢ় হইলেন তখন রাজকন্যা সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সভাস্থ সমস্ত লোক তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া এক দৃষ্টে তাঁহার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। আলসান্দ্রও তদনুরূপ রাজ পরিচ্ছদধারী হইয়া যখন তথায় আগমন করিলেন তখন তাঁহার আকৃতি এবং ব্যবহার দর্শনে সকলেই তাহাকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং উভয় নাইট সভামধ্যে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে যথাবিহিত রাজ নিয়মে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে রাজকন্যা পতিসহ পোপের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় হইলেন এবং ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে ফ্লোরেন্স নগর দর্শনে অভিলাষী হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক ফ্লোরেন্স বাসী লোক কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইলেন।

অনন্তর রাজকন্যা স্বীয় পতির পিতৃব্যদিগকে কারামুক্ত করিয়া তাহাদিগের সমুদায় ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক পুত্রকলত্রের সহিত যথাস্থানে স্থাপন করিলেন সেই সৎকর্ম্ম অথবা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা তিনি তথাকার সকল লোক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া সাতিশয় প্রশংসিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু একবারে ইংলণ্ডে গমন না করিয়া প্রথমে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

দুইজন নাইট মাত্র কেবল তথা হইতে যাত্রা করিয়া ইংলণ্ডে আগমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় বিষয় রাজসমীপে জ্ঞাপন করিলেন রাজা তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগের পরিণয়োপলক্ষে নগর মধ্যে মহান্ আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। রাজা আলসান্দ্রকে প্রথমে নাইট পদে অভিষিক্ত করিয়া শেষে আরল উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সদ্গুণ সৌরভে তন্নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত মান্য ও প্রেমাস্পদ জ্ঞান করিত। এই রূপ কিম্বদন্তি আছে যে তিনি স্বীয় ক্ষমতায় স্কটলণ্ড জয় করিয়াছিলেন রাজা তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তথাকার রাজপদে অভিষেক করিয়াছিলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান।

পিরুজিয়া নগরে আণ্ড্রুসিয় পিট্রিয় নামে এক জন অশ্বব্যবসায়ী বসতি করিতেন, তিনি এক দিবস শ্রবণ করিলেন যে নেপল্‌স প্রদেশে অতি স্বল্পমূল্যে উত্তম ঘোটক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা ক্রয় করিতে সমুৎসুক হইয়া পঞ্চাশত মুদ্রা সংগ্রহ পূর্ব্বক তথায় যাত্রা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি কখন বিদেশ ভ্রমণে গমন করেন নাই, সুতরাং তদ্ব্যবসায়ী অপর কতিপয় বণিকের সহিত মিলিত হইয়া নেপ-ল্‌স দেশে যাত্রা করিলেন। অল্প দিবস মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া একটি বাস ভবন স্থির করিলেন এবং পথ পর্য্যটনের শ্রমোপনোদন মানসে সেই নিশা বিশ্রাম করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে হট্টে গমন করিলেন। সেখানে নানাবিধ সুলক্ষণ তুরঙ্গম দর্শনে মহানন্দ চিত্তে বিক্রেতাদিগের সহিত দর করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটিও ক্রয় করিতে পারিলেন না, অথচ অন্যান্য লোকের সন্দেহ নিবারণের নিমিত্ত বারম্বার স্বীয় মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া সঞ্চালন পূর্ব্বক

তাহাদিগকে এই জানাইতে লাগিলেন, যে তিনি ক্রয় করিবার সম্পূর্ণ মানসে তথায় আগমন করিয়াছেন। যখন তিনি ঐ রূপে লোক সকলকে মুদ্রা প্রদর্শন করেন সেই সময়ে তাহা সিসিলিবার্সা একটি পরমা-সুন্দরী অবলার নয়ন পথে পতিত হয়, কিন্তু সেই বালা আণ্ড্রুসিয়ের দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই, রমণী দর্শন মাত্র মনে মনে কহিতে লাগিল, এই ব্যক্তি কে? যদ্যপি ঐ মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটি আমার হয় তাহা হইলে আমি উহাকে পরম উপকারী জ্ঞান করি। অবলার সমভিব্যাহারে একটি স্থবিরা দাসী ছিল সে তাঁহাকে অবলোকন মাত্র দ্রুতদগমনে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিল, রমণী তদ্দর্শনে কোন কথা না কহিয়া তাহার অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ অন্তরালে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই স্থবিরার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, সুতরাং আণ্ড্রুসিয় তাহাকে দর্শনমাত্র চিনিতে পারিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সময় ক্রমে পুনরায় সাক্ষাৎ হয় এই আশয়ে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

স্থবিরা লুক্কায়িত রমণীর নিকটে প্রত্যাগমন করিলে তিনি সতর্কতা পূর্ব্বক তাহাকে আণ্ড্রুসিয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ঐ ব্যক্তি কে? উহাঁর নিবাস কোথায় এবং এখানে আগমনেরই বা কারণ কি? দুশ্চরিত্রা নারীর অসাধ্য কিছুই নাই, বিশেষতঃ প্রবঞ্চনা করা

তাহাদিগের মুখ্য ধর্ম্ম। রমণী আগুসিয়ের মুদ্রাগুলিন গ্রহণেচ্ছু হইয়া কৌশল ক্রমে স্থবিরাকে কহিল, ভাল তোমার সহিত উহাঁর কি রূপে পরিচয় হইল? বৃদ্ধা তাঁহার পিতার সহিত পিরুজিয়া নগরে বহুকাল একত্র বাস করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পরিচয় বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র অগোচর ছিল না এবং তথায় আগমনের কারণও বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছিল, এক্ষণে রমণী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে সে যথাযথ এমনি বর্ণনা করিল, বোধ হয় আগুসিয় স্বয়ং স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে তদ্রূপ সুচারুরূপে বর্ণিত হইত কি না সন্দেহ। অধিকন্তু তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবাদি সকলের নাম ধামাদি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া রমণী স্বীয় মনোরথ পরি পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধাকে এমনি একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিল যে তদ্দারা তাহাকে সমস্ত দিবা স্থানান্তরে অতিবাহিত করিতে হইবে, এবং আগুসিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল।

দিবাভাগে সমুদায় আয়োজন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রমণী অন্য একটি যুবতী স্ত্রীকে তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিল। সেই যুবতীর ঐ কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সে নির্দ্দিষ্ট মঠে উপস্থিত হইয়া আগুসিয়কে উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিল এস্থানে পিরুজিয়া নগরবাসী আগুসিয় নামে কোন ব্যক্তি অবস্থান করেন? আগুসিয় শ্রবণ মাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন হাঁ আমিই

সেই ব্যক্তি। যুবতী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিল, মহাশয়! যদ্যপি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে এই নগর বাসিনী কোন সম্ভ্রান্ত অবলা আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তৎশ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া যৌবনমদোন্মত্ততা প্রযুক্ত আত্ম বিস্মৃত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বোধ হয় সেই কামিনী অতিশয় সুরূপা হইবে এবং আমাকে তদনুরূপ প্রণয়ের পাত্র বিবেচনা করিয়া সম্প্রীত মনে আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিবে। অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন আমি তাঁহার অনুরোধে সর্ব্বতোভাবে সম্মত আছি, অতএব তিনি কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করেন? যুবতী কহিল তিনি স্বীয় ভবনে আপনার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতেছেন, আগুসিয় তাহা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া তত্রস্থিত কোন ব্যক্তিকে কিছু না বলিয়াই সেই অপরিচিত যোষা সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং যে স্থানে বেশ্যাগণ অবস্থান করে যুবতী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া তৎপল্লিস্থ একটি মনোহর ভবনে প্রবেশ করিল। আগুসিয় যদিও সেই বিষয়ের কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না তথাপি একজন সম্ভ্রান্ত রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই প্রত্যাশায় অসন্দিগ্ধ চিত্তে ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক সোপানদ্বারা দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে সেই সুরূপা বালা তাঁহার অপেক্ষায় দণ্ডায়-

মান আছে। তিনি তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য, সুচারু মুখশ্রী এবং মনোহর বেশ বিন্যাস দর্শনে বিমোহিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎদণ্ডায়মান রহিলেন। অবলা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ভুজলতা দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া এমনি ভাব প্রকাশ করিল যেন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সুখ সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; পরে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক গদ্‌গদ স্বরে কহিল, আঃ আশু-সিয়! তোমার সমুদায় কুশল ত?

তিনি রমণীর ঐরূপ আলিঙ্গনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন সুন্দরি! তোমার সম্মান অভ্যর্থনায় আমি গর্ব্বিত হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। অবলা তচ্ছ্রবনে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ ভাবে আপন শয়ন মন্দিরে গমন করিল, সেই গৃহ অতি বিচিত্র রূপে সুসজ্জিত ছিল, তাহার চতুর্দ্দিক আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি গন্ধ দ্রব্যে ও গৃহ শোভা পরি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্থানে স্থানে পুষ্পাধার সকল প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল এবং নানাবিধ বহুমূল্য মনি মানিক্যাদিতে সেই ঘর এরূপ সুসজ্জিত হইয়াছিল যে তিনি দর্শন মাত্র রমণীকে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। অনন্তর উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট হইলে রমণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, আশু-সিয়! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে তুমি আমার চুম্বালিঙ্গনাদি এবং নয়নাশ্রুদর্শনে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট

হইয়া থাকিবে, যেহেতু আমি তোমার নিতান্ত অপরিচিত এবং আমার বিষয় তুমি কখন শ্রবণও কর নাই, কিন্তু তুমি আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে যে কতদূর আশ্চর্য্য হইবে তাহা বর্ণনাতীত। আমি তোমার সহোদরা এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার সম্পূর্ণ আশ্বাস হইতেছে যে অন্য ভ্রাতাদিগের সহিতও সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে; ফলতঃ তোমার প্রথম দর্শনে এবং অন্য সহোদরদিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আমি এমনি আনন্দিত হইয়াছিলাম যে তৎকর্ত্তৃক আমার মোহাভিভূত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কেনইবা না হইবে, যে ধন স্বপ্নেরও অগোচর তাহা প্রাপ্ত হইলে কে না অতি হর্ষযুক্ত হইয়া অজ্ঞানাভিভূত হয়, সে যাহা হউক এক্ষণে আমার ইতিহাস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

অনেক দিবস গত হইল আমাদিগের পিতা পিটি্রয় কিয়দ্দিন পেলারমো নগরে বসতি করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় সৌজন্য ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ নিচয় দ্বারা তথাকার সর্ব্ব জন সমীপে সাতিশয় সম্মানিত হইয়া ছিলেন; যে সকল ব্যক্তি তাঁহার গুণগ্রামের পরিচিত আছে এখনপর্য্যন্তও তাহারা তাঁহার তদনুরূপ গৌরব করিয়া থাকে। তাঁহার যাবতীয় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আমার প্রিয়তমা জননী সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন এবং আহার ব্যবহারাদি কার্য্য করণ কালে তিনি স্বীয় পিতা মাতাদিগের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা

করিয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিতেন, ফলতঃ স্ত্রী জাতি দ্বারা যত দূর সম্ভব হইতে পারে মাতা তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ কোন রূপে যত্নের ত্রুটি করেন নাই; অবশেষে তাঁহার ঔরসে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া এক্ষণে এই অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি। কিছু কাল পরে পিতা পেলারমো হইতে অবসর লইবার উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়া আমাকে শিশুকালে মাতৃ সন্নিধানে রাখিয়া পিরুজিয়া নগরে পুনর্যাত্রা করিলেন এবং সেই অবধি আমার কিম্বা জননীর কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই, যদি তিনি জন্ম দাতা না হইতেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে দোষী করিতে ত্রুটি করিতাম না; যেহেতু মাতা ঠাকুরাণী যে তাঁহাকে তাদৃশ যত্ন করিতেন তিনি কৃতঘ্নতাচরণ করিয়া ভ্রমেও একবার তাহা স্মরণ করেন নাই। আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ যত্ন ছিল তদুপলক্ষে আমি অধিক আর কি বলিব, তিনি বেশ্যা গর্ভে আমাকে জন্ম দান করেন নাই, আমার মাতা তাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া অনায়াসে তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক যথা সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক অধিক পরিমাণে দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহা সংশোধন করা দূরে থাকুক্ সর্ব্বতোভাবে তাহাতে দোষভাগী হইতে হয়, আমি শিশুকালাবধি পেলারমোতে অবস্থান করিয়া যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলাম তখন মাতা এরেগন নিবাসী একজন ধনবান্

পুরুষের সহিত আমার পরিণয় সংঘটন করিয়া দেন্ অনন্তর সেই যুবক আমার এবং জননীর পরম যত্নে বশীভূত হইয়া পেলারমো নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তথাকার অধিপতি চারল্‌সের সহিত মিলিত হইয়া যখন একজন প্রধান গুএল্‌ফ* হইয়া উঠিলেন সেই সময়ে এরেগন ভূপতি ফ্রেডারিক তাহা অবগত হওয়াতে তিনি অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইয়াই সিসিলি হইতে প্রস্থান করিলেন, সুতরাং আমিও তাঁহার অনুগমন করাতে আমার যে সকল উচ্চ আশা ছিল তাহাও সমূলে উন্মূলিত হইল। যখন তিনি প্রস্থান করেন সেই সময়ে আমরা তথাকার প্রধান ধনী শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলাম অধিকন্তু আমার এইরূপ ভরসা ছিল যে উপদ্বীপ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রমণী হইয়া নারী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব। পলায়ন কালে আমরা স্বল্প মাত্র ধনাদি লইয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করি এবং রাজা চারল্‌স করুণা পরবশ হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নিমিত্ত আমাদিগের ক্ষতি পূরণের আশয়ে উত্তম গৃহাদি প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থও দান করিলেন; এইরূপে তাঁহার অনুগ্রহে

* ইটালি দেশে দুইটি দল আছে। গুএল্‌ফ এবং গিবিলাইন এই দুই দলে চিরকাল পরস্পর বৈরভাব থাকা প্রযুক্ত সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইত। গুএল্‌ফ দল পোপদিগের পক্ষ এবং গিবিলাইন সম্রাট পক্ষ।

এক্ষণে আমরা পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছি, এই বলিয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে পুনরায় আগু্সিযুকে আলিঙ্গন করিল।

রমণী গল্পটি এমত প্রণালীশুদ্ধ রূপে ও কৌশল পূর্ব্বক রচনা করিয়াছিল যে বর্ণন কালে তাহাকে এক বারও ভাবিতে হয় নাই, আগু্সিয় তাহা শ্রবণ করিয়া মনেং স্মরণ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার পিতা কিছু দিবস পেলারমো নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তিনি যৌবন স্বভাব সুলভ প্রেমোন্মত্ত চিত্তে অবলার অশ্রু বিসর্জ্জনে এবং পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া যদিও তাহাতে বহু অবিশ্বাসের কারণ ছিল কিন্তু সকলই প্রকৃত রূপে বিশ্বাস করিলেন। অনন্তর অবলা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি! আমি তোমার ইতিহাস শ্রবণে যে আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে পিতা তোমার বিষয় কখন আমার নিকটে ব্যক্ত করেন নাই অথবা যদিই তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন বিস্মৃতি ক্রমে আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই, এবং আমার মনে ভ্রমেও একবার এরূপ উদয় হয় নাই যে তাঁহার ঔরসে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যাহাহউক এক্ষণে এই অপরিচিত স্থানে তোমাকে ভগিনী রূপে প্রাপ্ত হইয়া যে কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বাক্‌পথাতীত। আমার এরূপ ভরসা ছিলনা যে এখানে কোন

আত্মীয় কুটম্ব প্রাপ্ত হইব ; বিশেষতঃ এই প্রদেশে যে যতবড় উচ্চপদাভিসিক্ত হউক না কেন, তোমার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে কোনরূপে ত্রুটি করিবে না, অধিকন্তু আমার পক্ষে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ আমি সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি কিন্তু তোমার নিকটে একটি বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছি, তোমার কিরূপে অবগতি হইল যে আমি এখানে আগমন করিয়াছি ?

তদুত্তরে অবলা কহিল একটি দীনা স্ত্রীলোককে আমি সর্ব্বদাই নিজ কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়া থাকি, সেই আমাকে তোমার আগমন বার্ত্তা কহিয়াছিল ; যেহেতু সে বহু দিবস পর্য্যন্ত পেলারমো এবং পিরুজিয়া উভয় নগরেই আমাদিগের পিতার নিকটে নিযুক্তা ছিল। যদ্যপি তুমি এখানে আগমন না করিতে আমি অবশ্যই অন্যস্থানে যাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, এই বলিয়া আণ্ডুসিয় এবং তৎ পরিবার সম্বন্ধীয় সকলের নামোল্লেখ পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। আণ্ডুসিয় যথাযথ সকলের কুশল জ্ঞাপন করিলেন এবং যদিও ঐ ইতিহাসের অনেক স্থল বিশ্বাস যোগ্য নহে, তথাপি তাঁহার মনে সমুদয় সত্য জ্ঞান হওয়াতে রমণীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন করিলে, যখন গ্রীষ্ম্যাতিশয্য প্রযুক্ত উষ্ণ বায়ু

বহমান হইতে লাগিল সেই সময়ে অবলা তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ গ্রীক দেশীয় সুরা ও মিষ্টান্ন আনিতে অনুমতি করিল। অনন্তর ভোজন কাল উপস্থিত হইলে তিনি প্রস্থানোন্মুখ হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে, রমণী তাহা কোন রূপে সহ্য করিতে পারিল না, সুতরাং ছলনা পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, হায়! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি আমাকে অবহেলা করিলে, বিশেষতঃ যে ভগিনীকে তুমি কখন অবলোকন কর নাই এবং যাঁহার ভবন আত্ম সদৃশ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, তৎক্ষণে তুমি সেই গৃহে উপস্থিত থাকিয়া অম্লান বদনে প্রকাশ্য মঠে ভোজনের মানস করিতেছ। তুমি অবশ্য আমার সহিত একত্রে আহার করিবে, এবং ইতমধ্যে যদ্যপি আমার পতি আগমন করেন, তথাপি তোমার উপযুক্ত সম্মান রক্ষার্থ স্ত্রীজাতি দ্বারা যত দূর পর্য্যন্ত সম্ভব হইতে পারে, আমি যত্নের ত্রুটি করিব না। আপু্লিয় কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন এবং কহিলেন সহোদরাকে যত দূর স্নেহ করা উচিত আমি তাহা অপেক্ষাও তোমাকে অধিক যত্ন করিয়া থাকি, কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে তাহারা আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, সুতরাং আমার না যাওয়া ভাল হয় না। রমণী কহিল তাহাতে চিন্তা কি, তাহাদিগের নিকট তোমার

অনুপস্থিতির সংবাদ প্রেরণ করিতে আমার কি কোন লোক নাই? অথবা যদি তোমার ইচ্ছা হয় অদ্য-কার রজনীর নিমিত্ত তাহাদিগকেও এইস্থলে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ কর এবং আহারাবসানে তোমরা সকলেই একত্রে গমন করিবে। আগু্সিয় কহিলেন এই রজনী যোগে সকলের সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে বিব্রত করিতে আমার মানস নাই কিন্তু আমার পক্ষে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে তাহাতেই সম্মত আছি।

অনন্তর অবলা তাঁহার সঙ্গিগণের নিকট সমাচার প্রেরণ করিতে এক জন দাসীকে ডাকিয়া তৎকর্ম্মে নিয়োগ করিল, কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা; এই রূপে বিবিধ কথোপ কথনের পর যখন রজনী ঘোর হইয়া উঠিল তখন উভয়ে একত্র উপবিষ্ট হইয়া অতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী ভোজন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে আগু্সিয় পুনরায় প্রস্থানোন্মুখ হইলে অবলা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল এস্থানে অন্ধকার রজনীতে গমন করা বিশেষতঃ বিদেশীর পক্ষে অতীব সুকঠিন এবং আমিও এখানে তোমার আহার ও শয়নের উভয় সংবাদ তথায় প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়। রমণীর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, বিশেষতঃ ভগিনীর সহিত মিলিত হওয়াতে তিনি পরম পরিতুষ্ট চিত্তে সেই রজনি তথায় যাপন করাই নির্দ্ধার্য্য করিলেন। অনন্তর নানাবিধ কথোপ

কথনের পর যখন রজনি অধিক হইয়া উঠিল তখন রমণী তাঁহাকে স্বীয় শয়নাগারে বিশ্রামার্থ একটি বালক সমভিব্যাহারে রাখিয়া দাসীর সহিত গৃহান্তরে গমন করিল।

গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত আগুন্সিয় গাত্র হইতে বসনাদি উন্মোচন করিয়া স্বীয় উপাদানের নিম্নভাগে রাখিলেন এবং তথা হইতে প্রস্থানের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ স্থান দিয়া নির্গত হইলে স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে গমন করা যাইতে পারে। বালক রমণীর শিক্ষিতানুসারে তাঁহাকে সেই গৃহের ঈশান কোন স্থিত একটি কপাট দেখাইয়া কহিল, এই দ্বার মধ্যে প্রবেশ কর। তদনুসারে তিনি অসন্দিগ্ধ চিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেই স্থানে একখানি কাষ্ঠ ফলক বিনা বন্ধনে স্থাপিত ছিল, তিনি তদুপরি পাদ নিঃক্ষেপ করিবা মাত্র তাহা স্খলিত হইয়া একেবারে অধঃ পতিত হইলেন। তাঁহার পতন স্থান হইতে সেই শয়ন গৃহ অতিশয় উচ্চ ছিল, কিন্তু সৌভাগ্য বশতই হউক অথবা ঈশ্বরানুগ্রহেই বা হউক তিনি তাদৃশ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়াও যে আঘাত প্রাপ্ত হন্ নাই এই মঙ্গলের বিষয়। সেই স্থান দুর্গন্ধ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ থাকাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর তদ্দ্বারা পরিপ্লুত হইল, এতদ্দ্বারা সকলেরই বোধ গম্য হইতে পারে যে তিনি সেই সময়ে কিরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইয়াছি-

লেন। সেই স্থান এরূপ অপ্রসস্ত ছিল যে দুইটি ভবন মধ্যস্থলে যত পরিমাণে ব্যবধান থাকিতে পারে, তাহাপেক্ষাও ন্যুন পরিসর ছিল, স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক একজন লোকের গমনাগমন করা অতীব সুকঠিন; যেমন নিকটস্থ দুইটি ভবনে গমনাগমনের নিমিত্ত উভয় ছাদের সংলগ্ন একখানি কাষ্ঠ পাতিত থাকে, উহাও সেই রূপ ছিল, কেবল নির্ব্বন্ধন থাকাতে তাঁহার সহিত তাহা নিম্নে পতিত হইয়াছিল।

এই রূপে তথা হইতে পতিত হইয়া তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল, এক্ষণে অনন্য উপায় না পাইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে সেই বালককে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা বৃথা হইল যেহেতু তাঁহার পতন মাত্র বালক দ্রুত পদ সঞ্চারে স্বীয় কর্ত্রীর নিকটে ঐ সংবাদ প্রদানার্থ তথা হইতে গমন করিয়াছিল। রমণী শ্রুত মাত্র অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ মধ্যে আগুসিয়ের বস্ত্রাদি আছে কি না দেখিতে গমন করিল এবং আগুসিয় নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত যে মুদ্রা গুলিন সদা সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় সমভিব্যাবহারে রক্ষা করিতেন, রমণী আগমন মাত্র সেই সমস্ত গৃহে পতিত দেখিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল এবং যে নিমিত্ত বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক চাতুরি জাল বিস্তার করিয়াছিল. এক্ষণে তাহা সুসিদ্ধ হওয়াতে ভ্রাতার প্রতি আর দৃষ্টি পাতও করিল না, বরং সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রস্থান

করিল। এখানে আশু্সিয় বালকের প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে চিৎকার স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন কোন উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাহাদিগের চাতুরিতে সন্দিগ্ধ মনা হইয়া তন্নিকটস্থ একটি অনতি উচ্চ প্রাচির বহু ক্লেশে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাটীর সম্মুখ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃথা চীৎকার ও দ্বারাঘাত করিয়া যখন দেখিলেন যে কেহই উত্তর প্রদান করিল না তখন খেদ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! কি দুর্দ্দৈব! অতি অল্প সময় মধ্যে আমি পঞ্চশত মুদ্রা ও প্রিয়তমা ভগিনীকে হারাইলাম।

ক্ষণকাল বিলাপের পর তিনি পুনরায় দ্বারাঘাত করিয়া এতাদৃশ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন যে তদ্দ্বারা নিকটস্থ প্রায় সমস্ত প্রতি বাসিগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রমণী সম্বন্ধীয় একটি অবলা অর্দ্ধনিদ্রাভিভূতের ন্যায় ছলনা করিয়া গবাক্ষ দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক দীর্ঘ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কে হে! এতাদৃশ চিৎকার করিতেছে? আশু্সিয় কহিলেন আঃ তুমি কি আমাকে জ্ঞাত নহ? আমি আশু্সিয় তোমাদিগের ফিয়ারডিনিলার ভ্রাতা। অবলা ভঙ্গুবনে সহাস্য আস্যে কহিল, যদি তুমি অধিক পরিমানে সুরাপান করিয়া থাক এক্ষণে যাইয়া শয়ন কর, কল্য প্রাতে এখানে আগমন করিও, আশু্সিয় অথবা

তোমার প্রলাপ বক্তৃতার আমি কিছুই অবগত নহি; অতএব তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর এবং আমরা ক্ষণ কাল বিশ্রাম করি। আশুসিয় কহিলেন, কিঃ আমি যাহা বলিতেছি তুমি তাহার কিছুই অবগত নহ; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যদ্যপি তুমি মন যোগ কর তাহা হইলে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছ, অথবা যদি এই অল্প সময় মধ্যে তোমরা আমাকে বিস্মৃত হইলে; তবে আমি যে সকল দ্রব্যাদি তোমাদিগের আলয়ে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তাহা প্রদান কর আমি সানন্দ মনে এখান হইতে প্রস্থান করিতেছি। এই কথা শ্রবণে অবলা কহিল, এব্যক্তি জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, অথবা ক্ষিপ্তও হইতে পারে এই বলিয়া উচ্চহাস্য করত তৎক্ষণাত দ্বার বদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

এক্ষণে তাঁহার স্পষ্টই প্রতীত হইল যে তিনি ঘোর দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন তখন দুঃখভারে কোপো-জ্বলিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যদ্যপি সরল বাক্য দ্বারা স্বীয় বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইতে নিরাশ হই তবে বল পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই-রূপ স্থির করিয়া একটি লোষ্ট্র উত্তোলন পূর্ব্বক সবেগে দ্বারদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে যে সকল প্রতি-বাসিগণ তাঁহার চীৎকারে জাগ্রত হইয়াছিল তাহারা তাঁহাকে দুর্ব্বিনীত বিবেচনা করিয়া অনুমান করিল, যে এই দুরাচার লাম্পট্য প্রযুক্ত রমণাকে পরিত্যক্ত

করিবার মানসে এরূপ গোল যোগ করিতেছে; পরন্তু যেমন পথিমধ্যে কোন অপরিচিত লোককে দেখিয়া সারমেয়গণ তাহার চতুর্দ্দিকে আগমন পূর্ব্বক চীৎকার করিতে থাকে, তদ্রূপ প্রতিবাসিগণ তাঁহার অসহ্য চীৎকারধ্বনিতে উত্তেজিত হইয়া এক বাক্যে কহিল, এই ঘোর রজনীতে এক জন ভদ্র অবলার আবাসে আগমন পূর্ব্বক এতাদৃশ গোল যোগ কিম্বা মিথ্যা জল্পনা করা অতিশয় লজ্জার বিষয়; তুমি এক্ষণে ঈশ্বরের নাম লইয়া প্রস্থান কর এবং আমরাও সুখে নিদ্রা যাই, যদি রমণীর সহিত তোমার কোন বিশেষ কার্য্য থাকে, প্রভাতে আগমন করিও আমাদিগকে আর বিরক্ত করিও না। প্রতিবাসিগণের ঐ সকল কথায় উৎসাহিত হইয়া সেই ভবনাভ্যন্তর হইতে এক জন বিকটাকার ও কলহ প্রিয় পুরুষ গবাক্ষদ্বারে আসিয়া কর্কশ স্বরে কহিল, নিম্নে কে হে তুমি? আশুসিয় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে গবাক্ষদ্বারে এক জন দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট কদর্য্য পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত দ্বারা চক্ষুমার্জ্জন করিতেছে, বোধ হয় এই মাত্র নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া থাকিবে। তিনি তাহাকে দেখি বা মাত্র নির্ভয়ান্তঃকরনে কহিলেন; আমি এই গৃহস্বামিনীর ভ্রাতা, কিন্তু সেই বিকট মানব তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই কর্কস বচনে কহিল, রে দূর্বৃত্ত মাতাল। আমি জানি না যে তোর কোন্ সৌভাগ্য বলে নিম্নে গমন করিয়া

তোকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলাম না, অতএব তুই এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর্, এরূপে সকলের বিশ্রামে বৃথা বাধা দিস্ না এই বলিয়া পুনরায় দ্বার বন্ধ করিল। তদ্দর্শনে কতকগুলিন প্রতিবাসী যাহারা ঐ ব্যক্তির আচরণ বিশেষ রূপে অবগত ছিল, অনতিউচ্চস্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল হে ভদ্র! পরমেশ্বরের দোহাই তুমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা কেন নিজ প্রাণ হারাইবে, এক্ষণে প্রাণ লইয়া পলায়ন করাই তোমার পক্ষে মঙ্গলকর।

আণ্ড্রুসিয় সেই ব্যক্তির অভূতপূর্ব্ব বিকটাকার দর্শনে বিলক্ষণ শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রতিবাসীদিগের হিতকর বাক্য শ্রবণে মুদ্রা পুনঃপ্রাপ্তির আশায় নৈরাশ হইয়া দুঃখিত মনে নগরের যেস্থানে রমণী তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল সেই পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় শরীর লিপ্ত দুর্গন্ধ অসহ্য বোধে তাহা ধৌত করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় কাঁটালানা গলির পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেখিলেন দুই ব্যক্তি আলোক হস্তে তাঁহার অভিমুখেই আগমন করিতেছে, তাহাতে তিনি সভয় চিত্তে বিবেচনা করিলেন যে উহারা নগর রক্ষী অথবা কোন কুজন কিম্বা দস্যু হইবে, অতএব তাহাদিগের অলক্ষিতভাবে তিনি নিকটস্থ একটি ভগ্ন বাটীতে লুক্কাইত হইলেন।

ঘটনা ক্রমে তাহারাও ঐ স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন সমভিব্যাহারে আনীত লৌহ যন্ত্রাদি নিম্নে রাখিয়া উভয়েই সেই সকল পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন তাহারা যন্ত্রাদি বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিল, সেই সময়ে এক-জন অপরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই! এস্থলে অকস্মাৎ একটা অসহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে, উঃ আমি জন্মাবধি এরূপ দুর্গন্ধ কখন আঘ্রান করি নাই, ইহা কি? পরন্তু তাহারা হস্তস্থিত আলোক এদিক্ ওদিক্ সঞ্চালন করিয়া হঠাৎ দুর্ভাগ্য আগুসিয়কে নেত্র গোচর করিল, এবং বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে যখন কোন প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল না তখন তাহারা আলোক নিকটে আনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এই রূপ পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধ পুরিত শরীরে এখানে কি করিতেছ? তাহাতে তিনি কিছু গোপন না করিয়া আদ্যোপান্ত স্বীয় বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকটে বর্ণন করিলেন। শ্রুত মাত্র ঐ ঘটনাস্থান তাহাদিগের অনায়াসেই বোধ-গম্য হইল, অনন্তর একজন অপরকে কহিল ইহা অবশ্য ফাইয়ারব্রাণ্ড ভবনে ঘটিয়া থাকিবে; যাহা হউক অবশেষে তাহারা আগুসিয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ভদ্র! তোমার এই পরম সৌভাগ্য যে তথা হইতে নিম্নে পতিত হইয়াছিলে এবং পুনরায় সেই যমপুরি সদৃশ বাটীতে প্রত্যাগমন কর নাই,

কারণ তুমি সে স্থানে নিদ্রাভিভূত হইলেই তাহারা তোমাকে বিনষ্ট করিত, সুতরাং জীবন ও ধন উভয়ই একেবারে হারাইতে। কিন্তু তোমার দুঃখ প্রকাশ করিয়া কোন ফলোদয় নাই, যেহেতু যত্নের দ্বারা কিনা সিদ্ধ হইতে পারে, চেষ্টা করিলে আকাশের নক্ষত্রও আনিতে পারা যায়; বিশেষতঃ যদ্যপি তাহারা ঘুনাক্ষরে শ্রবণ করে যে তুমি এই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছ, তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণ বিনষ্ট করিবে। এই রূপে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া তাহারা কহিল, দেখ তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমরা তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব যদি তুমি আমাদিগের সহিত কোন কার্য্যে নিযুক্ত হও তাহা হইলে তুমি যে অংশ প্রাপ্ত হইবে, বোধ হয় তদ্দ্বারা তোমার ক্ষতি পূরণ হইয়া অনেক অংশে লাভ থাকিতে পারে। আণ্ড্রুসিয় স্বীয় দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

সেই দিবসে নেপল্স দেশের আরকবিসপ বহু মুল্য বস্ত্রাভরণে ভুষিত হইয়া কবরিত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার হস্তাঙ্গুলিতে একটি এরূপ মুল্যবান্ অঙ্গুরীয়ক ছিল যে তাহার মুল্য পরিমান করিলে অন্যুন পঞ্চ শত স্বর্ণমুদ্রা হইবে তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত দেহ হইতে সেই সকল অপহরণ করিবার মানসে তাহারা তথায় আগমন করিয়াছে, এক্ষণে আণ্ড্রুসিয়কে তাহারা মন্তব্য ব্যক্ত করিলে, তিনিও অজ্ঞানের ন্যায়

লোভ পরতন্ত্র হইয়া পরকালের পথে কণ্টকার্পণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। এইরূপে তিন জনে একত্র মিলিত হইয়া যখন কবরস্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, সেই সময়ে তাহার শরীর নিঃসৃত দূ-গন্ধ আঘাণে এক জন অপরকে কহিল ভাই! এখানে কি এমন্ কোন উপায় নাই যদ্দারা ইঁহার গাত্র ধৌত করাইয়া গন্ধহীন হয়? সে ব্যক্তি কহিল অবশ্য হইতে পারে, আমাদিগের নিকটস্থ একটা কূপ আছে এবং সেখানে রজ্জুসংলগ্ন একটা জলাধার সর্ব্বদাই পতিত থাকে,চল আমরা সেই স্থানে যাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার গাত্র সংস্কার করিতে পারিব। অনন্তর তাহারা কূপ সন্নিকটে যাইয়া দেখিল যে কেবল রজ্জুমাত্র পতিত আছে জলাধার নাই তাহাতে তাহারা ক্ষুণ্নমনা হইয়া এই রূপ পরামর্শ করিল যে তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া কূপমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে এবং তিনি উত্তম রূপে পরিষ্কৃত হইয়া রজ্জু সঞ্চালন করিলেই উপরে উত্থাপিত করিবে। এইরূপ যুক্তি স্থির হইলে যখন তাহারা আশুসিয়কে রজ্জুবদ্ধ করিয়া কূপ মধ্যে নামাইয়া দিল, ঘটনা ক্রমে সেই সময়ে কতিপয় নগর রক্ষক গ্রীষ্মের প্রখরতাতে অথবা কোন চৌর কিম্বা দুষ্ক-র্ম্মান্বিত লোকের পশ্চাদ্ধাবন প্রযুক্তই বা হউক সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই কূপ নিকটে জলপান করিতে আ-গমন করিল। তদ্দর্শনে উভয়ে আশুসিয়কে তদ্বস্থায় রাখিয়াই কিঞ্চিৎ অন্তরালে যাইয়া লুক্কায়িত হইল, সুত-

রাং তাহারা প্রহরীদিগেরদৃষ্টি পথের পথিক হইল না সেই অবসরে আশুসিয় কূপসলিলে নিমগ্ন হইয়া উত্তম রূপে সর্ব্বশরীর ধৌত করিলেন, এবং প্রহরিও গাত্র হইতে স্বীয় অস্ত্রাদিনামাইয়া কূপ হইতে রজ্জু আকর্ষণা করিতে লাগিল কিন্তু তাহার গুরুভার দেখিয়া বিবেচনা জলাধার জলপূর্ণ হইয়া থাকিবে। পরন্তু তাহারা বল-করিল যে পূর্ব্বক রজ্জু আকর্ষণ করিলে আশুসিয় জল হইতে উপরে উঠিয়া রজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূপের কি-নারা ধারণ করিলেন, তদ্দর্শনে প্রহরী সভয়ান্তঃকরণে রজ্জু পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদগমনে তথা হইতে পলায়ন করিল, এই সময়ে যদ্যপি আশুসিয় কূপ কিনার উত্তম রূপে ধারণ না করিতেন তাহা হইলে তন্মধ্যে পুনরায় পতিত হইয়া জীবন বিনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভা-বনা ছিল। সে যাহা হউক এক্ষনে তিনি উপরে উঠিয়া প্রহরি দগেরঅস্ত্র শস্ত্রাদি দর্শনে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, যেহেতু তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে ঐ সকল অস্ত্র তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকদিগের নহে, সুতরাং তিনি সেই সমুদায়ের ব্যবহার অজ্ঞাত থাকাতে তাহা স্পর্শ না করিয়া প্রস্থান করিলেন। গমন কালে তিনি স্বীয় সঙ্গীদিগের দর্শন প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক সচিন্তিত মনে কহিতে লাগিলেন এক্ষণে কোথায় গমন করিলে 'তাহাদিগের দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইত্যবসরে লুক্কায়িত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময় চিত্তে জিজ্ঞাসা

করিল, কে তোমাকে কূপ হইতে উত্থাপিত করিল? তিনি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং তাহারা জিজ্ঞাসু হইলে তিনিই এইমাত্র কহিলেন যে আমি কিছুই বলিতে পারি না, তবে আমি কূপ হইতে উঠিবামাত্র দেখিলাম তথায় কতকগুলিন অস্ত্র পতিত রহিয়াছে এই বলিয়া তাহাদিগের নিকটে সমুদায় ঘটনা ব্যক্ত করিয়া কহিলে, তাহারা সহাস্য আস্যে প্রহরীদিগের পলায়নের কারণ ও তাহাদিগের পরিচয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

বৃথা বাক্য ব্যয়ে সময়াতিপাত না করিয়া রজনী ঠিক দ্বিতীয় প্রহর সময়ে তাহারা তিন জনেই নির্দ্দিষ্ট (চার্চ্চ) অর্থাৎ উপাসনা মন্দিরাভিমুখে গমন করিল এবং নিরাপদে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিসপের প্রস্তরময় দীর্ঘ কবর সন্নিধানে উপস্থিত হইল। অনন্তর সমভিব্যাহারে আনিত অস্ত্র দ্বারা কবর আচ্ছাদনি উত্তোলন করিলে তাহা এত উচ্চ বোধ হইল যে, এক জন লোক বহ্বায়াসে তন্নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া ঠেকো লাগাইতে পারে এবং তাহা যথাযথ সুসম্পন্ন হইলে এক জন কহিল এক্ষণে কে ইহার মধ্যে গমন করিবে? অপর ব্যক্তি কহিল আমি পারিব না তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কহিল আমারও এ কর্ম্ম নহে, কিন্তু আগুসিয় এই কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র। তচ্ছ্রবনে আগুসিয় কহিলেন আমি কখন এরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই সুতরাং ইহার অভ্যন্তরে যাওয়া আমার সাধ্য নহে;

তাহাতে উভয় ব্যক্তি রোষ প্রকাশ করিয়া কহিল; কি। তুমি আমাদিগের বাক্য অবহেলা করিতেছ? যদি তুমি আমাদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হও আমরা এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে নিপাত করিব। আগুসিয় তাহাদিগের তর্জ্জনে ভীত হইয়া অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং কবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিবেচনা করিলেন যে তাহারা প্রতারণা করিবার মানসে তাঁহাকে বল পূর্ব্বক ঐ কর্ম্মে নিয়োগ করিল অথবা তিনি কবরস্থিত সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী তাহাদিগকে প্রদান করিলে তাহারা তাঁহার উঠিবার অগ্রেই অনায়াসে পলায়ন করিতে পারে, সুতরাং তাঁহাকে রুক্ষ হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অতএব তিনি স্বীয় অংশ অগ্রে হস্ত গত করিতে প্রতীক্ষা করিয়া, তাহারা যে অঙ্গুরীয়কের কথা কহিয়াছিল তাহা মৃত বিসপের হস্ত হইতে মোচনানন্তর স্ব সমীপে সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। পরে তাঁহার শরীর হইতে অন্যান্য আভরণাদি উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করিয়া কহিলেন আঁর গ্রহণ যোগ্য কিছুই দেখিতে পাইনা। পরে। তৎশ্রবণে তাহারা কহিল তুমি উত্তম রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, উহাঁর হস্তে একটা অঙ্গুরীয়ক আছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন আর কিছুই দেখিতে পাই না, তথাপি তাহাদের সন্তোষসাধনের নিমিত্তই হউক অথবা প্রতিহিংসা করণ মানসেই হউক ক্ষণকাল অনু

সন্ধানের ছল করিয়া, তাহাদিগকে দণ্ডায়মান রাখি-লেন; অবশেষ তাহারা আগুসিয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল উত্তম রূপে অনুসন্ধান কর, এইরূপ কহিয়া তাহারা অকস্মাৎ কবরাচ্ছাদনির ঠেকো টানিয়া লইল, সুতরাং তাহা অনবলম্বন প্রযুক্ত কবরোপরি পতিত হইলেই আগুসিয় তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। ইহাতে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে, যে সেই সময়ে তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যাহা হউক, তিনি আত্ম রক্ষার নিমিত্ত বারম্বার স্বীয় মস্তক এবং স্কন্ধ দ্বারা সেই আচ্ছাদনি উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বৃথা হইল। অবশেষে অনন্যউপায় ভাবিয়া শোক সন্তপ্ত চিত্তে অজ্ঞানাভিভূতের ন্যায় মৃত বিসপের দেহোপরি পতিত হইলেন, আহা! এই সময়ে তাঁহাদিগের উভয়কে অবলোকন করিলে কেহই বলিতে পারে না যে আগু-সীয় জীবিত আছেন। অনন্তর তাঁহার মূর্চ্ছাপনো-দন হইলে তিনি ভাবিলেন যে সেই স্থান হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর কোন উপায় নাই, সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর অথবা মৃত দেহের দুর্গন্ধে উৎ-কট রোগাক্রান্ত হইয়া আশু প্রাণবিয়োগ হইবে, কিম্বা যদ্যপি কেহ তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় অবলো-কন করে, তাহা হইলে তস্কর বিবেচনা করিয়া অবশ্যই প্রাণদণ্ড করিবে। এই রূপ নানাপ্রকার চিন্তাতে

নিমগ্ন হইয়া বিবিধ অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন, ইত্যবসরে কতিপয় লোকের কলরব তাঁহার শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে তিনি বিবেচনা করিলেন, যে ঐসকল লোকও অপর ব্যক্তি-দ্বয়ের ন্যায় মৃতবিসপের অঙ্গাভরণ অপহরণ করিতে আগমন করিতেছে ইহাতে তিনি অধিকতর ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

আগন্তুক ব্যক্তিসকল কবর সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তদাচ্ছাদনিতে ঠেকো সংলগ্ন করিয়া পরস্পর এই বিবাদ করিতে লাগিল, যে কে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে; কিন্তু কেহই প্রবিষ্ট হইতে সাহর্সী হইল না। তদ্দর্শনে তাহাদিগের সমভিব্যাহারী এক জন পিরিষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম-পাণ্ডা কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত শঙ্কিত হইতেছ? উনি কি তোমাদিগকে ভক্ষণ করিবেন্? মৃত মনুষ্য কখন দংশন করিতে পারে না, যদ্যপি তোমরা একান্তই অপারগ হইলে, ভাল আমি স্বয়ং প্রবেশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গুম্বেজে উদর সংলগ্ন করিয়া একটি চরণ তন্মধ্যে চালাইয়া দিলেন;আগুসিয় তদ্দর্শনে দণ্ডায়মান হইয়া সহসা তাহা দৃঢ় পূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তাহাতেধর্ম্ম-পাণ্ডা ত্রাহি রক্ষা কর! এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া মহাভয়ে অতিকষ্টেপাদোত্তোলন পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য লোক সমূহ সশঙ্কিত-চিত্তে এরূপ বেগে ধাবমান

হইল বোধহয় যেন সহস্র ভূত তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পশ্চাদ্গমন করিতেছে, আণ্ডু সিয় এই সুযোগে তথা হইতে বহির্গত হইয়া অতিশীঘ্র চর্চ্চের বহির্ভাগে গমন করিলেন।

এই সময়ে রজনী প্রায় অবসন্না হইয়াছে অথচ দিক্‌ সকল অন্ধকারে কিঞ্চিৎ ঘোর থাকাতে আণ্ডু সিয় কোন্ পথে গমন করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দিবাকরের উদয়াপেক্ষায় ধীরে২ গমন করিতেছেন্ এমন সময়ে হঠাৎ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া মঠে যাইবার বর্ত্ম দেখিতে পাইলেন। তাহাতে পরম পরিতুষ্ট চিত্তে সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া অপর সঙ্গিদিগের নিকট রজনীর সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া কহিলেন। তাহা শ্রবণমাত্র তাঁহারা এক বাক্য হইয়া তাঁহাকে নেপল্‌স হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন, তিনিও তদনুসারে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া পিরুজিয়ার পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অতিশীঘ্র নিজ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে অশ্ব ক্রয় করিতে গমন করিয়া অনবধানতা প্রযুক্ত সমুদায় অর্থ বিনষ্ট হইলে তদ্বিনিময়ে বহু মূল্য অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিলেন তাহা অন্যান্য বিষয়ে ন্যস্ত করত যাহা উপার্জ্জিত হইতে লাগিল তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখন অজ্ঞাত স্থানে অথবা বিদেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিবেন না। ইতি

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

সিসিলি উপদ্বীপাধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের লোকান্তর হইলে, মানফ্রিডাই তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আরিগাটো নামে একজন নেপল্‌স বাসি ভদ্রলোক তাঁহার সাতিশয় প্রিয় সভাসদ্ ছিলেন এবং বেরিটোলা নাম্নী একটি পরমা সুন্দরী যুবতি ঐ ব্যক্তির বনিতা ছিলেন। যখন প্রথম চারল্‌স ভূপতি বেনিভেণ্ট সমরে জয় লাভ করেন, সেই সময়ে আরিগেটোর প্রতি উপদ্বীপস্থ সমুদায় কার্য্যের ভারার্পিত হইয়াছিল এবং তিনিও সুচারু রূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু দৈবাধীন তদ্দেশবাসি লোক সকল রাজ বিদ্রোহি হওয়াতে বিশেষতঃ বেনিভেণ্ট সমরে নবভূপতির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তাপিত ও বিমনা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বিবেচনা করিলেন যে সিসিলিবাসিদিগের সামান্য বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শত্রু হস্তে পতিত হওয়াপেক্ষা এক্ষণে স্থানান্তরে পলায়ন করাই যুক্তি সিদ্ধ; তিনি মনে২ এই

রূপ যুক্তি স্থির করিয়া যখন তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময়ে ঐ অভিসন্ধি কতিপয় প্রতিবাসির জ্ঞাত সার হওয়াতে, তাহারা শত্রুতা নিবন্ধন একত্রীভূত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক কতিপয় বন্ধু ও ভৃত্য সমভিব্যাহারে ধৃত করিয়া রাজহস্তে সমর্পণ করিল।

অকস্মাৎ এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনে তৎপত্নী বেরিটোলা ভবিষ্যতে মন্দ আশঙ্কা করিয়া কুলমান রক্ষার নিমিত্ত সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে কেবল তৎ পুত্র গাফিডাই গমন করিয়াছিল, অধিকন্তু তিনি সগর্ভা থাকাতে অতি দুঃখিত মনে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অর্ণব-পোতারোহণে লিপারি উপদ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে একটি নবকুমার প্রসব করিয়া তাহার নাম স্কাসিয়াটো রাখিলেন; অনন্তর পুত্রের লালন পালনের নিমিত্ত একটি বিশ্বস্তা দাসী নিযুক্ত করিয়া পুনরায় পোতারোহণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে সতত বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে এক্ষণে তাঁহার পক্ষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল, যেহেতু তিনি যানারোহণে নেপল্‌স যাইবার মানস করিয়াছিলেন কিন্তু বায়ু প্রতিকূল হওয়াতে তাঁহার তরি পঞ্জ উপদ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং নাবিকাধ্যক্ষ একটি সুরক্ষিত স্থানে নৌকা নঙ্গর করিয়া সুবায়ুর প্রত্যাশায় কিয়দ্দিবস তথায়

অবস্থিতি করিল। সেই অবসরে আরোহিগণ নৌকা হইতে তীরে উঠিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং বেরিটোলাও সেই সমভিব্যাহারে নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে গমন পূর্ব্বক পতির অবস্থান্তর বিষয়ে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এইরূপে তিনি প্রতিদিনই সেইস্থানে আগমন করিয়া ক্ষণকাল বিলাপ করিতেন।

ঘটনাক্রমে এক দিবস তিনি নাবকদিগের অজ্ঞাতসারে সেই নির্জ্জন স্থানে যাইয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন এমত সময়ে কতকগুলিন নাবিক দস্যু তাহাদিগের পোত আক্রমণ করিয়া আরোহি সহিত তাহা স্থানান্তরে লইয়া গমন করিল। ইত্যবসরে বেরিটোলা প্রাত্যহিক শোক সমাপ্ত করিয়া যখন পুত্রদ্বয়কে দর্শনকরিতে প্রত্যাগমন করেন তখন সেখানে আগমন করিয়া দেখেন যে নৌকাও নাই এবং একটিও নাবিক কিম্বা আরোহি কেহই নাই তাহাতে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং ভাবিলেন অবশ্য কোন দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পরন্তু ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া যখন সমুদ্রাভিমুখে দৃষ্টি পাত করিলেন তখন তাঁহার স্পষ্ট নয়ন গোচর হইলা যে অনতি দূরে অপর একখানা বাষ্পীয় পোত তাহাদিগের তরি টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তদ্দর্শনেতাঁহার বিলক্ষণ প্রতীত হইল যে আর পুত্রদিগকে পুর্ণপ্রাপ্ত হইবেন না তখন অতিবেল শোকভরে কাতর হইয়া হা হতোস্মি

মন্দভাগ্য এই বলিয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণ কাল পরে মূর্চ্ছাপনোদন হইলে তিনি পুনরায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হা নাথ! হা জীবিতেশ্বর! তুমি কোথায় রহিলে, তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যার কিরূপ দুর্গতি হইল একবার আসিয়া অবলোকন কর, হা প্রিয় পুত্রগণ! আমি আর কি তোমাদিগের বদন চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে পাইব না, আর কি তোমাদিগের সুমধুর অস্পষ্ট বাক্য আমারশ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইযা শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত করিবেনা, আর কি তোমরা আমাকে মাতৃ সম্বোধনে চরিতার্থ করিবে না, এইরূপ বিলাপ করত পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে সেখানে এমত কেহই ছিল না যে তাঁহাকে গণ্ডূস মাত্র জল প্রদান করিয়া প্রকৃতিস্থ করে, সে যাহাহউক ক্ষণকাল পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় শোকে অভিভূত হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতি কাতর স্বরে পতি ও পুত্রদিগকে ডাকিতে ডাকিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ভাবিলেন যে তাঁহার ঐরূপ বৃথা শোক প্রকাশে কোন রপ্রতিকারে সম্ভাবনা নাই অথচ রজনী আগতা তখন আশার উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেই শোক স্থানে পুনরায় গমন করিলেন।

তিনি দুঃখভার প্রযুক্ত সেই নিশাতে একবারও চক্ষু

মুদ্রিত করিতে পারেন নাই এবং অতি কষ্টে ও শোক সন্তপ্ত চিত্তে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর যখন সহস্র কিরণ ভগবান মরীচিমালী উদয়াচলে আরূঢ় হইলে দিঙ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল আলোকে পরিপূর্ণ হইল তখন তিনি ম্লান বদনে ও অতিশয় বিমর্ষান্তঃকরণে বিবর হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমস্ত বিভাবরি অনশনে ও জাগরণে অতিবাহিত হওয়াতে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অগত্যা তৃণ ভক্ষণে ক্ষুধা শান্তি করিলেন এবং ভাবিলেন নাজানি ভবিষ্যতে আরও কি ঘটনা ঘটিয়া উঠে। যখন তিনি স্বীয় দুর্ভাগ্য বিষয়িণী চিন্তায় ঐরূপ নিমগ্ন আছেন এমত সময়ে অবলোকন করিলেন যে একটি ছাগী অতি নিকটবর্ত্তি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল পরে পুনরায় বহির্গমন পূর্ব্বক বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে তিনি অতিশয় কৌতুকাবিষ্টচিত্তে তন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে বিবর মধ্যে সদ্য প্রসূত দুইটি ছাগশিশু শয়িত আছে, তাহাতে অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া তৎকালে তাহাদিগকে পৃথিবীর সার পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করিলেন। কয়েকদিবস অতীত হইল তাঁহারও একটী পুত্রোৎপত্তি হওয়াতে তাঁহার স্তন যুগল দুগ্ধ পূর্ণ ছিল তাহাতে তিনি মাতৃ স্নেহের বশবর্ত্তি হইয়া সেই শাবক দুটিকে অতি সাবধানে ক্রোড়ে করিয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন এবং তাহারাও তাঁহাকে গর্ভধারিণী বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক স্তনপান করিতে

লাগিল; পরন্তু তাহাদিগের পরস্পরে সর্ব্বক্ষণ একত্রে অবস্থান প্রযুক্ত এরূপ ঘনিষ্টতা হইয়া উঠিল যে পরস্পর ভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত হইয়াও কোন প্রভেদ রহিল না। এই রূপে অবলা ঐ নির্জ্জন প্রদেশে তাহাদিগকেই সঙ্গী বিবেচনা করিয়া তৃণ ভক্ষণে ও জলপানে জীবন ধারণ পূর্ব্বক স্বামী ও পুত্রদিগের চিন্তায় অতি কষ্টে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন, এবং তদবধি সেই স্থানে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছাগী ও তাহার শাবকদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ট হইয়া উঠিলেন, সুতরাং পশু সহবাসে থাকাতে তাঁহারও পশুর ন্যায় কলেবর হইতে লাগিল।

কিয়দ্দিনান্তর পরে দৈবাৎ ঐ উপদ্বীপে পিসা, হইতে একখানি অর্ণবপোত আসিয়া উপস্থিত হইল কানরেডো নামে একজন ভদ্র লোক স্বীয় সহধর্ম্মিণী সহিত তদ্দারোহণে তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাগমনোন্মুখ হইয়াতথায় আসিয়া উপস্থিত হইল্লেন। তাঁহারা পোত হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক ক্রীড়া কৌতুকে অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার মানষে কতকগুলিন দাস ও শীকারি কুক্কুর সমভিব্যাহারে দ্বীপ মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন, এবং যে স্থানে বেরিটোলা উপস্থিতা ছিলেন তাহার অনতিদূরে ছাগ শাবকদ্বয় বিচরণ করিতেছিল, অকস্মাৎ কুক্কুর গুলা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া একেবারে আক্রমণ করিল, সুতরাং তাহারা প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান

হইয়া তাঁহার নিকটে আশ্রয়ার্থ গমন করিল। তদ্দর্শনে তিনি বাৎসল্য ভাব প্রযুক্ত তাহাদিগের আতঙ্ক নিবারণের নিমিত্ত একগাছি যষ্টি গ্রহণ পুর্ব্বক সারমেয়দিগকে প্রহার করিয়া দুরীভুত করিলেন। ইত্যবসরে সপত্নী কানরেডো তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে পশুর ন্যায় লোমযুক্তা সাতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশাঙ্গী দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং তিনিও অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার উপরোধে কানরেডো স্বীয় প্রতিপালিত কুক্কুরগুলাকে নিরস্ত করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন, তুমি কে? এবং কি নিমিত্ত এই বিজনপ্রদেশে একাকি অবস্থান করিতেছ?

তাহাতে তিনি তাঁহাদিগের নিকটে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অকপটে বর্ণন করিয়া অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কানরেডোর সহিত তাঁহার পতির পুর্ব্ব পরিচয় থাকাতে, এক্ষণে তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া, যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার কথিত ইতিহাস শ্রবণে ও স্বচক্ষে তদ্রূপ দুরবস্থা দর্শনে করুণা পরবশ হইয়া কহিলেন, যাহা হইয়াছে তাহা আর অন্যথা হইবার নহে, বিশেষতঃ ঈশ্বরাধীন কার্য্যের প্রতি মনুষ্যের কোন ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং তুমি শার্দ্দুল সদৃশ অতি বলবান্ মহাপুরুষের পত্নী হইয়াও অনায়াসে এই রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি গৃহে প্রত্যা-

গমন কর, অথবা যদি তাহাতে সম্মতা না হও, তবে আমার ভবনে যাইয়া অবস্থান কর, আমি সহোদরার ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব, তৎপরে ঈশ্বরানুকম্পায় তোমার দুরবস্থার অন্ত হইলে, তুমি স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন করিয়া পতি পুত্রের সহিত সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিবে। এই রূপ বিস্তর বাদানুবাদ করিয়া কানরেডো তাঁহাকে তদ্রূপ অভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শাইতে লাগিলেন; যখন দেখিলেন যে তিনি কিছুতেই সম্মতা হইলেন না, তখন তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া এই শিক্ষা প্রদান করিলেন।

যে তুমি এক বার চেষ্টা করিয়া দেখ, ইত্যবসরে আমি পোতে গমন করিয়া কিঞ্চিৎ সুমিষ্ট ভোজনীয় ও নুতন পরিচ্ছদ প্রেরণ করিতেছি, তুমি সেই সকল দ্রব ব্যবহার করাইতে কোন রূপে অন্যথা করিবে না। অনন্তর তিনি সম্মত হইলে, কানরেডো অতি শীঘ্র অর্ণব পোতে গমন করিলেন। তাঁহার বনিতা বেরিটোলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তৎসমীপে উপবেশন পূর্ব্বক অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে পরিচ্ছদও অসনীয় আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও বিস্তর পরিশ্রমে তাঁহাকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত করিয়া নুতন পরিধেয় প্রদান করিলেন এবং অনেক অনুনয়ে ও সাধ্য সাধনায় তাঁহাকে ভোজন করাইয়া অবশেষে সমভিব্যারে গমনের প্রস্তাব করিলেন।

পর্য্যন্ত অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তাঁহার মন কিঞ্চিৎ নত হইলে তিনি গমনে সম্মতি প্রদান করিয়া কহিলেন, যে আমি পরিচিত স্থানে কখন গমন করিবনা; এই রূপ নানাবিধ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে সেই ছাগী শিশুদ্বয় সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বেরিটোলা পরম সমাদরে শিশু দুটিকে ক্রোড়ে লইয়া সন্তানবৎ অত্যাদর করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে কানরেডো পত্নী সাতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কিছু মাত্র বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না।

অনন্তর যখন বেরিটোলা তাঁহাদিগের সহিত গমনে স্থির সংকল্প হইলেন তখন অভ্যাগত অবলা তাঁহাকে সমভি-হারে লইয়া সমুদ্রযানে আরোহণ করিলেন, এবং ছাগী শিশুদ্বয়ের সহিত তাঁহার অনুগমন করিল। এইরূপে সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিলে যখন অনুকূল বায়ু বহোমান হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা তরির নঙ্গর উত্তোলন পূর্ব্বক পালি তুলিয়া তাহা ছাড়িয়াদিলেন। সানুকূল পবন অতি সত্বর তাঁহা-দিগকে মগরা নদীতে আনিয়া উপস্থিত করিল, এবং তাঁহারা পোত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কানরেডো নামক দুর্গমধ্যে গমন করিলেন; তথায় বেরিটোলা অপেক্ষাকৃত বৈধব্যবেশ ধারণ করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃ-করণে তাঁহাদিগের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগি-লেন।

এ দিকে নাবিক দস্যুগণ আরোহিপূর্ণ সেই অর্ণবযান

বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া জিনোয়া নগরে আনিয়া উপস্থিত হইল, এবং যখন তাহারা লুণ্ঠিত বস্তু পরস্পর বিভাগ করে, ঘটনা ক্রমে বেরিটোলার শিশু পুত্র দুটি দাসী সহিত গাসপির নামক এক ব্যক্তির অংশ-ভুক্ত হইল এবং সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে গৃহে প্রেরণ করিয়া দাসত্ব কর্ম্মে নিয়োগ করিল। দাসী একেত বেরিটোলাকে হারাইয়া সাতিশয় দুঃখিতা ছিল, এক্ষণে তৎপুত্র দুটিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখিয়া যার পর নাই খেদিতা হইল এবং দিনযামিনী কেবল তাহাদিগেরই দুরবস্থা ভাবিয়া অনুক্ষণ বিলাপে কালাতিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল যে অশ্রু বিসর্জনে অথবা বিলাপ করণে কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই যেহেতু তাহারা দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তখন একেবারে শোক দুঃখ বিসর্জন পূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করিল। যদিও ঐ অবলা দারিদ্র-প্রযুক্ত পরসেবায় নিযুক্তা ছিল, কিন্তু তাহার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই; যে হেতু তাহারা এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলে, তাহার মনে এই উদয় হইল, যদ্যপি বালক দুটির যথার্থ পরিচয় কেহ অবগত হয় তাহা হইলে পরিণামে বিশেষ মন্দ হইবার সম্ভাবনা অতএব যাবৎ ইহাদিগের দুরবস্থার অন্ত না হয়, তাবৎ অন্য নামে আহ্বান করা অতীব কর্ত্তব্য। সুতরাং তদবধি কেহ তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে সে স্বীয় সন্তান বলিয়া তাহাদিগের পরিচয় প্রদান করিত, এবং

গার্ব্রিডা পরিবর্ত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিয়ানেটো বলিয়া ডাকিত।

তাহারা কতিপয় বৎসর গাসপিরের ভবনে অতি দীনবেশে ও কুৎসিত ভোজন পানে কালাতিপাত করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল; পরন্তু জিয়ানেটো এক্ষণে বয়াধিক্য প্রযুক্ত ঐ রূপ অধমাবস্থায় দিন পাত করিতে বিরক্ত হইয়া গাসপিরের ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র যানারোহণে আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে গমন করিলেন। তথায় নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত কিছুতেই উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন না; এইরূপে প্রায় তিন চারি বৎসর অতীত হইলে যখন কিছুতেই তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না তখন তিনি ফকিরবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে লুনিজিয়ানা নগরে আগমন পূর্ব্বক কানরেডোর দাসত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার মাতাও ঐ ভদ্র ব্যক্তির আবাসে অতি দীনবেশে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং ঘটনাক্রমে তিনিও তথায় উপস্থিত হইয়া এক ভবনেই উভয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবস্থার এবং সময়ের পরিবর্ত্তন হেতু উভয়ের চারি চক্ষু একত্র হইলেও কেহ কাহাকে চিনিতে পারিতেন না।

তিনি এই রূপে কানরেডোর সেবায় নিযুক্ত আছেন ঘটনাক্রমে এক দিবস তাঁহার প্রভুর একটি বিধবা কন্যা শ্বশুরালয় হইতে পিতৃ ভবনে আগমন করিল, তাঁহার বয়োমান অনূ্যন শোড়ষ বর্ষ ও অতিশয় রূপ

লাবণ্য সম্পন্না এবং জিয়ানেটাও অতি সুরূপ পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা উভয়ে উভয়েরপ্রতি কটাক্ষপাত করিয়া পরস্পরে প্রণয়শৃঙ্খলে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ হইলেন. এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অলক্ষিত ভাবে অমনি মনোভাবের আবির্ভাব হইল। লোক লজ্জা ভয়ে কিয়ন্মাসাবধি তাঁহারা গোপনভাবে প্রণয়ালাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোভাবের কি প্রাদুর্ভাব যত তাঁহাদিগের প্রণয় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা আত্ম সাবধানে শিথিল প্রযত্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পরে এমনি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া ছিল যে ঐ রূপ অবস্থায় যতদূর সতর্ক থাকা আবশ্যক তৎপক্ষে নিতান্ত অমনোযোগী হইয়া উঠিল। এক দিবস তাঁহারা উদ্যান ভ্রমণে বহির্গত হইয়া অন্যান্য সঙ্গীদিগকে পশ্চাৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণয়পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত উভয়ে অগ্রসর হইয়া কতকগুলিন বৃক্ষ ব্যবধানে গমন করিলেন, এবং তথায় একটি উত্তম কুসুম শয্যা প্রস্তুত করিয়া পরস্পরে অভিলাষানুরূপ আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহারা এরূপ মদনোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে ভ্রম ক্রমে একবার পশ্চাৎ আগত গুরুজন ও অন্যান্য লোককে স্মরণ করেন নাই ; সুতরাং তাঁহারা অসাবধানতাপ্রযুক্ত প্রথমেই গৃহস্বামিনীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া পরক্ষণেই স্বয়ং কানরেডোর নয়নপথের পথিক হইলেন। তিনি তদ্দর্শনে একেবারে হুতাশনে ঘৃতাহুতির ন্যায় কোপোজ্বলিত হইয়া তিন জন ভৃত্যের প্রতি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের

বন্ধন আদেশ করিয়া কহিলেন, এই পাপিষ্ঠ নরাধমদিগকে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ অতি ত্বরায় শমনভবনে প্রেরণ করিব, এক্ষণে ইহাদিগকে এই রূপ বন্ধনাবস্থাতেই কারাবদ্ধ করিয়া রাখ। তাঁহার এই রূপ কঠিন আদেশ শুনিয়া তৎপত্নী যদিও কন্যার অবৈধ আচরণে বিরক্তা হইয়াছিলেন, তথাপি বাৎসল্য ভাব প্রযুক্ত তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা দর্শনে আর নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন না, সুতরাং স্বামিকে বিস্তর অনুনয় করিয়া কহিলেন, আপনার এই বার্দ্ধক্যাবস্থায় এতাদৃশ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কন্যা বিনাশ রূপ মহাপাপে লিপ্ত হওয়া কখন কর্ত্তব্য নহে, অথবা এক জন প্রতিপালিত ভৃত্যের প্রাণদণ্ড করিয়া স্বীয় করকে দুষিত করা কখন সম্ভাবিত নহে। বরঞ্চ অন্য বিধ দণ্ডবিধানে আপনার কোপ শান্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; উহারা যে রূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তদুপযোগী উহাদিগকে ঘোর অন্ধকার কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখুন্, এবং সেথায় অবস্থান পুর্ব্বক দুষ্ক্রিয়ার ফলভোগ স্বরূপ যাবজ্জীবন শোক দুঃখে কালাতিপাত করুক। এই রূপ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডাদেশ নিবারণ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিভিন্ন গৃহে বন্দি করিয়া ভিন্ন২ প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং তদবধি তাঁহারা কারাগৃহে যথাকথঞ্চিৎ ভোজন পানে জীবন মাত্র রক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে যে এক্ষণে

তাঁহারা কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেন, তাঁহারা প্রতি দিবস যে অত্যল্প ভোজনীয় প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে এক প্রকার অনসন বলিলেও বলা যাইতে পারে; ফলতঃ তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষুধা শান্তি করিতে না পারিয়া বিশেষতঃ অতি কঠিন বন্দি ভাব প্রযুক্ত দিন দিন অস্থি মাত্রাবশিষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অহোরাত্র কেবল অশ্রু বিসর্জ্জনে ও শোক সন্তপ্ত চিত্তে সময়াতিবাহিত হইতে লাগিল।

প্রায় একবৎসর কাল অতীত হইল এ পর্য্যন্ত কানরেডো তাহাদিগের কোন সমাচার গ্রহণ করেন নাই. কিন্তু ঘটনাক্রমে এই সময়ে আরাগনাধিপতি পিটার কৌশল ক্রমে সিসিলিবাসিদিগকে রাজবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়া চারল্‌সের হস্তহইতে ঐ উপদ্বীপ আত্মসাৎ করিলেন। তৎপ্রযুক্ত কানরেডো বিস্তর আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন; যেহেতু তিনি এক জন গিবিলাইন দলভুক্ত ছিলেন। জিয়ানোটা কতিপয় রক্ষি প্রমুখাৎ ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হায়! এই সুসময় উপস্থিত হইবার প্রত্যাশায় আমি চতুর্দ্দশ বৎসর কেবল পৃথিবীর ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ছিলাম, এক্ষণে ভাগ্যক্রমে যদিও সেই ঘটনা উপস্থিত হইল, কিন্তু আমার সে আশা দুরাশা মাত্র, যেহেতু আমি কারাগার রূপ যে ঘোর অন্ধকূপে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছি, ইহা হইতে যে কখন উদ্ধার প্রাপ্ত হইব তাহার

কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহার এইসকল বচন শ্রবণে প্রহরি বিস্মিত হইয়া কহিল, কি! রাজ কার্য্যে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে? সিসিলি উপদ্বীপে আপনার কি কার্য্য ছিল? তিনি তচ্ছ্রবণে সবিষাদন্তঃকরণে কহিলেন হাঁ। যখন তথাকার প্রধান পদাভিষিক্ত আমার পিতাকে স্মরণ হয় তখন আমার অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হইয়া যায়। যখন আমি তথা হইতে পলায়ন করি তখন যদিও আমি অত্যন্ত শৈশব ছিলাম, তথাপি আমার সম্পূর্ণ স্মরণ হয় যে মানফ্রিডাই রাজার অধীনে আমার পিতা তথাকার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। প্রহরি কহিল তবে আপনার পিতা কে? তিনি কহিলেন, যদিও আমি এই রূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিতে আর কোন বাধা নাই। যদি তিনি জীবিত থাকেন তাঁহার নাম আরিগেটো, এবং আমার নাম জিয়ানেটো পরিবর্ত্তে গাফ্রিডাই; আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি, যদি এক্ষণে কোন কৌশলে কারামুক্ত হই, তাহা হইলে সেখানে যাইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি।

তাহা শ্রবণ মাত্র প্রহরি তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সাবকাশ ক্রমে ঐ সকল কথা কানরেডোর নিকট যাইয়া বিজ্ঞাপন করিল। তিনি তচ্ছ্রবণে ছল পূর্ব্বক তাহাকে আর কোন অনুসন্ধান লইতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং বেরিটোলার নিকট আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাঁহার গর্ভে আরিগেটো

ঔরসে গাফ্রিডাই নামে কোন সন্তান উৎপন্ন হইয়া ছিল কি না। অবলা গাফ্রিডাইয়ের নাম শ্রবণ মাত্র অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, যদি তাঁহার প্রধান পুত্র জীবিত থাকে তাহার নাম গাফ্রিডাই এবং এক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছে। কানরেডো তাহা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন বোধ হয় তিনিই সেই ব্যক্তি এবং যদ্যপি তাহাই সপ্রমাণ হয়, তবে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু আমি তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া অনায়াসে কন্যার এবং স্বীয় অকলঙ্ক, কুলের কলঙ্ক অপনোদন করিতে পারিব। মনেং এই যুক্তি স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গাফ্রিডাইয়ের নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গোপনে আহ্বান করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর ছলে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পরীক্ষা করিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে ইনিই মহানুভব আরিগেটোর পুত্র গাফ্রিডাই তাহার কোন সন্দেহ নাই তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জিয়ানেটো বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি আমার প্রতি কতদূর অত্যাচার প্রকাশ করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রতিনিয়ত যে রূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছি, তদ্রূপ আমার কুল মানের প্রতি তোমার দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য ছিল; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা তোমার ঐরূপ ব্যবহারে কুপিত হইয়া পাষাণ হৃদয়ের

ন্যায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অনায়াসেই প্রাণ দণ্ড করিত, কিন্তু তোমার প্রতি আমার এমনি অকৃত্রিম স্নেহ জন্মিয়াছে যে তদ্দ্বারা তোমার প্রতি হিংসা করা দূরে থাকুক ভ্রমেও আমার মনে একবার তাহার উদ্রেক হয় নাই; বিশেষতঃ আমি শ্রবণ করিলাম যে তুমি কোন সম্ভ্রান্ত কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব যদি-স্যাৎ তুমি আমার একটি প্রস্তাবে সম্মত হও আমি এই মূহূর্ত্তেই তোমাকে কারামুক্ত করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করি।

আমি দেখিয়াছি যে আমার কন্যা ইসপিনা. তোমাতে বিশেষ অনুরক্তা হইয়াছে, এক্ষণে তিনি পতি-হীনা এবং তুমিও তাহার আচার ব্যবহার বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছ; অতএব আমার মানস এই যেমন তুমি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া গোপনে তাহার সহিত প্রণয় করিয়াছ এক্ষণে প্রকাশ্য রূপে তাহাকে স্বীয় বনিতা করিয়া আমাদিগের সম্মান রক্ষা কর, এবং আমিও তোমাকে পুত্রের ন্যায় বিবেচনা করিয়া এই অনুমতি প্রদান করিলাম যে তোমরা যাবজ্জীবন সুখসচ্ছন্দে আমার ভবনে কালাতিপাত কর।

কারাবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত যদিও জিয়ানেটোর আকৃতি বিকৃতি হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মহৎবংশে জন্ম হেতু মানসিক মহত্ত্বের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই অথবা ইসপিনার প্রতি তাঁহার প্রণয়প্রবণের কোন ব্যাঘাত জন্মায় নাই। কানরেডোর প্রস্তাবে যদিও তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল

তথাপি তিনি স্বীয় মহানুভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! ধন তৃষ্ণা, বিষয় বাসনা, ক্ষমতাশালী হওয়া অথবা অন্য কোন প্রলোভনে আ-মাকে আপনার বিপক্ষে উত্তেজনা করিতে পারে নাই এবং ভরসা করি ভবিষ্যতে তাহা ঘটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমি আপনার কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রি বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ-ইয়া ছিলাম এবং দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত যদিও তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি তথাপি তাহার অকৃত্রিম প্রণয়ের প্রতি আমার কিছুমাত্র মন মালিন্য হয় নাই এক্ষণেও আমি তাঁহাকে তদ্রূপ প্রেম করিয়া থাকি এবং ভরসা করি উত্তর কালেও তাহা অটল থাকিবে। যদ্যপি আমি গুরুতর দোষে দূষিত হইয়া থাকি কিন্তু তাহা যুবা পুরুষদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য, যেহেতু লোকে এক বার স্বীয় যৌবনকে স্মরণ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে আমার এই অপরাধ কোন রূপে সোচনীয় হইতে পারে কি না। অধিক আর কি বলিব আপনি আমাকেযাহা সম্প্রদান করিতেউদ্যত হইয়াছে আমি সর্ব্বদাই তাহার অভিলাষী, আমি স্বপনেও এক বার ভবিষ্যতে এরূপ ফললাভের প্রত্যাশা করিনাই কিন্তু এক্ষণে শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। অতএব যদি ইহাতে আপনার আর কোন আপত্য না থাকেতবে আমাকে আর আশাপথে নিঃক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থা-কিবেন না বরং আমাকে পুনরায় কারাবদ্ধ করিয়া যথা

কথঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিবেন আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আপনার কন্যার অনুরোধে আপনাকেও যথেষ্ট মান্য ও প্রেম করিব।

কানরেডো তাঁহার ঐ সকল প্রণয়গর্ভ বচন শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মনেং তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়া এই স্থির করিলেন যে তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল ও নির্ম্মল এবং তাঁহার কন্যার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় অকৃত্রিম রূপে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং তদবধি তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় কন্যাকে তথায় আনিতে অনুমতি করিলেন এবং তিনি তথায় উপস্থিত হইলে পরস্পরের সম্মত্যানুসারে সেই স্থানেই তাঁহাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া এই স্থির করিলেন যে এক্ষণে উভয়ের গর্ভধারিণীকে সন্তুষ্ট করা অতীব কর্ত্তব্য, অতএব তিনি ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে স্বীয় বনিতা এবং জামাতা জননীকে তথায় আহ্বান করিয়া বেরিটোলাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাল! যদ্যপি আমার কোন দুহিতার সহিত তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিণেতা অবলোকন কর, তাহা হইলে তুমি কি বল? তিনি কহিলেন, তাহাতে আমার আর কি বক্তব্য আছে, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার নিকটে অধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া

যাবজ্জীবন বাধ্য থাকি এবং বিবেচনা করি আমারে জীব নাপেক্ষা যাহা প্রিয়তর তাহা প্রদান করিয়া আমার নির্ব্বাণোন্মুখ ভবিষ্যৎ আশাকে পুনরোদ্দীপিত করিলে; এই বলিয়া দুঃখ ভার প্রযুক্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় বনিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদি তুমি তদ্রূপ জামাতা প্রাপ্ত হও তাহা হইলে কি তোমার মনে হর্ষোদয় হয় না? তিনি কহিলেন, তাহা বলা বাহুল্য যেহেতু, সে ব্যক্তি ভদ্রই হউক অথবা অভদ্র হউক যদ্যপি তোমার মনোমত হয় আমি তাহা তেই সন্তুষ্ট আছি। কানরেডো কহিলেন আমি ভরসা করি অতি স্বল্প দিবস মধ্যে তোমাকে সুখী করিব।

যখন নববিবাহিত নায়ক নায়িকা কানরেডোর প্রযত্নে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব শ্রী প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি তাঁহা দিগকে উত্তম পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া গাফ্রিডাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! যদি এই অবস্থায় তুমি স্বীয় জননীকে অবলোকন কর, তাহা হইলে তোমার অন্তঃকরণে সাতিশয় হর্ষোদয় হয় কি না। তিনি কহিলেন, মহাশয়! তাহা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য, আর আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না যে মাতা তদ্রূপ যন্ত্রণাভোগ করিয়া এপর্য্যন্ত জীবিতা আছেন; কিন্তু যদ্যপি এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমি তাঁহার সাহায্যে অনায়াসে পূর্ব্ব বিনষ্ট বিষয়াদি পুর্ণপ্রাপ্ত হইতে পারিব এরূপ ভরসা করিতে পারি। তখন কানরেডো তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া উভয় জননীকে তথায় আহ্বান করিলেন

তাঁহারা আগমন মাত্র নব দম্পতি দর্শনে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং বেরিটোলাকানরেডো প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা সত্য সপ্রমাণ করিবার মানসে জিয়ানেটোর প্রতি পুনঃ পুনঃ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বাৎসল্য ভাবের কি মহীয়সী শক্তি তিনি তাঁহাকে নেত্রগোচর করিবা মাত্র তাঁহার শৈশব কালের আকৃতি স্মৃতি পথারূঢ় হওয়াতে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন এবং আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্নেহভরে একেবারে তাঁহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া এতাদৃশ আনন্দিত হইলেন যে তখন তাঁহার কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল না। জিয়ানেটো তাঁহাকে সদাসর্ব্বক্ষণ অবলোকন করিয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত স্বীয় গর্ভধারিণী বলিয়া জানিতে পারেন নাই তৎপ্রযুক্ত অধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; স্বভাবের কি অনির্ব্বচনীয় গতি! তিনি তাঁহাকে স্পর্শ মাত্র চিনিতে পারিয়া স্বীয় অজ্ঞানতাকে নিন্দা করত পরম ভক্তি সহকারে গাঢ় রূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বেরিটোলা মূর্চ্ছিত হইলে কানরেডো পত্নী ও তৎ কন্যা তাঁহাকে সুশীতল বারি প্রদান ও তাল পত্রে বিজন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন পরন্তু তাঁহাদিগের প্রযত্নে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইলে তিনি পুনরায় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মাতৃ স্নেহ প্রকাশক বিবিধ করুণা বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং জিয়ানেটোও তাঁহাকে তদনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি

করেন নাই। এইরূপ তাঁহাদিগের পুনঃ পুনঃ স্নেহসূচক আলাপ শ্রবণে দর্শক গণ কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে এক দৃষ্টে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; যখন তাঁহারা মাতা পুত্রে পূর্ব্ব দুরবস্থা বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন তখন কানরেডো সমাগত বন্ধু দিগের নিকট তাঁহাদিগের সহিত মিলনাবধি স্বীয় কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত অকপটে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এবং তাঁহারাও তচ্ছ্রবনে সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যখন দম্পতির বিবাহোপলক্ষে মহামহৎসব হইতে লাগিল তখন গাফ্রিডাই কানরেডোকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাকে অনেক বিষয়ে সুখী করিয়াছেন এবং আমার জননির প্রতিও সদাচরণ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই, তন্নিমিত্ত আমি ভরসা করি যে আমাদিগের হিতার্থে আপনার ক্ষমতাধীন কোন বিষয়ের অপেক্ষা না থাকে। এক্ষণে আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে আমার সহোদর গাসপিরিনো ভবনে দাসত্বকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে এখানে আনাইয়া উৎসবাদি সুসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু আমার পিতা কিরূপ অবস্থায় আছেন তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সিসিল প্রদেশে একটি দূত প্রেরণ করেন, এবং যদি তিনি জীবিত থাকেন তাঁহার বিশেষ সংবাদ যেন আমাদিগের নিকট ত্বরায় পৌছে।

তাঁহার এই প্রস্তাবে কানরেডো সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ এক দূত জিনোয়া বাসি গাসপিরের নিকটে এবং অপর এক জন সিসিলিতে প্রেরণ করিলেন, জিনোয়া গমন কারি দূত তথায় উপস্থিত হইয়া গাস-পিরের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক তাঁহাকে গাফ্রিডাই এবং তাঁহার দুঃখিনী মাতার অবস্থা বর্ণন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে কানরেডোর এই অনুরোধ যে আপনি কৃপাব-লোকন পূর্ব্বক স্কানিয়াকে তাঁহার ভ্রাতা এবং জননির নিকট পাঠাইয়া দেন। গাসপিরিনো তচ্ছ্রবণে বিস্ময়া বিষ্ট হইয়া কহিল আমি কানরেডোর প্রস্তাবে সর্ব্বতো-ভাবে সম্মত আছি, তুমি যে বালক এবং তাহার মাতার কথা কহিলে তাহারা আমার নিকটে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অবস্থান করিতেছে, কিন্তু তুমি তাঁহাকে কহিবে যেন তিনি অধিক ব্যগ্র না হন, যেহেতু গাফ্রিডাই যাহা কহি-য়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য নহে, কারণ তাহার স্বভাব অতি চঞ্চল। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গো-পনে সেই দাসীকে আহ্বান করিয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে নির্ভয় চিত্তে সমুদায় ঘটনা অকপটে বর্ণন করিল, কারণ সিসিলির বিদ্রোহ ঘটনা শ্রবণে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে আরিগেটো এপর্য্যন্ত জীবিত আছেন। গাসপিরিনো দূতমুখে যাহা শ্রবণ করিয়া ছিল এক্ষণে দাসী প্রমুখাৎ অবিকল তাহা শ্রবণে কি-ঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া তদ্বিষয়ে বহু প্রশংসা করিল, এবং পুনরায় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া যখন দেখিল

যে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই তখন তাহাদিগের প্রতি নিকৃষ্ট ব্যবহার প্রযুক্ত অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিল; অবশেষে স্বীয় দোষক্ষালনের নিমিত্ত স্কাসিয়ার সহিত তাঁহার দুহিতার বিবাহ নির্ব্বাহ করিলেন। সেই বালা অতিসুরূপা এবং তাহারবয়ঃক্রম একাদশবর্ষ অতীত হইয়াছে। তিনি যে কেবল কন্যাসম্প্রদানকরিয়াই সন্তুষ্টহইলেন এমত নহে, কন্যার বিবাহোপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে জতুক রূপে নানা রত্ন অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর স্বীয় কন্যা ও জামতাকে লইয়া সেই দাসী ও দূত সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে যাত্রা করিয়া সল্প সময় মধ্যে লিরিসি উপদ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে কানরেডো কর্ত্তৃক বহু মান পুর্ব্বক সৎকারিত হইয়া একটি সুসজ্জিত অতি মনোহর দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই স্থান তাঁহার অবস্থানের নিমত্তই প্রস্তুত হইয়াছিল।

এখানে বেরিটোলা উভয় সন্তানকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং ভাতৃদ্বয় উভয়ে উভয়কে দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত, অধিকন্তু পরস্পর তিন জনেই তাঁহাদিগের বিশ্বস্তা দাসীকে প্রাপ্ত হইয়া সমধিক হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কানরেডো স্বীয় কন্যার বিবাহোপলক্ষে মহা সমারোহ পুর্ব্বক ভোজের আয়োজন করিয়া তত্রস্থ সমস্ত সম্রান্ত লোক দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও

সানন্দচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া তদুপলক্ষে মহানহর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তত্রস্থ সকলেই যখন পরস্পর সুখালাপনে নিযুক্ত আছেন এমন সময়ে আরি-গেটোর নিকট হইতে দূত প্রত্যাগত হইয়া কহিল যে তিনি এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে সকল বিপদ হইতে পরিত্রান পাইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। চারল্স ভূপতি তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলে যখন সেখানে প্রথম বিদ্রোহ ঘটনা হয় সেই সময়ে তথাকার লোক সকল একত্রী ভূত হইয়া কারাগৃহে গমনপূর্ব্বক প্রহরিগণকে প্রহার করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে মুক্তি প্রদান করে এবং তদবধি তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অভিসিক্ত হইয়া চারল্স ভূপতির প্রধান শত্রু হইয়া উঠিলেন এবং অতি অল্প দিবস মধ্যে প্রজাদিগের সাহায্যে সমরে জয় লাভ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন, সুতরাং তিনি তদবধি পিটরের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে সমুদায় অপহৃত বিষয়াদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে মহা সম্মানের সহিত কাল যাপন করিতে-ছেন। পরন্তু তিনি বহু কালের পর স্বীয়প্রিয়তমা বণিতা ও পুত্র দিগের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বাকপথাতীত; অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে তথায় লইয়া যাইবার মানসে মৎ সমভিব্যাহারে এক খানি ক্ষুদ্র তরি ও কতক গুলিন ভদ্রলোককে প্রেরন করিয়াছেন।

এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কানরেডো বন্ধুদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া নদীকূলে আগমন পূর্ব্বক সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর বেরিটোলা ও গাফ্রিডাইকে এই সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সভায় লইয়াগেলেন এবং অন্যান্য সকলের নিকট তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া সকলের সম্মত্যনুসারে তাঁহাদিগকেও তৎসঙ্গি করিলেন। গাফ্রিডাই ও তাঁহার মাতা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া এতাদৃশ উল্লাসিত হইলেন যে তদ্রূপ কেহ কখন দৃষ্ট গোচর করে নাই। কানরেডো যে কেবল সেই দিবসই বন্ধু বান্ধবাদি পরিজনদিগের সহিত আমোদ করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীয় জামাতাকে প্রমোদিত করিতে ক্রটি করেন নাই। অনন্তর গাফ্রিডাই পিতৃ ভবনে যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলে কানরেডো পরম যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের গমনোপযোগী সমুদায় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াদিলেন এবং তাঁহারাও সসম্মানপূর্ব্বক বিশিষ্টরূপে তাঁহার সৎকার করিয়া তৎপত্নী ও গাসপিরিনোর অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক সকলকে উপযুক্ত অভ্যর্থণা করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সানুকূল বায়ু বহমান হওয়াতে অতী শীঘ্র তাঁহারা সিসিলিতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃচরণ দর্শন করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইতি

সপ্তম উপাখ্যান।

বাবিলন দেশে অসামান্য শৌর্য্যশালী অতি বদান্য বামিনদেব নামে এক জন সুলতান বসতি করিতেন, তৎকালে তাঁহার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ও সৌভাগ্য সম্পন্ন লোক অতি বিরল ছিল। তিনি যদিও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার আলাটিলা নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল, এইরূপ কথিত আছে যে সেই সময়ে আলাটিলা'র তুল্য রূপগুণ সম্পন্না রমনী ভূমণ্ডল মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিলনা এবং কেহ কখন তদ্রূপ রূপ মাধুরী অবলোকন করেন নাই। যখন আরব বাসিদিগের সহিত সুলতানের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় সেই সময়ে আলগার্ব্ব দেশাধিপতি তাঁহাকে সম্পূর্ণ সাহায্য করাতে তিনি সমরে জয় লাভ করিয়াছিলেন, অনন্তর সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে আলগার্ব্বভূপতি তাঁহার কন্যার পানি গ্রহণ করিতে প্রার্থণা করিলেন। সুলতান সকৃতজ্ঞচিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার গমনের অনতিকাল পরেই স্বীয় কন্যাকে তৎসমীপে পাঠাইবার নিমিত্ত একখানি ক্ষুদ্র তরি সুসজ্জীভূত করিতে আদেশ করিলেন এবং

তাহা যথা যোগ্য সুসম্পন্ন হইলে তিনি কতিপয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং রমণী সহিত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে পতি ভবনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পোতে আরোহণ করিলে নাবকিাধ্যক্ষ উপযুক্ত সময় দেখিয়া পালি তুলিয়া দিল এবং বায়ু অনুকুল বহমান হওয়াতে তাঁহারা কতিপয় দিবস নিরুপদ্রবে গমন করিলেন; অনন্তর যখন সারডিনিয়া উপদ্বীপ পার হইয়া তাঁহারা গন্তব্য প্রদেশের নিকটবর্ত্তি হইলেন সেই সময় হটাৎ বায়ু প্রতিকুল বহমান হইয়া এরূপ ঝটিকা হইতে লাগিল যে তাহাতে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদিগের পোত কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইল তাহার কিছুই স্থির হইল না, তদ্দর্শনে সকলেই শঙ্কিত মনে জীবনাশা পরিত্যাগ পুর্ব্বক ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিল। দুই দিবস পর্য্যন্ত তাহারা পোত রক্ষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে সমুদয়ই বিফল হইল যেহেতু ক্রমে ঝটিকা প্রবল হইয়া সমুদ্রে এরূপ তরঙ্গ হইতে লাগিল যে তদ্দ্বারা তরি উৎক্ষিপ্ত নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ভগ্ন প্রায় হইয়া উঠিল। অবশেষে আরোহিগণ অনন্য উপায় ভাবিয়া আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণের মানসে পোত সংলগ্নস্থ ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল; নৌকাস্থ সমস্ত প্রাণিগণ জীবন রক্ষার প্রত্যাশায় উপর্য্যুপরি সেই ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা অধিক লোকের ভার বহনে অসক্ত হইয়া আরোহিসহিত জলমগ্ন হইয়াগেল।

এদিকে অর্ণবযান প্রবল ঝটিকা বেগে তাড়িত হইয়া মেজরকা উপদ্বীপের নিকটস্থ একটা বালুকাময় স্থানে আসিয়া সংলগ্ন হইল, সুতরাং তাহা ঝটিকা কর্ত্তৃক আর সঞ্চালিত হইতে না পারিয়া সেই রজনি তদ্রূপ অবস্থাতেই পতিত রহিল। সেই সময়ে পোতমধ্যে আলাটিলা ও তাঁহার কতিপয় সহচরী ব্যতিত আর কোন আরোহি ছিলনা। কিন্তু তাঁহারা বলবান ঝটিকা দর্শনে এরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান অথবা চৈতন্য ছিলনা, তাঁহারা অজ্ঞানাবস্থাতেই মৃত প্রায় হইয়া তরি মধ্যে পতিতা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমভিব্যাহারিদিগের যে কি অবস্থা হইল তাহার কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে যখন দিবাকর উদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ঝটিকাও ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল তখন আলাটিলা মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক একে২ সকলের নামোল্লেখ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাহাতে কোনফল দর্শিল না তখন ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার কারণ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার সঙ্গিনী সহচরিগণ মণ্ডলাকারে নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে, তদ্দর্শনে কথঞ্চিত আশ্বাসিত হইয়া তাহাদিগকে উঠাইতে চেষ্টা

করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হইল যেহেতু তাহারা সকলেই প্রবল ঝটিকা দর্শনে ভীত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় সহচরিদিগের তদ্রূপ অবস্থাবলোকনে মহা ভীত হইলেন এবং কোন্ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহার কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া একাকী তাহাদিগের সকলের নামোল্লেখ পূর্ব্বক হস্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন, পরন্তু তাঁহার যত্নেতেই হউক অথবা স্বভাব সিদ্ধই হউক সকলে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলে তাঁহার স্পষ্ট প্রতীত হইল যে ইহারাও এই দুর্ঘটনার বিষয় কিছুই অবগত নহে, অবশেষে বহির্গত হইয়া যখন দেখিলেন যে অর্ণবতরী জল পূর্ণ হইয়া একটা বালুকাময় স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে তখন জীবনে হতাশ হইয়া পরস্পর সকলেই বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা ঐ অবস্থায় বেলা দ্বিতীয় প্রহর কাল অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত সমুদ্রকূলে এরূপ এক প্রাণিও দেখিতে পাইলেন না যে ব্যক্তি এই বিপন্নাবস্থায় তাঁহাদিগকে সাহায্য করে। রমনীগন জীব নাশা পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ভাবিতেছেন— এমন সময়ে দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কতিপয় দাস ও সহচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে সমুদ্রকুলস্থ মার্গ দিয়া গমন করিতেছেন; ঐ ব্যক্তির নাম পারিকান, তিনি গমন করিতে করিতে হটাৎ অর্ণব পোত অবলোকন

করিয়া অনায়াসেই তাহার দুর্ঘটনার কারণ অবগত হইলেন এবং তাহাতে কি দ্রব্য আছে তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সমভিব্যাহারি একজন দাসকে প্রেরণ করিলেন। দাস অতি কষ্টে তরিতে আরোহণ করিয়া দেখিল যে কয়েকটি অবলা ভয়াকুলিত চিত্তে তন্নিম্নে লুক্কায়িত আছে। রমনীগণ তাহাকে দর্শন মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পরিত্রাণের প্রার্থণা করিল, কিন্তু দাস তাঁহাদিগের ভাষা অপরিজ্ঞাত থাকতে তাহাদিগের বাক্য কিছুই বুঝিতে পারিল না, তদ্দর্শনে অবলাগণ সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাদিগের দুরবস্থা জানাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ দাস পোত মধ্যে আর অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে স্বীয় প্রভুর নিকটে গমন পূর্ব্বক তৎসংবাদ প্রদান করিল। তিনি শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে কূলে আনিতে আদেশ করিলেন এবং তাহা যথা বিহিত সুসম্পন্ন হইলে এক জন দাসকে এই কহিয়া দিলেন যে তাঁহার সুরক্ষিত দুর্গ মধ্যে উহাদিগকে রক্ষা করে। অনন্তর তিনি স্বয়ং সেই দুর্গ মধ্যে আগমন করিয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদ দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিতে যত্নবান হইলেন; অধিকন্তু তিনি আলাটিলাকে রাজ পরিচ্ছদে ভূষিতা দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে তিনি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা হইবেন, এবং তাঁহার প্রতি তৎসঙ্গিনী দিগের সম্মান প্রদর্শনে তাঁহার ঐ অনুমান দৃঢ়ীভূত হইল। অকস্মাৎ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত যদিও তাঁ-

হার শরীর কৃশ ও বর্ণ-বিবর্ণ হইয়াছিল; তথাপি পারি-কান তাঁহার তৎকালীন রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনেং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যদিস্যাৎ তিনি পরিনেতা হইয়া না থাকেন তাহা হইলে তিনিই উঁহার পানি গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মন্য জ্ঞান করিবেন, অথবা যদি এরূপ ঘটনা সম্ভব পর না হয়, তথাপি তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এই রূপ স্থির সংকল্প করিয়া তিনি অবলার সুশ্রূসার নিমিত্ত দাস দাসী নিযুক্ত করিয়াদিলেন এবং সময়ক্রমে স্বয়ং তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে ত্রুটি করিতেন না; ফলতঃ তাঁহার প্রযত্নে আলাটিলা পূর্ব্বেরন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ দেব কন্যার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তখন পারিকান তাঁহার অসামান্য রূপ লাবন্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া মন্মথ শরে নিতান্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন, বিশেষতঃ অবলার পরিচয় না পাইয়া এবং তদ্দেশীয় ভাষা অনবগত থাকাতে তাঁহার সমধিক পরিতাপ হইতে লাগিল; কিন্তু দিনং অবলার প্রতি তাঁহার প্রণয়ানুরাগ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি তাঁহাকে আপন অধীনে আনিবার নিমিত্ত নানা প্রকার কৌশল ও চাতুরীজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। রমণী স্বীয় সতীত্ব রক্ষণে যত্নবতী হইয়া তাঁহার আত্মতা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং পারিকান স্বীয় প্রণয় পিপাসা নিবারণে অক্ষম হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং যখন দেখিলেন যে অবলা

তাঁহার প্রার্থণা পুনঃ পুন নিষ্ফল করিতে লাগিলেন তখন তিনি ক্রোধোত্তেজিত হইয়া বল পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে মানস করিলেন। চতুরা আলাটিলা তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্ট অবগত হইলেন এবং তাঁহাদিগের আহার ব্যবহারাদি দর্শনে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে তিনি এত দিন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি দিগের সহিত অবস্থান করিতেছেন, তখন বিবেচনা করিলেন যদি তথায় তাঁহার পরিচয় প্রকাশ হয় তাহা হইলে পরিনামে কার্য্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকিবেনা, তৎপ্রযুক্ত স্বীয় সঙ্গিনী সহচরিদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ সখিগণ! যেপর্য্যন্ত না আমরা এই বন্দিভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হই তাবৎ তোমরা প্রাণান্তেও আমার পরিচয় প্রকাশ করিওনা এবং তাহা দিগকে স্ব২ সতীত্ব রক্ষার্থে শিক্ষা প্রদান করিয়া কহিলেন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে স্বীয় পতি ভিন্ন আর কাহাকেও আত্ম সমর্পণ করিব না। সহচরিগণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাকে শত২ ধন্যবাদ করিতে লাগিল এবং অবশেষে তাহারাও প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল আমরা আপন২ ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যত্নের ক্রটি করিবনা।

আলাটিলার প্রতি পারিকানের প্রণয় দিন২ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তিনি ক্রমে প্রবল কামরিপুর বশীভুত হইয়া অনঙ্গ বাণে জর্জ্জরিত হইতে

লাগিলেন, ফলতঃ যখন দেখিলেন যে সাধ্য সাধনায় কোন ফল দর্শিল না তখন নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলপূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে যত্নবান হইলেন। এক দিবস তাঁহার অবগতি হইল যে আলাটিলা সুরাপানে সাতিশয় অনুরক্তা এবং তাঁহার অধিক পরিমানে মদ্য-পান করা অভ্যাস ছিল না যেহেতু তাঁহার দেশীয় নিয়মানুসারে সুরা পান একেবারে নিষেধ ছিল। পারিকান তাহা অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন যে এই অভিসন্ধি দ্বারা তাঁহার মনোরথ পরিপুর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অতঃপর তিনি ছলনা করিয়া এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে আলাটিলার প্রতি তাঁহার প্রণয়ানুরাগ আর কিছু মাত্র নাই; পরন্তু এক দিবস রজণা যোগে তিনি কতিপয় বন্ধু বান্ধবের সহিত তাঁহাকে একটা ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সকলে যথাকালে সমাগত হইলে তিনি বিবিধ প্রকার মদ্য ও ভোজনীয় দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আলাটিলাকে নানা প্রকার সুরা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইতে লাগিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে মিশ্রিত সুরা পানে সাতিশয় মাদকতা জন্মে। আলাটিলা তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস ঘাতকতায় কোন সন্দেহ না করিয়া পরম আমোদ পুর্ব্বক পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার অবস্থার অতিরিক্ত হইলে তিনি মত্ততা প্রযুক্ত পুর্ব্বদুঃখ

বিস্মরণ হইয়া মহা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কতিপয় নিমন্ত্রিত অবলাকে মেজরকা প্রথায় নৃত্য করিতে দেখিয়া তিনিও আত্ম বিস্মরণ পূর্ব্বক আলেকজাণ্ড্রিয়া প্রথায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পারিকান পরম সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন যে তাঁহার বলবতী আশা ফলিত হইবার আর কোন ব্যাঘাত নাই, তখন তিনি তাঁহাকে আরও মিশ্রিত সুরা পানকরাইয়া অধিক মত্ততা জন্মাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাত্রি অধিক হওয়াতে যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণ স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল তখন তিনি অবলার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহার শয়ন গৃহে গমন করিলেন এবং আলাটিলা মত্ততা প্রযুক্ত অজ্ঞানের ন্যায় লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় সহচরী বিবেচনা করিয়া অনায়াসে তাঁহার সম্মুখেই বিবস্ত্রা হইলেন। অনন্তর অবলা শয্যায় গমন করিলে পারিকান তাঁ-হার পশ্চাৎ গমন করিয়া স্বীয় হস্ত দ্বারা তাঁহাকে দৃঢ় রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং অপার স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া তিনি নিরুপদ্রবে ও মনের আনন্দে স্বীয় অভিলাষানুরূপ মদনাহুতি প্রদান করিতে লাগি-লেন। আলাটিলা এক্ষণে পূর্ণ যৌবন সীমায় পাদক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তিনি অনঙ্গ রসে একবারে বঞ্চিত ছিলেন, সুতরাং এক্ষণে তাহার আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখানুভব করিতে লাগিলেন, পরন্তু তিনি যে এপর্য্যন্ত পারিকানের প্রস্তাবে সম্মতা হন

নাই তজ্জন্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া সাতিশয় অনুতাপিত হইলেন এবং তদবধি তিনি নব নায়কের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে ঐরূপ আমোদের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিতেন যদিও তিনি মেজরকা দেশীয় ভাষানভিজ্ঞা প্রযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইতেন না তথাপি ইঙ্গিত দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

যে অবলা রাজমহিষী হইয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক রাজভবনে কালাতিপাত করিবেন এক্ষণে তিনি যে এক জন সামান্য ভদ্রলোকের বনিতা হইয়া কাল যাপন করেন তাহা বিধাতা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক জঘন্য ও নিষ্ঠুর সংসর্গে মিলিত করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়োমান মারাটা নামে পারিকানের অপর এক সহোদর ছিলেন, তিনি এক দিবস ঐ ভুবন-মোহনী সুরূপা কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া মনেং তাঁহার রূপের বহু প্রশংসা করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে যৌবন স্বভাব সুলভ মন্মথ শরের লক্ষ্য হইয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়ানুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার প্রতি অবলার ব্যবহার দর্শনে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি হইল যে কামিনী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্টা নহেন, ফলতঃ আলাটিলাও তাঁহার প্রতি পক্ষ পাতিনী হইয়া মনেং তাঁহার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরন্তু মারাটা

দেখিলেন যে অবলার প্রতি পারিকানের সতর্কতা ও সুরক্ষিতা ব্যতিত তাঁহার সুখ সাধনের আর কোন ব্যাঘাত নাই, তৎপ্রযুক্ত তিনি তাহা নিবারণের উপ-য়াসনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে বাণিজ্য দ্রব্য পূর্ণ একখানি অর্ণব যান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, জিনোয়া বাসি দুই জন যুবা পুরুষ তাহার নাবিকাধ্যক্ষ ছিল, তাহারা সুবায়ুর প্রত্যা-শায় তথায় অবস্থান করিয়া সুবিধার প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। মারাটা অবলা সহিত ঐ পোতে গম-নের ধার্য্য করিয়া কতিপয় অস্ত্র ধারি লোক নিযুক্ত করিলেন এবং যে রূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত একত্র মিলিত হইয়া আলাটিলার ভবনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার প্রতি কাহারও অবিশ্বাস না থাকাতে তিনি অবাধে ভবনা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রজণী ঠিক দ্বিতীয় প্রহর সময়ে লুক্কায়িত বন্ধু দিগকে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। তাহারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রিত পারিকানকে বিনষ্ট করিল এবং অবলাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিল যদ্যপি তুমি কোন গোলযোগ কর তাহা হইলে তোমাকেও শমন ভবনের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। অনন্তর তাহারা কতক গুলিন বহু মূল্য দ্রব্যাদি লইয়া ঐ ঘটনা প্রকাশ হইবার পুর্ব্বে সমুদ্রতীরে যাইয়া উপস্থিত হইল তথায়, মারাটা অবলা সহিত অর্ণব

পোতে আরোহন করিলে বায়ু অনুকূল বহমান হইতে লাগিল, নাবিকাধ্যক্ষ তদ্দর্শনে পালি তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিলে মারটার সমভিব্যাহারি অস্ত্রধারি লোকগণ স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল। এই দ্বিতীয়বার দুর্ঘটনায় অবলা যার পর নাই দুঃখিত হইয়া সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন কিন্তু মারাটা তাঁহাকে বিবিধ সুমধুর বাক্যে শান্তনা করিয়া তাঁহার এরূপ সন্তোষ সাধন করিলেন যে তিনি অবশেষে তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকেও যথেষ্ট প্রেম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তিনি নব নায়কের প্রতি অনুরাগিনী হইয়া সকল দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহার তদ্রূপ দুভার্গ্যেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় দুঃখার্ণবে নিঃক্ষেপ করিতে মানস করিলেন। অবলার সুকোমল কলেবর ও অনুপম রূপ মাধুরী দর্শনে উভয় নাবিকাধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইল, সুতরাং তাহারা স্বীয় কর্ম্মে সিথিল প্রযত্ন হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইল, কিন্তু তাহারা অভিপ্রেত বিষয়ে এরূপ সতর্কতা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিল যে মারাটা তাহাদিগকে কিছু মাত্র সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তাহারা পরস্পরে কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত গোপনে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিল যে তাহারা উভয়ে সমভাবে তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিবে;

কি আশ্চর্য্য। প্রণয়ও বানিয্য ব্যবসায়ের ন্যায় দুই অংশে বিভক্ত হইল। মারাটা তাঁহাকে এরূপ সতর্কতা পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন যে তাহারা তৎপ্রযুক্ত কার্য্যসিদ্ধির কোন সুবিধা করিতে সমর্থ হইল না, অবশেষে তাহারা মারাটাকে নিধন করিতে সংকল্প করিয়া কেবল তাহারই সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এক দিবস সুবায়ুযোগে অর্ণবপোত দ্রুততর বেগে গমন করিতেছে দেখিয়া তিনি কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে পোতের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সমুদ্র দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন এমন সময়ে নাবিকাধ্যক্ষগণ হটাৎ তাঁহার পশ্চাতে গমন করিয়া তাঁহাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অবলা এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনরায় দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং তিনি পূর্ব্ববিনষ্ট পতিকে স্মরণ পূর্ব্বক আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। উভয় নাবিকাধ্যক্ষ তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া বিবিধ মধুর বাক্যে তাঁহাকে শান্ত্বনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না. যেহেতু রমনী তাহাদিগের ভাষা অপরিজ্ঞাত থাকাতে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; পরিশেষে যখন তাহারা দেখিল যে তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছেন তখন তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে তাঁহার সহিত বিহার করিবে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়ে কথান্তর করিতে২ ক্রমে ক্রোধান্ধ হইয়া অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক

পরস্পরে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল, তদ্দর্শনে তরির অন্যান্য নাবিকগণ তাহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিতে আগমন করিবার পূর্ব্বেই তাহারা অস্ত্র যুদ্ধ দ্বারা এক জন তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং অপর ব্যক্তি সাতিশয় আঘাতি হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইল। এই অসম্ভব ঘটনায় অবলার দুঃখানল পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল, অন্য দুইবার অপেক্ষা এই তৃতীয় দুর্ঘটনায় তিনি সাতিশয় বিমর্শ হইলেন, যেহেতু তিনি বিবেচনা করিলেন যে অতঃপর আর তাঁহাকে সাহায্য করিবার কেহই রহিল না তিনি এক্ষণে একাকিনী হইলেন, ফলতঃ তিনি মনে২ এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে নাবিকাধ্যক্ষ দিগের বন্ধুবান্ধবাদির ক্রোধে পতিত হইলে আর কোন রূপেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইবেনা। কিন্তু আঘাতি ব্যক্তির সানুনয়ে এবং তাঁহাদিগের শীঘ্র শিনাজা নগরে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার জীবন নাশের আশঙ্কা দূরীভূত হইল।

অনন্তর তিনি আঘাতি নাবিকাধ্যক্ষের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে একটি প্রকাশ্য পান্থশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং তথায় অবস্থান হেতু ক্রমে তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৌরভ নগর মধ্যে প্রচার হইতে লাগিল। এই সময়ে মেরিয়া দেশের রাজ পুত্র অকস্মাৎ তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং লোক পরম্পরায় আলাটিলার রূপের সুখ্যাতি তাঁহারও কর্ণ

গোচর হইল। তিনি শ্রবণ মাত্র তাঁহাকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত অতি মাত্র ব্যগ্র হইলেন, পরিশেষে তিনি নয়নের পরমানন্দ দায়িকা সেই অবলাকে নিরীক্ষণ করিয়া এরূপ মোহিত হইলেন যে তদবধি তাঁহার সেই কামিনীর চিন্তা ব্যতিত আর কিছুই ছিলনা। পরন্তু তথায় অবলার আগমন বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি কেবল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত উপায়ানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আঘাতি নাবিকাধ্যক্ষের বন্ধু বান্ধবাদি আত্মীয় স্বজনগণ তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ অবলাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিল এবং তিনিও অবলাকে ও অবলা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, যেহেতু কামিনী এক্ষণে ভাবিলেন যে তিনি রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। রাজ পুত্র যদিও তাঁহাকে কখন দর্শনও তাঁহার বিষয় শ্রবণ করেন নাই কিন্তু তাঁহার ব্যবহারাবলোকনে তিনি অনুমান করিলেন বোধ হয় ইনি কোন মহৎ বংশে উৎপন্না হইয়া থাকিবেন, ফলতঃ তিনি তদবধি অবলাকে নায়িকা জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে স্বীয় বনিতার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। অবলা পূর্ব্ব দুঃখ ও যন্ত্রণাদি স্মরণ করিয়া যখন দেখিলেন যে তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় পরম সুখী হইয়াছেন, তখন অন্য চিন্তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সদাই সন্তোষ লাভে যত্নবান হইলেন, সুতরাং তৎসঙ্গে তাঁহার রূপলাবন্যও অনেক অংশে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল

এবং তদবধি সেই প্রদেশ বাসি সকল লোকেই কেবল তদ্বিষয়িণী কথোপকথন করিত।

ক্রমে অবলার সৌন্দর্য্যখ্যাতি সমুদায় রুম রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইলে রাজ পুত্রের কুটম্ব আথেন্সবাসি ডিউক তাঁহাকে দর্শন করিতে অত্যন্ত সমুৎসুক হইলেন তিনি রূপে কন্দর্পকে ও পরাক্রমে প্রায় সকলকেই পরাজয় করিয়াছেন। এক দিবস রাজ পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবারছলে তিনি কতক গুলিন ভদ্র লোক সমভিব্যাহারে সিনাজা নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায়রাজপুত্র কর্ত্তৃক বহুমান পুর্ব্বক সৎ-কারিত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। কএক দিবস পরে তিনি অবলার অনুপম রূপের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার যেরূপ খ্যাতি প্রকাশ হইয়াছে তাহা কি সত্য? তিনি কহিলেন তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, যদ্যপি তোমার বিশ্বাস না হয় আপন চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া মনের সন্দেহ নিবারণ কর। ডিউক কহিলেন তবে আর আমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে বিলম্ব করিওনা এই বলিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন অনুরোধ করাতে, তাঁহারা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া আলাটিলার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, অবলা তাঁহাদিগকে দর্শণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথোচিত সমাদর ও সৎকার করিলেন; অবলা তাঁহাদিগের ভাষা অপরিজ্ঞাত থাকাতে যদিও তাঁহারা

তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না কিন্তু তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া কাষ্ট পুত্তলিকার ন্যায় এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, বিশেষতঃ ডিউক তাঁহাকে অবোলোকন করিয়া ভাবিলেন বোধ হয় ইনি মানবী নহেন কোন দেবকন্যা ছলনা করিতে আগমন করিয়াছেন। যাহাহউক তিনি অবলাকে পুনঃ পুন দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না, অবশেষে তিনি এরূপ বিমোহিত হইলেন যে আর তাঁহাকে নেত্রের বহির্ভূত করিতে ইচ্ছা হইলনা, সুতরাং রতি পতিও সময় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি ফুলবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে রমনীর নিকট হইতে বিদায় হইলে ডিউক নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন রাজপুত্র ঐ সুরূপা কামিণীকে প্রাপ্ত হইয়া পৃথীবি মধ্যে একজন পরম সুখী হইয়াছেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে আমার যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না কেন, আমি রাজ পুত্রকে এই অপার সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া অবলাকে হরণ করিব। তিনি মন্মথ বাণে ব্যথিত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয় শীঘ্র সুসিদ্ধ করিবার মানসে ধর্ম্মে ও মানে জলাঞ্জলি প্রদান পুর্ব্বক তৎকর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত উপায়ানু সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস তিনি রাজ পুত্রের কোন ভৃত্যের সহিত

সন্ধি করিয়া গোপনে এই আদেশ করিলেন যে হটাৎ প্রস্থানের নিমিত্ত আমার অশ্ব ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যেন সত্বরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনি সেই রজনীযোগে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এক জন বন্ধুর সহিত গোপন ভাবে রাজ পুত্রের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন যে অবলা গাঢ় নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন আছেন এবং রাজপুত্র সমুদ্রের দিকে একটি গবাক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রীষ্মজনিত ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত বিবস্ত্রে দাণ্ডায়মান আছেন। ডিউক সমভিব্যাহারি বন্ধুকে কিকি কার্য্য করিতে হইবে তদুপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে গবাক্ষ দ্বারের নিকটে গমন করিলেন এবং নির্দ্দোষী রাজ পুত্রকে স্বীয় হস্ত স্থিত তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিলেন। রাজ বাটী অতি উচ্চ ও সমুদ্র তীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং যে গবাক্ষ দ্বারে রাজ পুত্র দাণ্ডায় মান ছিলেন তাহার নিম্ন ভাগ দিয়া কোন লোকের গতায়াত ছিলনা, অধিকন্তু সেখানে কতক গুলিন জীর্ণ অট্টালিকা পতিত হওয়াতে লোক সমাগম আরও বিরল হইয়াছিল, ডিউক তদ্দর্শনে মনে২ স্থির করিলেন যে এই স্থানে মৃত দেহ নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র কাহার দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে ডিউকের সমভিব্যাহারি বন্ধু এক গাছি রজ্জু লইয়া পুর রক্ষী সিরাসিকে আলিঙ্গন ছলে এমনি দৃঢ় রূপে তাহার গলদেশে প্রদান

করিল যে তদ্দ্বারা তাহার চিৎকার করিবার পথ একেবারে অবরোধ হইল এবং ডিউক তাহাকে সাহায্য করিতে আগমন করিয়া রাজপুত্রের নিকটে নিক্ষেপ করিলেন

এই নিষ্ঠুর কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে অবলা কিম্বা অন্য কেহই এই ব্যাপার জানিতে পারে নাই, তখন ডিউক একটি আলোক হস্তে আলাটিলার শয্যার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা আছেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া নিমেষশূন্য নয়নে অতি আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহার আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রেমোন্মত্ত চিত্তে আপন দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরেই তাঁহার শয্যায় গমন করিলেন এবং অবলাও তাঁহাকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া সানন্দ মনে গ্রহণ করিলেন। ডিউক তাঁহার নিকটে ক্ষণকাল শয়নের পর আপন লোকদিগকে অনুমতি করিলেন যে শীঘ্র অবলাকে এস্থান হইতে স্থানান্তর কর, কিন্তু সাবধান এই কার্য্য এমনি সতর্কতাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবে যেন অবলার চিৎকার করিবার কোন পথ না থাকে। অনন্তর তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে তিনি যে গুপ্ত দ্বার দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অবলাকে ঘোটকে আরোপন পূর্ব্বক এথন্সাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার বিরাহিত বণিতা থাকাতে তিনি বিবেচনা

করিলেন যে অপহৃত অবলাকে তথায় লইয়া যাওয়া কখন সম্ভব হইতে পারেনা; পরন্তু তিনি সমুদ্র তীরস্থ একটি পল্লিগ্রামে যাইয়া স্বীয় বৃক্ষ বাটীকায় অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তথায় দুর্ভাগা অবলা কারা গৃহে আবদ্ধ থাকার ন্যায় অতি গোপন ভাবে মনের দুঃখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রাতঃকালে রাজপুত্রের ভৃত্যগণ বেলা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত অপেক্ষা করিল, এবং যখন তাঁহার কিছু মাত্র শব্দ কিম্বা প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে তথায় কেহই নাই; কিন্তু তাহারা অনুমান করিল যে তিনি অবলাকে লইয়া কোন স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকিবেন এবং তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা তদ্বিষয়ে আর কোন অনুসন্ধান করিল না। পরদিবস প্রাতঃকালে ঘটনা ক্রমে এক জন পাগল যেখানে রাজপুত্র ও তাঁহার ভৃত্যের মৃত দেহ পতিত ছিল সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, সেই ব্যক্তি ভৃত্যের গলদেশ লগ্ন রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে আপন সমভিব্যাহারে টানিয়া লইয়া গমন করিতে লাগিল। সেই মৃত দেহ দর্শনে কতকগুলিন লোক তাহাকে চিনিতে পারিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ক্ষিপ্তকে কহিল, তুমি এই দেহ কোথায় পাইলে আমাদিগকে সেইস্থান দেখাইয়া দাও। ক্ষিপ্ত তদনুসারে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রদর্শন করিলে

তাহারা তথায় রাজপুত্রের মৃত দেহ দর্শনে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল। অনন্তর ঐ অশুভ ও হৃদয় বিদারক সমাচার রাজ্য মধ্যে প্রচার হইলে আবাল বৃদ্ধ ও নগরবাসী সকল লোকেই হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল, রাজপরিবারগণ ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া হা রাজপুত্র! এই শব্দে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল ফলতঃ তৎকালে রাজ্য মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিলনা যে রাজপুত্র বিরহে রোদন করে নাই। পরিশেষে রাজ্যস্থ সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক একত্রীভূত হইয়া মহা সমারোহ পুর্ব্বক তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন পুর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে কোন্ ব্যক্তি এই নিষ্ঠুর কর্ম্ম সাধন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ডিউককে তথায় অবলোকন না করিয়া অনুমান করিল যে তিনিই এই কর্ম্ম করিয়া অবলা সমভিব্যাহারে গোপনে প্রস্থান করিয়াছেন। ঐ অনুমান বিচার সিদ্ধ হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের ভ্রাতাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক কহিল আমরা সকলে এক বাক্য হইয়া কহিতেছি যে আপনি ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া এখনি রণ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত নরাধমের উপযুক্ত প্রতি হিংসা করুণ, আমাদিগের যত দূর সাধ্য আপনার সাহায্য করিতে যত্নের ত্রূটি করিবনা। নব ভূপতি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে ইহারা যে কথা কহিতেছেন তাহাতে আর কোন অন্যথা নাই নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ডিউক্ এই কর্ম্ম করিয়াছেন,

তখন তিনি স্বীয় কুটম্ব, বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য যাবতীয় প্রজাবর্গকে একত্রীভূত করিয়া অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ডিউকের বিপক্ষে গমন করিলেন; তিনিও এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনেক রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোক ডিউকের সাহায্যে গমন করিলেন তন্মধ্যে কানষ্টানটিনোপেল ভূপতির পুত্র কানষ্টানটাইন ও তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ইমানুএল বহু সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সাহায্যে গমন করিলেন। তাঁহারা ডিউক কর্ত্তৃক মহা সম্মান পূর্ব্বক সৎকারিত হইলেন অধিকন্তু ডিউক বনিতা তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক সৎকার করিলেন কারণ তিনি কানষ্টানটাইনের ভগিনী ছিলেন।

তদনন্তর যখন দিন দিন সমরোদ্যোগ বলবান হইতে লাগিল তখন ডিউক পত্নী স্বীয় ভ্রাতাকে নিকটে আহ্বান করিয়া সাশ্রুপূর্ণ নয়নে যুদ্ধ বিবরণ প্রকাশ করিয়া কহিলেন আমি সেই কামিনীর নিমিত্ত নানা প্রকারে অবমানিত হইতেছি এবং তাহাকে এরূপ নিভৃত স্থানে লুক্কাইত করিয়া রাখা হইয়াছে যে কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারেনা। এই বলিয়া তিনি বারম্বার অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনয় বচনে কহিলেন ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমি যাহাতে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ হই তাহার উপায় কর। কানষ্টানটাইন ও ইমানুএল ঐ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আর অধিক কথা উত্থাপন না করিয়া তাঁহারা নানা প্রকার প্রবোধ

বচনে ভগিনীকে সান্ত্বনা করিলেন। নানা স্থানে আলাটিলার রূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং তৎসাধনের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহারা ডিউকের নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন তিনি তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক এক ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তাঁহাদিগের উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া যে উদ্যানে আলাটিলা অবস্থান করিতে ছিলেন তথায় গমন করিলেন। কনেষ্টানটাইন অবলার সহিত একত্রে উপবেশন মাত্র তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আহা! কি চমৎকার রূপ মাধুরি! এ রূপ দর্শন করিলে কাহার মনে না বৈরাগ্যের উদ্রেক হইয়া থাকে আমিত কখন ইহার ন্যায় সুন্দর ও মনোহর বস্তু নয়ন গোচর করি নাই; ডিউক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, যিনি ইহার নিমিত্ত নীচ অথবা বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিবেন তাঁহার সেই দোষ অবশ্য ক্ষমা করা যাইতে পারে। তিনি যত তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করেন ততই তাঁহার আনন্দ ও আশ্চর্য্য বর্দ্ধমান হইতে লাগিল, অবশেষে তাঁহারও ডিউকের ন্যায় অবস্থা ঘটিয়া উঠিল; যে হেতু তিনি তথা হইতে বিদায় হইয়া সমর চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি রূপে অবলাকে ডিউকের

নিকট হইতে হরণ করিবেন তৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে মৃত রাজপুত্রের ভ্রাতা মহা সমারোহ পূর্ব্বক অগম্য সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে ডিউকের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ডিউক ও কনেষ্টানটাইন অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার আগমন পথ অবরোধ করিবার মানসে আথেন্স হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কনেষ্টানটাইন অবলার প্রতি প্রণয়ানুরক্ত হইয়া সৈন্য মধ্যে কএক দিবস অবস্থান পূর্ব্বক কেবল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে কার্য্য সিদ্ধ হইবার এই উপযুক্ত সময়, যে হেতু ডিউক এক্ষণে তথায় অনুপস্থিত আছেন। তিনি এই রূপ ধার্য্য করিয়া অত্যন্ত পীড়ার-ছল করিলেন এবং ডিউকের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক ইমানুএলের প্রতি যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় ভগিনীর নিকট গমন করিয়া তৎপ্রতি ডিউকের অত্যাচার ও হতাদরের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন যদি তুমি সম্মত হও আমি অবলাকে স্থানান্তরে লইয়া তোমাকে সকল যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করি। ডিউক পত্নী তৎ শ্রবণে বিবেচনা করিলেন যে তিনি তাহার উপকারের নিমিত্তই এই রূপ করিতে যত্নবান হইয়াছেন এবং তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন তুমি ঐ কার্য্য এরূপ সতর্কতা পূর্ব্বক সম্পাদন করিবে যেন ডিউক আমার প্রতি কোন দোষা

ল্লোপ করিতে না পারেন এবং তাহা হইলেই আমার যথার্থ উপকার সাধন করা হয়। কনেষ্টানটাইন তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরি সুসজ্জিত করিলেন এবং তাহা গোপন ভাবে সেই উদ্যানের নিকটে প্রেরণ করিয়া তদারোহি লোকদিগকে কি করিতে হইবে তাহার শীক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপরে স্বয়ং অপর কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে অবলার ভবনে প্রবেশ করিলে তিনি মহা সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে সৎকার করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে উদ্যান মধ্যে উভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাকে সমুদ্র তটস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে আনিয়া এই ছল করিতে লাগিলেন যেন ডিউকের কোন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছেন; পরন্তু তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে কনেষ্টানটাইন অবলাকে আক্রমণ পূর্ব্বক তরি মধ্যে লইয়া অন্যান্য লোকদিগকে কহিলেন যদি তোমরা জীবনের প্রত্যাশা কর তবে ইহাতে কিছু মাত্র বাক্য প্রয়োগ করিওনা আমি যে অবলাকে হরণ করিবার মানসে এইকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা জ্ঞান করিওনা কেবল আমার ভগিনী ডিউক পত্নীর ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত আমি এই কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ করিয়াছি। তাঁহার এই বাক্যে কেহ কোন প্রত্যুত্তর করিতে সমর্থ হইল না, সুতরাং তিনি নির্বিঘ্নে নৌকাতে আরোহন করিয়া তাহা খুলিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। নাবিকগণ তাঁহার আদেশানুসারে এরূপ বল পূর্ব্বক ভার বহন

করিতে লাগিল যে তাহারা তৎপরদিবস প্রাতঃকালে ইজ্রিনা নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা নৌকা হইতে অবরোহণ করিলে কনেষ্টানটাইন অবলাকে লইয়া পরম সুখে তাঁহার সহিত সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া কাইরাস নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি পিতার ভয়ে ও পাছে অন্য কেহ অবলাকে তাঁহার নিকট হইতে অপহরণ করে এই আশঙ্কায় একটি নির্জ্জন অথচ সুরক্ষিত স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবলা তাঁহার সহবাসে যদিও কএক দিবস অসুখী হইয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময়ে তুরস্ক দেশাধিপতি আসবেক দৈবাৎ ইসমিরিনা দেশে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে কনেষ্টানটাইন একটি পরমা সুন্দরী অবলাকে অপহরণ করিয়া কাইরাস উপদ্বীপে তাঁহার সহিত একত্রে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত কোন সেনা কিম্বা অস্ত্রধারি লোক নিযুক্ত না করিয়া একাকী মাত্র তথায় কালাতিপাত করিতেছেন। আসবেকের সহিত তত্রস্থ সম্রাটের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত তৎ-প্রযুক্ত তুরস্কাধিপতি তাঁহাকে সাতিশয় দ্বেষ করিতেন, এক্ষণে ঐ অবলা ঘটিত সংবাদ শ্রবণে তিনি এক দিবস রজনীযোগে গোপন ভাবে কতকগুলিন যুদ্ধ তরি প্রস্তুত

করিয়া তদ্দারোহনে কাইরাস উপদ্বীপে উপস্থিত হই-লেন এবং তথাকার লোক সকল তাঁহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইবার পুর্ব্বে তিনি হটাৎ সকলকে আক্রমণ পূর্ব্বক কতকগুলিনকে বিনাশ করিলেন; অবশেষে সমস্ত দ্বীপ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া বিলুংঠিত অব্যাদি ও বন্দিদিগকে নৌকাতে আরোপন করিয়া ইসমিরনা দেশে পুর্ণযাত্রা করিলেন। তথায় ইপস্থিত হইলে তিনি বন্দিদিগের মধ্যে আলাটিলাকে নীরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে ইনিই কনেষ্টানটাইনের রমণী, তৎপ্রযুক্ত তিনি মহান আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় বনিতা পদে গ্রহণ করিলেন; তদবধি অবলা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কিছু দিবস পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা উপস্থিত হইবার পুর্ব্বে সম্রাট কাপাডোসি-য়াধিপতি বাসানোর সহিত সন্ধি স্থাপনে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ ভূপতি অন্য দিকে আসবেকের বিপক্ষে ও আসবেক তাঁহার বিপক্ষে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে সম্রাট স্বীয় পুর্ব্বের অবস্থা শ্রবণে সন্ধি সংস্থাপনাদি অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসানোকে শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু এদিকে তিনি স্বীয় কা-র্য্যোপলক্ষে কোন কারণ বশতঃ তাঁহার বিপক্ষে গমন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আসবেক ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কতকগুলিন সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং বীর্য্য-বান ঐ উভয় ভূপতি তাঁহার বিপক্ষে আগমন করিবার

পূর্ব্বেই তিনি স্বীয় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের হস্তে অবলাকে রক্ষা করিয়া কাপাডোসিয়াধিপতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল তাঁহারা উভয়ে তুমুল সংগ্রাম করিয়া আসবেক সেই যুদ্ধে বিনষ্ট হইলেন।

বাসানো সমরে বিজয় লাভ করিয়া ইসমিরিনা দেশে উপস্থিত হইলে তথাকার সকলেই তাঁহার নিকটে নত শির হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। এদিকে আসবেকের ভৃত্য আর্ণ্টিওবাস অবলাকে পরম রূপবতী দেখিয়া স্বীয় প্রভুর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে সিথিল প্রযত্ন হইল এবং যদিও তাহার বার্দ্ধক্যাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল তথাপি সে তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রণয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। ঐ ভৃত্য অবলার ভাষা অবগত ছিল তৎপ্রযুক্ত আলাটিলা সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন কারণ তিনি এতকাল কেবল বধিরাবস্থায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। ইহাতে আর্ণ্টিওকাসের মানস সিদ্ধির আরও সুবিধা হইয়া উঠিল; এবং যখন তাহার প্রভু যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন তখন সে সময় প্রাপ্ত হইয়া অবলার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় অভিলষিত বিষয়ে এরূপ সাফল্য লাভ করিল যে অতি অল্প দিবস মধ্যে তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর সে আসবেকের মৃত্যু ও বাসানো তাহার নিকট আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কতক-

গুলিন বহু মূল্য দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক অবলা সমভিব্যাহারে গোপন ভাবে রোডাস উপদ্বীপে প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইবার কিছু দিবস পরে আণ্টিওকাস সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইল এবং তথায় সাইপ্রাস উপদ্বীপিয় কোন ভদ্র লোকের সহিত তাহার বন্ধুতা হইয়াছিল। এক্ষণে সে আপনার অন্তকাল উপস্থিত দেখিয়া বন্ধু হস্তে স্বীয় বিষয়াদি প্রদান ও অবলার ভারার্পণ করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, আমার এই শেষ দশা উপস্থিত তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি, যে হেতু আমি জীবনের এই বর্ত্তমানাবস্থাতে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার মনে প্রবোধ প্রদানের এই এক সম্পূর্ণ পথ আছে যে আমি যাহাদিগকে পৃথীবির সকল অপেক্ষা ভাল বাসি এক্ষণে তাহাদিগের ক্রোড়ে আশিয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করিব। ফলতঃ আমি এই কামিনীকে দর্শনাবধি আপন প্রাণ অপেক্ষাও ইহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়াছিলাম এবং আমার এই পীড়িতাবস্থায় আমি ইহাকে আশ্রয় ও বন্ধু বিহীন স্থানে নিক্ষেপ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইতাম কিন্তু তুমি উপস্থিত থাকাতে আমার সেই আশঙ্কা দুরীভূত হইয়াছে, যে হেতু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তুমি যে রূপ আমাকে যত্ন করিতে এক্ষণে তদ্রূপ করিয়া সদাসর্ব্বক্ষণ ইহাঁর তত্ত্বাবধান করিবে। অতএব আমার প্রার্থনা

এই যে তুমি এক্ষণে আমার সমুদয় বিষয় বিভবাদি ও এই অবলার ভার গ্রহণ করিয়া আমার পরিত্যক্ত আত্মাকে সন্তুষ্ট কর এবং অবলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল প্রিয়ে! ভরসা করি তুমি আমাকে কখন বিস্মৃত হইবেনা এবং আমি লোকান্তর গমন করিয়া মনকে এই বলিয়া প্রবোধ প্রদান করিব যে পৃথিবি মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুরূপা কামিনী আমাকে সাতিশয় প্রেম করিতেন- এই দুই বিষয়ে তোমরা প্রতিশ্রুত হইলেই আমি সন্তুষ্টচিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করি।

তাহার এই রূপ প্রণয় গর্ভ বচন শ্রবণে বণিক ও অবলা উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহারা তাহার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিলে, আণ্টিওকাস পরক্ষণেই জীবন পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে তাঁহারা নিতান্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহার অন্তেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বণিক বন্ধুর বিষয়াদি যথাযোগ্য রূপে বন্দবস্ত করিলেন এবং স্বদেশ গমনের ইচ্ছা করিয়া তিনি অবলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি? তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার সহিত গমন করিতে মানস করি কিন্তু ভরসা করি যেমন তোমার বন্ধু আমাকে সম্মান করিতেন তদ্রূপ তুমিও আমাকে স্বীয় ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিবে। বণিক কহিলেন আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিব এবং যাবৎ আমরা গাই-

প্রাস উপদ্বীপে উপস্থিত না হই তাবৎ তোমাকে সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব, কিন্তু আমার এই ইচ্ছা যে তুমি আমার ভগিনী পরিচয় না দিয়া বনিতা রূপে ব্যক্ত কর। অবশেষে তাঁহারা একখানি অর্ণব পোতে আরোহণ করিয়া সল্প দিবস মধ্যে সাইপ্রাস উপদ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা আন্টিওকাসের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা বিস্মরণ পূর্ব্বক বাফা নগরে উপস্থিত হইয়া উভয়ে পতি পত্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আন্টিগানো নামে এক জন ভদ্র লোক কোন কার্য্য বশতঃ ঘটনা ক্রমে বাফা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি বার্দ্ধক্য সীমায় পদার্পণ করিয়া ধনাপেক্ষা জ্ঞানকেই অত্যন্ত যত্ন করিতেন, কারণ তিনি সাইপ্রাস উপদ্বীপিয় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়াছেন যে তথাকার ধনাধিপতি তাঁহাকে নিতান্ত বাম, এ প্রযুক্ত তিনি কখন অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেননা। একদা বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে আরমিনিয়া প্রদেশে গমন করিলে আন্টিগানো ঘটনা ক্রমে আলাটিলার বাস ভবনের নিকট দিয়া গমন করিতেং হটাৎ তাঁহাকে গবাক্ষ দ্বারে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে বিশেষ রূপে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার এই রূপ স্মরণ হইতে লাগিল যেন তিনি তাঁহাকে কোন স্থানে অবলোকন করিয়াছেন, কিন্তু কোথায় তাহার কিছু স্থির নিশ্চয় করিতে পারি

তেছেনন। আলাটিলাও তাঁহাকে দর্শন মাত্র জানিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহাকে স্বীয় পিতৃ ভবন আলেকজানগ্রিয়াতে তাঁহার পিতার অধীনে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছেন এক্ষণে অবলা তাঁহার সাহায্যে এবং পরামর্শে পূর্ব্ব অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার ভরসায় তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি অবলার নিকটে উপস্থিত হইলে অবলা তাঁহাকে সনম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে যে তুমি ফামাগাষ্টা নিবাসি আটিগানো। তিনি কহিলেন হাঁ, আপনি যথার্থ অনুভব করিয়াছেন কিন্তু আমি যে আপনাকে কোথায় অবলোকন করিয়াছি তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিনা; অতএব যদি আপনার কোন আপত্য না থাকে তবে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া আমার সন্দেহ দূর করুণ।

অবলা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া যখন দেখিলেন যে ইনিই সেই ব্যক্তি তখন সাতিশয় শোকাকুলিত চিত্তে তাঁহার কণ্টদেশ ধারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন তুমি কি আমাকে কখন আলেকজানগ্রিয়া নগরে অবলোকন কর নাই! এই কথা শ্রবণ মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আলাটীলা বলিয়া অবগত হইলেন; কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তিনি জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আটিগানো তাঁহাকে সুলতানের কন্যা বলিয়া জ্ঞাত হওয়াতে মহা সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে

উপযুক্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইলেন; কিন্তু অবলা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া আপন নিকটে বসাইলেন। তিনি অবলা সমীপে উপবিষ্ট হইয়া বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, মাতঃ! আপনি এতকাল কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এক্ষণেই বা কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন? আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম এবং সকলেই এই রূপ কহিয়া থাকে যে আপনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অবলা কহিলেন আমি যেরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, তাহাপেক্ষা আমার জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু হইলে আমি আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতাম এবং বোধ করি পিতা সেই বিষয় অবগত হইলে তাহাই উচিত বিবেচনা করিবেন, এই বলিয়া তিনি অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আণ্টিগানো তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শান্তনা বাক্যে কহিলেন, আপনি এত উতলা হইতেছেন কেন? কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন, বোধ হয় কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে, যাহা হউক এক্ষণে ভরসা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনার সকল দুঃখ নিবারণ হইবে। অবলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আণ্টিগানো! আমি তোমাকে দর্শন মাত্র বিবেচনা করিয়াছিলাম যেন আমার পিতাকেই অবলোকন করিলাম, অতএব তোমার প্রতি আমার সেই ভাব উপস্থিত হওয়াত আমি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা

করিয়া তোমার নিকট সমুদায় গুপ্ত কথা প্রকাশ করিব এই সময়ে আমি তোমা ভিন্ন এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইনা যাহার নিকট হইতে সৎ পরামর্শ গ্রহণ করি, তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যদ্যাপি আমার ইতিহাস শ্রবণে তোমার এরূপ ভরসা হয় যে কোন কৌশলে আমি পুর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহা হইলে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আমার কোন আপত্য নাই; কিন্তু যদ্যপি বিবেচনা কর তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তবে আমার এই প্রার্থনা যে তুমি লোক সমাজে কখন আমার বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিওনা যে তুমি আমাকে অবলোকন কিম্বা আমার কথা শ্রবণ করিয়াছ।

এই রূপ ভূমিকা করিয়া অবলা তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা প্রকাশ করিয়া কহিলে আণ্টিগানো তাহা শ্রবণ করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে এত দিনের পর তোমার দুঃখের অন্ত হইয়াছে; যদিও তোমার এতাদৃশ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ তোমার পরিচয় অবগত হইতে পারে নাই এস্থলে আমার এরূপ ভরসা হইতেছে যে তুমি অতি শীঘ্র পুর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পিতার অত্যন্ত প্রিয় পাত্রি হইবে এবং অবশেষে আলগার্ভ দেশাধিপতি ও তোমাকে আপন বনিতা রূপে গ্রহণ করিবেন। অবলা তৎশ্রবণে কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ

করিয়া তাহা কি রূপে সম্পাদিত হইবে তদ্বিষয় অবগত হইতে মানস করিলে তিনি তাহার সদুপায় বলিয়া দিলেন এবং তৎসাধনে আর বিলম্ব করা অবিধেয় বিবেচনায় তিনি অতি সত্বরে ফামাগাষ্টা নগরে আগমন পূর্ব্বক রাজ সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন। আমি আপনার অধীনে কর্ম্ম করিয়া আপনার নিমিত্তই নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছি এবং তাহাতে আপনার এক কপর্দ্দকও ব্যয় বাহুল্য হয় নাই এক্ষণে আমি আপনার নিকটে অবসর প্রার্থনা করি। রাজা তৎশ্রবণে কহিলেন আন্টিগানো! তুমি কি ভাবে কথা কহিতেছ? আন্টিগানো কহিলেন, মহারাজ! সুলতানের কন্যা আলাটিলা সম্প্রতি বাফা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এই রূপ জন প্রবাদ ছিল যে তিনি জল মগ্ন হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত অপার ক্লেশ ভোগ করিয়া এক্ষণে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন অতএব তাঁহার এই ইচ্ছা যে তিনি পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করেন। তন্নিমিত্ত আমি প্রার্থনা করিতেছি যে মহারাজ ইহার কোন উপায় করিয়া আমার সমভিব্যাহারে তাঁহাকে স্বীয় পিতৃ ভবনে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আপনার অত্যন্ত সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং আমরাও যৎপরনাস্তি উপকার করা হয়, অধিকন্তু সুলতান আপনার এই অনুগ্রহ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না রাজা মহান সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া

তৎক্ষণাৎ মহা সমারোহ পূর্ব্বক আলাটিলাকে ফামাগাষ্টা নগরে আনাইলেন, তথায় তিনি রাজা ও রাজ্ঞী কর্ত্তৃক মহা সম্মানিত হইয়া যখন * স্বীয় দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন তখন তিনি আন্টিগানো কর্ত্তৃক যে রূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকটে সেই রূপ পরিচয় প্রদান করিলেন।

কিছু দিবস পরে আলাটীলা স্বদেশ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা ও রাজ্ঞী পরম সন্তোষ সহকারে তাঁহাকে কতিপয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং স্ত্রী সমভিব্যাহারে সুলতান সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন; তথায় তাঁহারা উপস্থিত হইলে সুলতান পরিবারগণ যে তাঁহাদিগকে কি রূপ সৎকার করিয়া ছিলেন তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। অনন্তর তাঁহারা পথ শ্রান্তি দূর করিলে সুলতান স্বীয় কন্যার জীবন বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এতকাল কোন্ স্থানে এবং কি রূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছ? এ পর্য্যন্ত তোমার বিষয়ে আমরা একটি কথা মাত্র ও শ্রবণ করি নাই। আলাটিলাকে স্বীয় পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত আন্টিগানো যে রূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনি তাহাই স্মরণ করিয়া নিম্ন লিখিতানুসারে পিতার নিকটে কহিতে লাগিলেন। তাত! আপনার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বিংশতি দিবস পরে একদা রজনীতে আমাদিগের তরি ভয়ানক ঝটিকা মুখে পতিত হইয়া একটা বালুকাময় স্থানে সংলগ্ন হয়, কিন্তু তদারোহি

অন্যান্য মানবগণ যে কোথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগের কি রূপ অবস্থা ঘটিল তাহা কিছুই অবগত হইতে পারি নাই, তখন প্রবল ঝটিকা দর্শনে আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে অথবা আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই। আমার এই মাত্র স্মরণ হয়, যখন রজনী অবসান হইয়া দিবাকর উদয় হইলেন সেই সময় আমি কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলাম; পরন্তু তৎপ্রদেশবাসি কতকগুল্পিন অসভ্য লোক আমাদিগের ভগ্ন তরি দেখিয়া তাহা লুণ্ঠন করিতে আগমন করিলে আমার সমভিব্যাহারি দুই জন পরিচারিকা সেই সময়ে আমাকে কুলে লইয়া-গিয়াছিল, কিন্তু দুই জন যুবা পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাহা দিগকে লইয়া যে কোথায় গমন করিল তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাহাদিগের যে কি রূপ অবস্থা ঘটিল ও তাহারা কোথায় রহিল আমি সেই অবধি তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। আমাকেও তাহাদিগের মধ্যে দুই জনে আক্রমণ করিয়াছিল, আমি আত্মরক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা বৃথা হইল কারণ তাহারা বল পূর্ব্বক আমার কেশাকর্ষণ করিয়া যখন একটা নিবিড় বন মধ্যে গমন করিতে লাগিল সেই সময়ে হটাৎ চারি জন অশ্বারোহি পুরুষ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে আক্রমণ কারিগণ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বনাভ্যন্তরে

পলায়ন করিল। তৎপরে সেই সম্ভ্রান্ত অশ্বারোহিগণ আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাঁহাদিগের এবং তাঁহারাও আমার ভাষা বুঝিতে পারিলেন না; অবশেষে তাঁহারা পরস্পরে পরামর্শ করিয়া আমাকে তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের অশ্বোপরি আরোপণ পূর্ব্বক একটি স্ত্রী ধর্ম্মশালায় গমন করিলেন, সেখানে ধার্ম্মিকে অবলাগণ কর্ত্তৃক আমি বহুমান পূর্ব্বক সৎকারিত হইয়া মহা সন্মানের সহিত তাঁহাদিগের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং তাঁহারা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আরাধনা কালে আহুতি প্রদান করিতেন আমিও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিলাম। অনন্তর তাঁহাদিগের সহিত একত্রে বাস করিয়া কিছু দিবস পরে যখন আমি তাঁহাদিগের ভাষা কিছু কিছু অবগত হইলাম তখন তাঁহারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন তুমি কে এবং কোথা হইতে কি রূপে আগমন করিতেছ? সত্য পরিচয় প্রদান করিলে পাছে তাঁহারা আমাকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বি বলিয়া তথা হইতে দূরীভূত করেন সেই আশঙ্কায় আমি ছল পূর্ব্বক কহিলাম যে আমি সাইপ্রাস বাসি কোন ভদ্র লোকের দুহিতা, পিতা আমার পরিনয়ের নিমিত্ত আমাকে কিরিটি উপদ্বীপে পাঠাইতেছিলেন এমত সময়ে হটাৎ প্রবল ঝটিকা বেগে আমাদিগের তরি ভগ্ন হইয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রূপ পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের রীতি নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে

তাঁহাদিগের এ রূপ বিশ্বাস জন্মাইলাম যে অবশেষে তাঁহাদিগের প্রধানা আমার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া আমাকে কহিলেন- কেমন, তুমি কি সাইপ্রাস উপদ্বীপে গমন করিতে ইচ্ছা কর? তাহাতে আমি প্রত্যুত্তর করিলাম, জননি! ইহা অপেক্ষা আমার আর কি অভিলষনীয় আছে। তিনি আমার কুল মানের প্রতি এতাদৃশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তথায় গমনকারি কোন লোকের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমাকে তাহার হস্তে প্রদান করেন নাই। প্রায় দুই মাস গত হইলে এক দিবস কতিপয় ফরাসিস পরিবার সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাদিগের মধ্যে এক জনের সহিত ঐ প্রধানা অবলার সম্পর্ক ছিল; আগমনকারি ব্যক্তিগণ জেরুসালাম দেশে তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, প্রধান, আমাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিয়া দিলেন যে আমাকে সাইপ্রাস উপদ্বীপে পিতৃ ভবনে পহুছিয়া দেন। সেই ভদ্র পুরুষ ও অবলাগণ আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নৌকারোহণে আমরা বাফা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; তৎ প্রদেশ বাসি কেহই আমার পরিচিত ছিলেন না এবং যে ভদ্র লোক গণ আমাকে পিতার নিকটে পহুছিবার নিমিত্ত আমাকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কি বলিতে হইবে আমি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র ঈশ্বরানু

কম্পায় প্রথমেই আণ্টিগানোকে দর্শণ করি এবং তাঁহাকে স্বীয় ভাষায় নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলাম আমি তোমার কন্যা। তিনি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অবস্থানুসারে তিনি আমাকে ও আমার সমভিব্যাহারি লোক দিগকে সন্তুষ্ট করিতে অত্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন ; অবশেষে আমাকে সাইপ্রাসাধিপতির নিকটে প্রেরণ করিলে তিনি মহা সম্মান পূর্ব্বক আমার সৎকার করিয়া আমাকে এইরূপে এখানে পাঠাইয়াছেন; যদ্যপি এই ইতিহাস বর্ণনে কোন স্থান পরিত্যাগ করিয়া অথবা কোন অংশ বিস্মত হইয়া থাকি, ভরসা করি আণ্টিগানো তাহা অনায়াসেই প্রকাশ করিতে পারিবেন যে হেতু তিনি সর্ব্বদা আমার ইতিহাস শ্রবণ করিতেন।

সুলতান আলাটিলার ঐ ইতিহাস শ্রবণে অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যাঁহারা তাঁহার কন্যার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন পরম কারুনিক পরমেশ্বর তাঁহাদিগের মঙ্গল করুন। বিশেষতঃ যিনি আমার কন্যার প্রতি অপার স্নেহ প্রকাশ করিয়া মহা সম্মানের সহিত এখানে পাঠাইয়াছেন ঈশ্বর সেই মহানুভব সাইপ্রাসাধিপতিকে দীর্ঘজীবি করিয়া তাঁহার উন্নতি সাধন করুন। অনন্তর তিনি আণ্টিগানোকে বহু মূল্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়া পুনরায় সাইপ্রাস উপদ্বীপে যাত্রা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন,

এবং তৎ সমভিব্যাহারে তথাকার অধিপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নিমিত্ত স্বীয় প্রধান মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে তিনি আলগার্ভদেশাধিপতিকে পত্রের দ্বারা আলাটিলার ইতিহাস বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যদ্যপি তিনি আমার কন্যার পানি গ্রহণ করিতে অভিলাস করেন তাহা হইলে তদুদ্‌যোগে যত্নবান হউন। আলগার্ভ রাজ এই সংবাদ শ্রবণে সাতিসয় সন্তুষ্ট হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক আলাটিলাকে আনাইয়া তাঁহার পানি গ্রহণ করিলেন। আলাটিলা ক্রমান্বয়ে অষ্ট ব্যক্তির সহবাসে যৌবন কাটাইয়া এক্ষণে পুনরায় কুমারী রূপে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং তদবধি জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

ইতি সপ্তম উপাখ্যান ॥

অষ্টম উপাখ্যান।

যখন রুমরাজ্য ফরাসিস দিগের হস্ত হইতে জারমানি দিগের হস্তে পতিত হয় সেই সময়ে ঐ উভয় জাতির পরস্পর শত্রুতা নিবন্ধন এক প্রবল যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়; তৎ প্রযুক্ত ফ্রান্সাধিপতি এবং তাঁহর পুত্র রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবাদি স্বজন বর্গের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর বিপক্ষে গমন করিতে তৎপর হইলেন। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে এই সময়ে রাজ্য সূন্য রাখিয়া গমন করা কখন যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব যাবৎ আমরা এখানে অনুপস্থিত থাকিব তাবৎকাল এক জন উপযুক্ত লোকের হস্তে রাজ্যের ভারার্পণ করা অতীব কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা পরম প্রাজ্ঞ এবং কর্ম্মদক্ষ কাউণ্ট গালটিয়ার নামে এক ব্যক্তিকে তৎকর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন, 'যে হেতু ঐ ব্যক্তি সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগের হিত চেষ্টা করি

তে ত্রুটি করিতেন না। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকেই রাজ্যে অভিষেক করিয়া যুদ্ধযাত্রায় গমন করিলেন।

গালটিয়ার অতি সতর্কতা এবং বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং তিনি রাজ্ঞি ও রাজবধুকে স্বীয় প্রভুর ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম করিতেন। তিনি অতি সুরূপ পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার বয়ঃক্রম অনুন উনত্রিংশৎ বর্ষ হইয়াছিল; সাধুতা শিলতা প্রভৃতি মনুষ্যের যে সকল সদ্গুণ থাকা আবস্যক তিনি তৎ সমুদায় গুণে অলঙ্কত ছিলেন, ফলতঃ তৎকালে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন লোক আর দ্বিতীয় ছিল না। যখন রাজা এবং রাজপুত্র সমরে নিযুক্ত আছেন সেই সময়ে গালটিয়ারের পত্নী একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন এবং তিনি রাজ কার্য্যের সু পরামর্শের নিমিত্ত সদা সর্ব্বক্ষণ রাজান্তঃপুরে অবস্থান প্রযুক্ত রাজবধু তাঁহার রূপ গুণের পক্ষ পাতিনী হইয়া গোপনে তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন। অবলা স্বীয় যৌবনাবস্থা এবং তাঁহার পত্নী বিয়োগপ্রযুক্ত বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার মানষ অনায়াসেই সুসিদ্ধ হইতে পারিবে এবং তাহা প্রচার হইবার ও কোন সম্ভাবনা নাই।

এক দিবস গৃহে একাকী অবস্থান প্রযুক্ত তিনি সেই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্যের ছল প্রকাশ পূর্ব্বক কাউন্টকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি

অবলার মনগত ভাব কিছুই অবগত হন নাই সুতরাং তদাজ্ঞা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া অবলার ইচ্ছানুসারে তাঁহার পার্শ্বস্থিত এক খানি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণ কাল বিলম্বে পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে, অবলা মদনাহুত চিত্তে লজ্জানিত মুখী হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অস্পষ্ট স্বরে কহিতে লাগিলেন; হে প্রিয় বন্ধো ! ইহা অনায়াসেই তোমার বোধ গম্য হইতে পারে যে আমাদিগের উভয় জাতির স্বভাব কিরূপ চঞ্চল এবং বিবিধ বিষয়ে সেই চঞ্চলতা অপর অপেক্ষা এক পক্ষের প্রতি সাতিসয় বলবান হইয়া উঠে, তন্নি বন্ধন অপক্ষ পাতি বিচার কর্ত্তা অপরাধির দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া অবস্য তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। বিশেষতঃ যে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ আপন ২ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে যদ্যপি তাহারা পরের উত্তেজনায় অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয় তাহা হইলে যে সকল ধনাঢ্য অবলাকে কোন গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না এবং যাহাদিগের দিবানিশি কেবল আমোদ প্রমদে কালক্ষেপ করিয়া স্বীয় সন্তোষ সাধন করা ভিন্ন আর কোন চিন্তা নাই তাহাদিগের মধ্যে কেহ অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলে তাদৃশ দোষ ভাগী হইতে পারে না ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন অধিকন্তু যদি কোন অবলা কোন জ্ঞানবান এবং উপযুক্ত পাত্রের প্রতি অনুরক্ত

হইয়া তাঁহার প্রতি প্রণয় পরবশঃ হন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বতোভাবে ক্ষমার পাত্রি হইতে পারেন। এক্ষণে আমি সেই রূপ অবস্থায় পতিত হইয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; আমি যে কেবল পতির দেশান্তর গমন প্রযুক্ত এরূপ বাসনা করিতেছি এমন বিবেচনা করিও না, সর্ব্বদা আলস্যে কালক্ষেপ করাতে আমার মন ক্রমশঃচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা প্রকাশ হইলে যদিচ আমার মানের লাঘব হইতেপারে কিন্তু এই কার্য্য গুপ্ত ভাবে সম্পাদন করিলে আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না, অধিকন্তু প্রণয় আমার পক্ষে এতাদৃশ সুখজনক হইয়াছে যে তদ্দ্বারা আমার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য না হইয়া বরং উত্তরোত্তর তাহা নির্ম্মল হইতেছে যে হেতু আমি যাহাকে ফান্স মধ্যে সর্ব্বোত্তম মনুষ্য বলিয়া সাতিশয় সমাদর করিয়া থাকি সেই ব্যক্তিই আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের আস্পদ হইয়াছেন, বিশেষতঃ এক্ষণে তুমি পত্নি বিহীন হইয়াছ এবং পতি দেশান্তর গমন করাতে আমিও স্বামী হীন হইয়াছি, এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে তুমি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া আমার দহনোন্মুখ যৌবনকে আশ্রয় বারি প্রদানে নির্ব্বাণ কর, যেমন হুতাশন স্পর্শে তুষার গলিত হয় তদ্রূপ তোমার নিমিত্ত আমার এই যৌবন বিনষ্ট হইতেছে। এই বলিয়া তিনি এরূপ অশ্রুমুখী হইয়া উঠিলেন যে আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না এবং প্রবল

কামরিপুর বশীভূত হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বলের ন্যায় তাঁ-হার বক্ষঃস্থলে স্বীয় মস্তকার্পণ করিলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ কাউণ্ট তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করি-তে লাগিলেন, কিন্তু অবলা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় বাহুলতা দ্বারা তাঁহার গলদেশ ধারণ করিলেন কাউণ্ট হস্ত দ্বারা তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভাবি-লেন যদ্যপি আমি এরূপ নিন্দনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই অথবা যদি অন্য কেহ আমার সম্মুখে এই রূপ দুষ্কর্ম্ম করে তাহা হইলে প্রভু আমাকে খণ্ড ২ করিয়া ছেদন করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ অসম্ভব প্রত্যুত্তর শ্রবণে অবলা তাঁহার প্রতি এত যে প্রণয় প্রদর্শন করিতেছিলেন তাহা বিস্মরণ পূর্ব্বক কুপিত হইয়া কহিলেন, রে নরাধম! তুই এই রূপে আমার অনুরোধ ঘৃণা করিলি? যেমন তুই আমাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিস, তদ্রূপ আমি ও ঈশ্বরানুকম্পায় হয় তোকে বিনাশ করিব, অথবা যাহাতে তোকে দেশান্তরে গমন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইব। এই বলিয়া তিনি হস্ত দ্বারা স্বীয় কেশ ও বস্ত্র সকল ছিন্নভিন্ন করত ভয়ানক চীৎকারস্বরে কহিলেন, রক্ষাকর! রক্ষাকর! কাউণ্ট বলপূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। অবলার এইরূপ ভাব দর্শনে নিরপরাধী কাউণ্ট বিবেচনা করিলেন যে আমার নির্দ্দোষিতা প্রদ

র্শনে কোন ফল দর্শিবেনা, অবলার কপট মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার কল্পিত ইতিহাসকে যথার্থ বিবেচনা করিবে, অতএব তিনি দ্রুত পদ সঞ্চারে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় ভবনে পলায়ন করিলেন এবং ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে পুত্র ও কন্যা সহিত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া কালিস নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অবলার চীৎকার ধ্বনিতে কতক গুলিন লোক দ্রুত বেগে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা দর্শনে এবং চীৎকারের কারণ শ্রবণে তৎসমুদয় বিশ্বাস করিয়া স্থির নিশ্চয় করিল যে তিনি এই কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তৎপ্রযুক্ত সকলে একত্রীভূত হইয়া রোষ কসাইত লোচনে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল এবং তথায় তাঁহাকে অবলোকন না করিয়া তাহারা গৃহস্থিত সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী বিলুণ্ঠন পুর্ব্বক তাহা ভাঙ্গিয়া সমভুম করিল। এই অপ্রিয় সংবাদ রাজা এবং রাজ পুত্রের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং রোষ ভরে অপরাধি ও তাঁহার সমুদায় উত্তরাধিকারিদিগকে যাবজ্জীবন দেশান্তর করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন যে ব্যক্তি সেই নরাধমকে জীবিতই হউক অথবা মৃতই হউক আমার

নিকটে আনিয়া প্রদান করিবে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব।

কাউন্ট পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে কালিস নগরে উপস্থিত হইয়া অতি গোপন ভাবে অজ্ঞাত বাসের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তিনি স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আপনিই স্বীয় দোষ প্রকাশ করিয়াছেন এই ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি তথা হইতে অতি হীন বেশে ইংলণ্ডের প্রধান রাজধানী লণ্ডন নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং পথি মধ্যে সন্তানদিগকে দুইটি উপদেশ প্রদান করিলেন; প্রথমতঃ বিধাতা তাঁহাদিগকে বিনাপরাধে যে দারিদ্রাবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সহ্য করা অতীব কর্ত্তব্য এবং দ্বিতীয় তাঁহারা কাহার সন্ততি, এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন তাহা কখন প্রকাশ করিবেন না, যে হেতু তদ্দ্বারা জীবন নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাঁহার পুত্র লুইসের বয়ঃক্রম নবমবর্ষ এবং কন্যা ভিওলেটের সপ্তম বর্ষ তাঁহারা উভয়েই স্বীয় পিতার উপদেশের বশবর্ত্তী থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার কথা মনযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। সন্তানদিগের নিরাপদে অবস্থান হেতু তিনি তাঁহাদিগের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পুত্রকে পাইরাট এবং কন্যাকে জিম্যানিটি নাম প্রদান করিলেন, অবশেষে, তাঁহারা নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফরাসিস ভিক্ষুকের ন্যায় ছদ্মবেশে লোকের বাটি ২ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে এক দিবস প্রাতঃকালে তাঁহারা একটি ধর্ম্মালয়ের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে তথাকার অধিপতির কোন প্রধান সভাসদের পত্নী সেই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক, কাউণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে এবং কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ? এই সন্তান দুইটী কি তোমার? তিনি কহিলেন আমরা পির্কাডি হইতে আগমন করিতেছি, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অতিশয় দুর্ব্বি-নীত হওয়াতে তাহার অসদাচরণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া আমি এই দুইটি সন্তান সমভিব্যাহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তৎশ্রবণে সেই সম্ভ্রান্ত অবলা বালিকাটির অপরূপ মুখশ্রী নিরীক্ষণে করুণা-পর-বশ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্র! যদি তুমি আমার নিকটে এই কন্যাকে রক্ষা করিতে মানস কর, তাহা হইলে আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাতে সম্মত আছি এবং আমি ইহার সুন্দর আকৃতি দর্শনে এই মানস করিয়াছি যদ্যপি ইনি সদ্ব্যবহার করেন তাহা হইলে আমি ইহাকে এরূপ পতির হস্তে প্রদান করিব যে যাবজ্জীবন সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তিনি অবলার এই প্রস্তাবে মহানন্দচিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত স্নেহ ভাবে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

কাউণ্ট এইরূপে কন্যাকে যথা বিহিত রক্ষা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ভিক্ষোপজীবি হইয়া

সমস্ত উপদ্বীপ ভ্রমণ করিতে ২ যখন দেখিলেন যে পদব্রজে গমন করা অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠিল তখন তিনি পুত্র সমভিব্যাহারে ওএল্স উপদ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও লার্ড বংশীয় এক জন প্রধান রাজ কর্ম্মচারি বসতি করিতেন, নিরুপায় ব্যক্তিগণ তথায় উপস্থিত হইলে অনায়াসে আশ্রয় প্রাপ্ত হইত, তিনি তাঁহার ভবনে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে কতিপয় ভদ্রবংশীয় বালক এবং লার্ড পুত্র বালকস্বভাবসুলভ দৌড়া দৌড়ি ও লম্ফ ঝম্ফ প্রভৃতি ক্রীড়া কৌতুক করিতেছিল; পাইরাট তাহাদিগের মধ্যে এক জন দল ভুক্ত হইয়া সকল ক্রীড়াতেই তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন। তদ্দর্শনে লার্ড তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে তাহারা কহিলেন ইনি এক জন দরিদ্র লোকের পুত্র, সাহায্য প্রার্থনায় এখানে আগমন করিয়াছেন, তৎশ্রবণে তিনি তাঁহার পিতাকে কহিলেন এই বালকটি আমাকে প্রদান কর। কাউন্ট ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অভিলাষ করিবেন, যদিও তাঁহারা পরস্পর পৃথক হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন কিন্তু তিনি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া পুত্রকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন; এইরূপে পুত্র ও [illegible]কে যথাযোগ্য রূপে রক্ষা করিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক আয়ারলণ্ড উপদ্বীপে গমন করিলেন এবং তথায় একজন

নাইটের দাসত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে জিয়ানিটি লণ্ডন নগর বাসি সেই সম্ভ্রান্ত অবলার নিকটে সুখে অবস্থান হেতু দিন দিন তাঁহার রূপ লাবণ্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সুকুমার আকৃতি ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া লার্ড ও অবলা উভয়েই তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। এক্ষণে অবলা তাঁহার রূপ গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে অত্যন্ত সমুৎসুক হইলেন। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, যিনি লোককে শুভাশুভ ফল প্রদান ও যথার্থ গুণের পুঁরস্কার করিয়া থাকেন, দেখিলেন যে কন্যাটি মহৎ বংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, এবং কেবল কতকগুলিন দুষ্ট লোকের চাতুর্য্যে পতিত হইয়া এইরূপ বৃথা ক্লেশ পাইতেছেন; অতএব তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উন্নতাবস্থা প্রদান করিতে মানস করিলেন। লার্ড ঔরসে অবলার গর্ব্ভে কেবল একটি পুত্র সন্তান মাত্র হইয়াছিল এবং ঐ বালকের সৎস্বভাব দর্শনে তাঁহারা উভয়েই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। জিয়ানিটি অপেক্ষা তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্ঠ বর্ষ অধিক ছিল এবং তিনি জিয়ানিটির অসামান্য রূপলাবণ্য ও তাঁহাকে অনুপম গুণবতী দর্শনে তাঁহার প্রতি এরূপ প্রণয়াসক্ত হইলেন যে তিনি আর কোন অবলাকে ধ্যানে জ্ঞানেও স্মরণ করিতেন না। ফলতঃ তিনি অবলাকে নিচ বংশোদ্ভবা বিবেচনা করিয়া ভয় প্রযুক্ত স্বীয়

পিতা মাতার নিকটে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার আশঙ্কার আরও কারণ এই যে তিনি অধমের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছেন বলিয়া পিতা মাতা তাঁহাকে ভৎ´সনা করিবেন ; যাহা হউক, তিনি মনে মনে তাহা লুক্কায়িত রাখিয়া এক্ষণে অসহ্য ক্লেশদায়ক মহাপীড়ায় অভিভুত হইলেন । তদ্দর্শনে তাঁহার পিতা মাতা প্রধান প্রধান চিকিৎসক আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন কিন্তু সে সমুদয় বৃথা হইল যেহেতু চিকিৎসকেরা তাঁহার পীড়ার কারণ কিছুই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না। প্রেম পীড়ায় আক্রান্ত হইলে কি চিকিৎসকে তাহার উপশম করিতে পারে ? তিনি দিন ২ বিরহানলে নিতান্ত দগ্ধ হইতে লাগিলেন দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার তদ্রূপ অবস্থার কারণানুসন্ধানের নিমিত্ত তাঁহাকে পুনঃ পুন স্বীয় গোপনীয় কারণ ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; তিনি তদ্বিষয়ে কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন আমার অবস্থা ক্রমে হ্রাস হইতেছে ।

ঘটনাক্রমে এক দিবস একটি সুচতুর যুবা চিকিৎসক তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নাড়ি দেখিতেছেন এমন সময়ে জিন্নানিটি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত হটাৎ সেই গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পীড়িত যুবক কোন কথা না বলি-

য়া অথবা কোন চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া তাঁহকে দর্শন মাত্র হৃদি মধ্যে প্রণয়ানুভব করিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার নাড়ি ও প্রবল হইয়া উঠিল; চিকিৎসক তদনুভব করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কতক্ষণ ঐ রূপ নাড়ি থাকে তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ক্ষণকাল তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া রহিলেন। জিয়ানিটি গৃহ হইতে প্রস্থান করিবা মাত্র তাঁহার নাড়ি পুনরায় ক্ষীণ হইয়া উঠিল; তদ্দর্শনে চতুর চিকিৎসক কথঞ্চিৎ তাঁহার পীড়ার কারণ অনুভব করিয়া কহিলেন আমি জিয়ানিটির সহিত একবার কথা কহিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে তিনি পুনরায় গৃহে আগমন করিলে তাঁহার নাড়ি প্রবল হইয়া উঠিল এবং অবলার প্রস্থান মাত্র তাহা পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অনন্তর চিকিৎসক তাঁহার পীড়ার প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া মহা হর্ষ যুক্ত হইলেন এবং তাঁহার পিতা মাতাকে স্থানান্তরে লইয়া কহিলেন, মন্ত্র ঔষধি অথবা চিকিৎসা দ্বারা আপনাদিগের সন্তানের পীড়া উপসম হইবেনা এবং তাহা হইবারও সম্ভাবনা নাই, ইহার আরগ্য লাভ জিয়ানিটির ক্ষমতাধীন, যেহেতু আমি কোন২ চিহ্ন দর্শনে অবগত হইলাম যে আপনাদিগের সন্তান উহার প্রতি সাতিশয় প্রণয়াসক্ত হইয়াছেন কিন্তু ঐবালিকা তাহার কিছুই অবগত নহেন; এক্ষণে যদি সন্তানের মঙ্গল বাসনা করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভাল হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্টিত হউন

তাঁহারা এই বিষয় শ্রবন করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং জিয়ানিটির সহিত পরিণয় সম্বন্ধ করিলে তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে এই ভাবিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর চিকিৎসক প্রস্থান করিলে তাঁহারা উভয়েই পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া অবলা তাঁহাকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন বৎস! আমার এরূপ বিশ্বাস ছিলনা যে তুমি আমার নিকট কোন বিষয় গোপন করিবে এবং তদ্দারা এইরূপ মন্দ অবস্থা ঘটিবে; আর তোমার এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে পৃথীবি মধ্যে এমন কোন কর্ম্মই নাই যাহা তোমার মঙ্গল বাসনায় আমরা অস্বীকার করিব! আমি এক্ষণে অবগত হইলাম যে তুমি কোন নায়িকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া বিরহ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছ, ভাল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ্য করিতে কি তোমার এতই লজ্জা হইল? ইহা তোমার যৌবন স্বভাব সুলভ হইয়াছে এবং যদ্যপি তুমি প্রেম বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকিতে তাহা হইলে আমি তোমাকে অপদার্থ জ্ঞান করিতাম। এক্ষণে তুমি আমার নিকটে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বল, আমি সাধ্যানুসারে তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে ক্রুটি করিব না, তুমি নিশ্চয় জানিবে যে আমি স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও তোমাকে প্রিয়তর জ্ঞান কার; অতএব তুমি আমার নিকট, অকপটে স্বীয় প্রণয় বিষয় প্রকাশ কর, তাহাতে কোন আপত্য উত্থাপন কিম্বা লজ্জা প্রকাশ করিও না এবং যদ্যপি তাহা শ্রবণে আমি কোন

প্রতিকার না করি তাহা হইলে জানিবে যে আমার ন্যায় নিষ্ঠুর জননী আর কেহ নাই

এই সকল স্নেহ সূচক বাক্য শ্রবণে তাঁহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হইল এবং তিনি বিবেচনা করিলেন যে জননী ব্যতিত আর কাহার দ্বারা এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না, তখন তিনি কোন বিষয় গোপন না করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মাত ! মনুষ্য গণের বয়াধিক্য হইলে তাহারা একেবারে বিস্মৃত হয় যে তাহারা কখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করে নাই, আমি তদ্দর্শনেই স্বীয় প্রেম বিষয় গোপনে রাখিয়া ছিলাম, এক্ষণে আপনাকে অনুকূল দেখিয়া আমি সমুদায় ব্যক্ত করিতে মানস করিয়াছি কিন্তু ভরসা করি যদ্যপি আমার জীবন রক্ষণে আপনার যত্ন থাকে তাহা হইলে আপনি স্বীয় অঙ্গিকৃত বিষয়ে অবহেলা করিবেন না। তিনি কহিলেন আমি সাধ্যানুসারে তোমার মানস পূর্ণ করিতে যত্নের ত্রুটি করিব না, অতএব তুমি প্রকাশ করিয়া বল কাহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছ? তখন তিনি কহিলেন মাত ! জিয়ানিটির সুকোমল কলেবর এবং অনুপম রূপ লাবন্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া আমি তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রণয়াসক্ত হইয়াছি, কিন্তু সে তাহা ঘুনাক্ষরেও অবগত হয় নাই, সুতরাং আমার প্রতি তাদৃশ অনুকম্পা নহে, এবং আমি ও এই বিষয় এ পর্য্যন্ত কাহারো নিকট ব্যক্ত করি নাই, কেবল মনে ২ রাখিয়াই বিরহানলে দগ্ধ হইতে

ছিলাম। এই সকল বিবেচনা করিয়া যদ্যপি আপনি স্বীয় বাক্যানুসারে কার্য্য না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে আমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে। তাঁহার জননী এই সকল কথা শ্রবণে সহাস্য বদনে কহিলেন বৎস! শান্ত হও, তুমি কি এই নিমিত্ত এতাদৃশ ক্লেশ ভোগ করিতেছিলে? ভাল তুমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হও তৎ. পরে এই বিষয় আমার উপর নির্ভর করিও।

জননীর আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক অতি শিঘ্রই সকল রোগ হইতে মুক্ত হইলেন এবং তাঁহার মাতা পুত্রকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সম্পাদনের উপায় উদ্ভাবনে যত্নবতী হইলেন। এক দিবস তিনি জিয়ানিটিকে নিকটে আহ্বান করিয়া কথোপকথন ছলে কহিলেন, তুমি কি কখন কাহার সহিত প্রেম কর নাই? তিনি তচ্ছ্রবনে লজ্জা নম্র মুখী হইয়া কহিলেন মাত। আমার ন্যায় যুবতী স্ত্রী যাঁহারা গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পরের উপাসনা করিতেছে তাহারা যদ্যপি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে জনসমাজে ঘণাস্পদ হওয়া ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে? তাহাতে মান্যা অবলা কহিলেন, তুমি যেরূপ সুন্দরি, ইহাতে তোমার একটি সুন্দর নায়ক থাকা অতীব আবশ্যক, অতএব আমি তোমার সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থানের নিমিত্ত তোমাকে একটি উত্তম নায়কের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিব। জিয়ানিটি কহিলেন মাত! আপনি আমাকে পিতার নিকট হইতে লইয়া সন্তানবৎ প্রতি-

পালন করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত আমার যত দূর ক্ষমতা আপনার সন্তোষ সাধন করা অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু এই বিষয়ে আমি কোন মতে সম্মত হইতে পারি না যদ্যপি আপনি আমাকে একটি পতি প্রদান করিতে মানস করেন, আমি তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও প্রকৃত সম্মান করিতে সমর্থ হইব না। আমার পূর্ব্ব পুরুষ দিগের অধিকারে যাহাকিছু ছিল তন্মধ্যে আমারনিকট কিছুই নাই, কেবল তাঁহাদিগের ধর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট আছে, এবং তাহাই আমি যাবজ্জীবন উত্তম রূপে রক্ষা করিতে মানস করি। অবলা পুত্রের নিকটে যেরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এক্ষণে জিয়ানিটি তাহার বিপরিত উত্তর প্রদান করিলে, তিনি তাহাতে আর কিছু না বলিয়া বিজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশংসা করিবার ছলে কহিলেন, যদ্যপি রাজা তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি কি তাহাতে অস্বীকার কর? জিয়ানিটি কহিলেন তিনি বল প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু রীতি মত কার্য্য না করিলে কখন আমার সম্মতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।। অবলা তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ দেখিয়া আর কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে সম্মত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্রকে কহিলেন, তুমি উত্তম রূপে আরগ্য হইলে আমি তোমাদিগের উভয়কে এক ঘরে স্থাপন করিব এবং তুমি আপন ইচ্ছানুসারে যাহা ইচ্ছা তাঁহা করিও আমার তাহাতে কোন আপত্য নাই। এই প্রস্তাবে ক্ষণকালের

নিমিত্ত তাঁহার মন সন্তুষ্ট হইলনা, সুতরাং তিনি পুন রায় ব্যথিত হইতে লাগিলেন, অবলা তাহা অনুভব করিয়া জিয়াতিটিকে স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়া দেখিলেন যে তিনি পুর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিজ্ঞারুঢ় হইয়াছেন। তখন অবলা অনন্য উপায় ভাবিয়া স্বীয় পতির নিকটে আগমন পূর্ব্বক অদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন, তিনি তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে জিয়ানিটির সহিত পুত্রের পরিনয় সম্পাদন করা অতিব কর্ত্তব্য হই-য়াছে, যদিও তাহাকে সামান্যা অবলার পানি গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষা তাহাও সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবনীয়। অনন্তর জিয়ানিটির সম্মত্যানুসারে তাঁহা-দিগের উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে তিনি সন্তোষচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত তিনি আপন পরি-চয়ের বিষয় কোন কথা উত্থাপন করেন নাই; কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি পিকার্ডি দেশ-স্থ কোন লোকের কন্যা। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরে পরিনেতা হইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাইরাট, যিনি ওয়েল্‌স উপদ্বীপে কোন প্রধান রাজ কর্ম্ম চারির নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া যেমন রূপবান হইতে লাগি-লেন তদ্রূপ বিদ্যা-বুদ্ধি ও যুদ্ধ কৌশলে এরূপ পারদ-

র্শিতা লাভ করিলেন যে সেই সময়ে ওয়েল্‌স মধ্যে কেহ তাঁহার তুল্য কক্ষ্য ছিল না; এই সকল গুণাবলিতে তিনি ক্রমে ২ স্বীয় প্রভুর সাতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরমেশ্বর যেমন তাঁহার ভগিনীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহার প্রতিও তদনু-রূপ স্নেহ প্রকাশে ক্রটি করেন নাই, এই সময়ে উপদ্বীপ মধ্যে এক ভয়ানক মহা মারি-ভয় উপস্থিত হওয়াতে প্রায় অর্দ্ধেক লোক শমন ভবনের আতিথ্য স্বীকার করি-ল এবং অবশিষ্ট যাহারা রহিল তাহারাও প্রাণ ভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল, সুতরাং ক্রমে সেই প্রদেশ মানব সূন্য হইয়া উঠিল। এই মহামারিতে সস্ত্রীক লার্ড স্বীয় পুত্র ভ্রাতা এবং সমুদায় পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের সহিত শমন ভবনে গমন করিলেন, তাঁহার একটি বিবাহ যোগ্যা কন্যা ব্যতিত আর কেহই অবশিষ্ট ছিল না। অনন্তর মারি-ভয় অপসারিত হইলে সেই কন্যা প্যাইরাটকে রূপ গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক সমুদায় বিষয়ের উত্ত-রাধিকারী করিলেন। ইংলণ্ডাধিপতি পাইরাটের বল বীর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মৃত লার্ডের পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত এবং তাঁহার ন্যায্য ক্ষমতা প্রদান করিলেন। এইরূপে কাউণ্টের পুত্র ও কন্যা ঈশ্বরানুকম্পায় প্রধান পদে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইল কাউন্ট পারিস নগর হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং তিনি যে পর্য্যন্ত আয়ার্লণ্ড দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন তাবৎ কাল অপার ক্লেশ ভোগ করিয়া এক্ষণে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হওয়াতে সন্তান দিগের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা অবগত হইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি যৌবন কালে আলস্যে ও সুখে স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিয়া যেরূপ ছিলেন এক্ষণে অবিশ্রাম পরিশ্রম করাতে তাহাপেক্ষা শতগুণ বলবান হইয়া তাঁহার আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, পরন্তু তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি হীন বেশে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যেখানে পাইরাটকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন এক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি প্রধান লার্ডপদে অভিষিক্ত হইয়া মহা সম্মানের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, তদ্দর্শনে তিনি অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন কিন্তু জিয়ানিটি কিরূপ অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন তাহা পরিজ্ঞাত না হইয়া তিনি আত্ম প্রকাশ করিতে মানস করিলেন না। অনন্তর তিনি লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া যে অবলার নিকটে কন্যাকে রক্ষা করিয়াছিলেন অনুসন্ধান দ্বারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের সহিত জিয়ানিটির বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে তিনি এতাদৃশ সন্তোষ লাভ করিলেন যে তিনি পূর্ব্বে যে এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন

তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া সন্তান দিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ এবং উন্নতাবস্থা দর্শনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি এক্ষণে কন্যাকে দর্শনেচ্ছু হইয়া দরিদ্র বেশে সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় জামাতা লামিয়াঙ্গের নামোল্লেখ পূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া একজন দাসের প্রতি তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। জিয়ানিটির অনেক গুলিন সন্তান হইয়াছিল তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ এবং সকলেই পরম রূপ লাবন্য সম্পন্ন; কাউন্ট ভোজনে উপবিষ্ট হইলে তাহারা সকলেই তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইল, এবং তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া এরূপ সন্তুষ্ট হইতে লাগিল, বোধ হয় যেন তাহারা স্বভাব সিদ্ধ কোন গোপন ভাবে তাঁহাকে আপন ২ মাতামহ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছে। তিনিও তাহাদিগকে স্বীয় দৌহিত্র বলিয়া অবগত হওয়াতে তাহাদিগের প্রতি এরূপ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাহারা শিক্ষক কর্ত্তৃক পুনঃ পুন প্রেরিত হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কোনরূপে ইচ্ছা করিল না। এই সংবাদ শ্রবণে জিয়ানিটি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন যদ্যপি তোমরা শিক্ষকের কথা অমান্য কর তাহা হইলে তোমাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব। এই কথা শ্রবণে শিশু গুলিন রোদন করিতে ২ কহিল

এই ভদ্র লোক আমাদিগকে শিক্ষক অপেক্ষা যথেষ্ট আদর করেন, অতএব আমরা ইহার নিকট হইতে গমন করিব না ; কাউণ্ট এবং অবলা উভয়ে তাহাদিগের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিতে লাগিলেন ।

জিয়ানিটি তথায় আগমন করিলে কাউণ্ট সামান্য ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে মহা- সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দানুভব করত দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু অবলা তাঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পা- রিলেন না তাঁহার আকৃতি এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে তাঁহার কেশ সমুদায় কটাবর্ণ, সুদীর্ঘ সশ্রু, এবং বিকৃত কলেবর হইয়া একপ প্রতীয় মান হইতেছিল যেন তিনি সে ব্যক্তি নহেন । সন্তানগণকে তাঁহার নিকট হইতে গমন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া তিনি শিক্ষক কে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন । সেই সময়ে জিয়ানিটির শশুর তথায় আগমন করিলেন এবং শি ক্ষক তাঁহার নিকটে সন্তান দিগের অবাধ্যতা জ্ঞাপন করা- তে তিনি অবলার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, উহারা যেমন কুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তদনুসারে ভিক্ষুক নিকটে অবস্থান করিতে যে অভিলাষ করিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ উহারা যে জননীর গর্ভ সম্ভূতা সে স্বয়ং ভিক্ষুক ছিল । কাউণ্ট এই সকল কথা শ্রবণে যদিও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন কিন্তু অন্যান্য সময়ের ন্যায় এখনও তাহা সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।

গৃহ পতি কাউন্টের প্রতি সন্তান দিগের স্নেহ ও তাঁহার উহাদিগের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ সূচক সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনিও বাৎসল্য ভাব প্রযুক্ত পাছে সন্তানগণ অসুখী হয় এই চিন্তায় তাহাদিগকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুমতি করিলেন এবং কহিলেন যদ্যপি এই সৎব্যক্তি আমার নিকটে থাকিতে বাসনা করেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি। কাউন্ট কহিলেন আমি ইহাতে পরমাপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু আমি জীবনাবধি অশ্বানুরক্ত অতএব আমি কেবল অশ্বেরই তত্ত্বাবধান করিতে সমর্থ হইব। এইরূপ কহিলে তিনি যে অশ্বটিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন সেইটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন তুমি কেবল এইটিকেই যত্ন পূর্ব্বক রাখিও, তদনুসারে তিনি অশ্বপালকের কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক বালক দিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন।

এইরূপে কাউন্ট ও তাঁহার সন্তানদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ঘটনাক্রমে ফ্রান্স দেশের অধিপতি জারমান্ বাসি দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পরলোক গমন করিলেন, এবং যে রাজ পুত্রের পত্নী কর্ত্তৃক কাউন্টের নির্ব্বাসিত ঘটনা হয়, এক্ষণে তিনিই রাজ পদে অভিসিক্ত হইলেন। জারমান দিগের সহিত শেষ সন্ধির সময় উত্তীর্ণ হইলে এক ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডাধিপতির সহিত তাঁহার সম্পর্ক থাকাতে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পাইরাট

এবং অন্য একজন সেনাপতির পুত্র লামিয়াক্স যাঁহার নিকটে কাউন্ট দাস ভাবে ছিলেন তাঁহাদিগকে সেনাপতিত্ব পদে অভিসিক্ত করিয়া ফ্রান্সাধিপতির সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। কাউন্ট ঐ সেনাপতির সহিত গমন করিয়া স্বীয় বল বীর্য্য দ্বারা তাঁহার এত সাহায্য করিয়াছিলেন যে তিনি কখন তদ্রূপ প্রত্যাশা করেন নাই। এই সংগ্রাম সময়ে ফ্রান্স দেশের রাজ্ঞী সাতিশয় পীড়িত হইলেন এবং যখন দেখিলেন যে এযাত্রা রক্ষা পাওয়া নিতান্ত সুকঠিন, তখন একজন প্রধান ধর্ম্ম পাণ্ডার নিকটে দেশের রীত্যনুসারে স্বীয় দুষ্কর্ম্ম সকল প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই প্রকাশ সময়ে তিনি কাউন্টের নামোল্লেখ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে কহিলেন আমি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, অতএব সকলের নিকটে আমি অন্তিম কালে এই প্রার্থনা করিতেছি যদ্যপি কাউন্ট কিম্বা তাঁহার কোন সন্তান জীবিত থাকেন তবে তাঁহারা যেন পূর্ব্বপদে অভিসিক্ত হয়, এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলে মহাসমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার সমাধিকার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

কাউন্টের নির্দ্দোষিতা বিষয় রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি শ্রবণমাত্র তাদৃশ ধার্ম্মিক লোকের প্রতি যে এরূপ বৃথা নিষ্ঠুরাচরণ করাহইয়াছে এই ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পরিশেষে এই ঘোষণা প্রকাশ করিয়া দিলেন, যে কেহ কাউন্টকে কিম্বা তাঁহার কোন সন্তানকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে তাহাকে যথেষ্ট

পুরস্কার করিব। রাজ্ঞীর পাপ প্রকাশ কালে ব্যক্ত হইয়াছে যে তিনি বিনাদোষে নগর হইতে পলায়ন করিয়াছেন, অতএব আমি তাঁহাকে সেই পদেই হউক অথবা তদপেক্ষা উচ্চ পদ প্রদান করিয়াই হউক তাঁহার সন্তোষ সাধন করিব। কাউণ্ট এই ঘোষণা শ্রুত মাত্র লামিয়াক্সের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপন সমভিব্যাহারে পাইরাটের নিকটে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন রাজা যে কি অভিলাষ করিয়াছেন আমি সেই স্থলে যাইয়া তাহা প্রদর্শন করিব। অনন্তর সকলে একত্রিত হইলে কাউণ্ট আত্ম প্রকাশ করিতে মানস করিয়া পাইরাটকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন পাইরাট। এই যে লামিয়াক্সকে বর্ত্তমান দেখিতেছ ইনি তোমার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু তাহার সহিত কিছুই প্রাপ্ত হন নাই, অতএব আমি ভরসা করি ইনি রাজার ঘোষণানুসারে প্রথমে তোমাকে কাউণ্টের পুত্র বলিয়া তাঁহার সমীপে লইয়া উত্তম রূপে পুরস্কৃত হউন, পরে ভাইওলেট তোমার ভগিনী এবং ইহার স্ত্রী, তৎপরে আমি সেই কাউণ্ট তোমার পিতা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইব। পাইরাট ইহা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন; লামিয়াক্স তদ্দর্শনে এতাদৃশ আশ্চর্য্য এবং আনন্দানুভব করিলেন যে তাঁহার মুখ হইতে একটি কথা মাত্রও বহির্গত

হইলন। এবং তিনি তাঁহার প্রতি যে অসম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন এক্ষণে লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করিলেন, কাউণ্ট অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিলেন। যখন তাঁহারা বিবিধ অবস্থানুগত কথোপকথন করিয়া কখন অশ্রু বিসর্জ্জন ও কখন আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন, তখন পাইরাট এবং অন্যান্য সকলেই ইচ্ছা করিলেন যে তিনি উপযুক্ত রূপ বসন পরিধান করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া এই ইচ্ছা করিলেন যে অগ্রে লামিয়াজ তোমাকে রাজ সমীপে লইয়া পুরস্কার গ্রহণ করুন পরে আমাকে এই বেসেই তাঁহার সম্মুখে লইয়া তিনি যে মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তদ্বিষয়ে লজ্জা প্রদান পূর্ব্বক গমন করিও।

লামিয়াজ তদনুসারে কাউণ্ট এবং পাইরাটের সহিত রাজ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিয়া অঙ্গিকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরম সন্তুষ্টচিত্তে মহা মূল্য পুঁরস্কার আনাইয়া কহিলেন আমার অঙ্গিকারানুসারে এই সমুদায় তোমার হইবে। লামিয়াজ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ আসিয়া কাউণ্টকে স্বীয় দাস রূপে এবং পাইরাটকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিলেন মহারাজ! এই উভয় পিতা পুত্রকে অবলোকন করুন, এবং ভরসা করি আমার পত্নী এই মহাত্মার কন্যাকে ঈশ্বরেচ্ছায় অ-

তিশীঘ্র দর্শন করিবেন। রাজা এই সকল কথা শ্রবণে কাউন্টের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, এবং যদিও তাঁহার আকৃতি অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিন্তু তিনি শীঘ্রই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন; এবং পাইরাটকেও বন্ধুর ন্যায় যথা বিহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তম পরিচ্ছদ, দাস দাসী. এবং অশ্ব প্রভৃতি অবস্থানুরূপ দ্রব্যাদি প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর রাজাজ্ঞা যথা যোগ্য রূপে সুসম্পন্ন হইলে রাজা লামিয়াক্সকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাঁহাদিগের কি কি ঘটনা হইয়াছিল তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লামিয়াক্স সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া রাজ পুরস্কার গ্রহণ করিলে কাউন্ট তাঁহাকে কহিলেন, তোমার পিতাকে কহিও যে তোমার পুত্রগণ ও আমার দৌহিত্রগণ নিচ মাতৃ গর্ভে উৎপন্ন হয় নাই। লামিয়াক্স রাজদত্ত দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার পত্নী এবং জননীকে পারিস নগরে আনিতে পাঠাইলেন, এবং পাইরাট স্বীয় বণিতাকে তথায় আনাইলে কাউন্ট পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহার পূর্ব্ব বিনষ্ট বিষয়াদি পুনঃ প্রদান করিয়া তাঁহাকে আরও অনেক অর্থ প্রদান করিলেন। অবশেষে রাজা সকলকেই স্ব২ স্থানে গমনের অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন কেবল

কাউণ্ট এই স্থানে অবস্থান করুন, এইরূপে কাউণ্ট পুনরায় রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত মহা সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ইতি অষ্টমোপাখ্যান।

নবম উপাখ্যান।

এক দিবস কতিপয় ইটালি বাসি বণিক স্বীয় ২ কার্য্যোপলক্ষে পারিস নগরস্থ কোন প্রকাশ্য মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহারা এক দিবস রজনি যোগে ভোজন সময়ে একত্র উপবিষ্ট হইয়া পরস্পরে বিবিধ প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহারা আপন ২ বনিতার বিষয় উত্থাপন করিয়া এক জন পরিহাস চ্ছলে কহিলেন, এক্ষণে আমার অনুপস্থিতিতে আমার পত্নী যে কি করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যদ্যপি এমন কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হই যদ্বারা আমার মন সন্তুষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার প্রতি যে প্রণয়ানুরাগ আছে তাহা বিস্মৃত হইয়া সেই দ্রব্যেরই ব্যবহার করি। অপর একজন কহিল আমিও ঐ রূপ করিতে মানস করি, যেহেতু আমি অনুমান করি যে আমার স্ত্রী এক্ষণে স্বীয় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। তৃতীয় ব্যক্তিও ঐরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিলেন, ক্রমে সকলেই ঐক্যমত হইয়া এই স্থিরকরিলেন যে তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদিগের পত্নিগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে কাল বিলম্ব করেন. না। কিন্তু বারনার্ড নামা জিনোয়াবাসি এক ব্যক্তি তাহার অন্যতর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, স্ত্রী জাতির যে সকল ধর্ম্ম থাকা আবস্যক সেই সমুদায় ধর্ম্মে আমার পত্নী অলঙ্কৃতা আছেন, তিনি একে যুবতী তাহাতে আবার অনুপম রূপলাবন্য সম্পন্না, তিনি নিত্য গৃহকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অনন্য মনা হইয়া কেবল সূচের কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন; তিনি যেরূপ অনুজ্ঞা করেন তাহা ব্যতীত কোন দাস তাঁহার সম্মুখে চপলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয় না, তিনি অতি বিজ্ঞা ও চতুরা এবং বিবিধ শিল্প কর্ম্মে সুনিপুন, তিনি অশ্ব চালনা এবং কুক্কুট পরিচর্য্যার একপ কৌশলপরিজ্ঞাত আছেন যে আমাদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাপেক্ষা উৎকর্শ লাভ করিতে পারেন না এবং আমি সপথ করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ও পতিব্রতা রমণী অতি অল্প দেখা যায়; আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যদ্যপি আমি তাঁহার নিকট হইতে দশ বৎসর কাল সতন্তর থাকি তথাপি তাঁহার মন অন্য পুরুষে আসক্ত হইবেনা।

যে সকল বণিক এই বিষয়ের আন্দোলন করিতেছিলেন তন্মধ্যে আম্ব্রজ নামা একজন যুবক বারনার্ডের স্ত্রী প্রশংসা সূচক গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে না

না প্রকার হাস্য পরিহাস করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হা হে বন্ধো! অন্যান্য লোক অপেক্ষা সম্রাট কি তোমাকে এইরূপ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন? বারনাড কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, সম্রাট নহে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যিনি তাঁহা অপেক্ষা সহস্র গুণে ক্ষমতাশালি তিনিই আমাকে তাঁহার উপরে এইরূপ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। আমুজ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি অনুমান কর তুমি সত্য কহিতেছ তাহাতে আমি অনুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু আমার মতে তুমি তাহা উত্তম বিবেচনা কর নাই, এবং ভরসা করি তুমি স্থির চিত্ত হইয়া এই বিষয় কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনা করিলে আর তোমার মনে তাদৃশ বিশ্বাস থাকিবে না! অতএব তুমি এরূপ মনে করিওনা যে আমরা সকলে আপন২ বনিতার বিষয়ে যাহা কহিলাম তাহা তোমাপেক্ষা সতন্তর, আমি এই বিষয়ে তোমাকে কতক গুলিন যুক্তি প্রদর্শন করিব, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছি এবং ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বরের স্রষ্ট পদার্থ মধ্যে পুরুষ জাতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং স্ত্রী জাতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত যেমন তিনিপুরুষ জাতিকে সর্ব্ব বিষয়ে পরিপক্ক করিয়াছেন, তদ্রূপ সকল কর্ম্মেই তাহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। সেইরূপ স্ত্রী জাতি সর্ব্বদাই চপল এবং চঞ্চল, আমি তাহার ভূরি প্রমান প্রদর্শন করিতে পারি, কিন্তু এই স্থলে-

তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। এই সকল কারণ বশতঃ যদ্যপি কোন স্ত্রী কোন পুরুষকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিতে সমর্থ হন? তিনি যে রমণিকে স্বীয় অভিমত বিবেচনা করেন তাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্নের এবং ক্ষমতার ত্রুটি করেন না, এবং তাহা যে একবার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন এমত নহে, দিবস মধ্যে সহস্রবার তদ্বিষয়ের সুযোগ অনুসন্ধান করেন। তুমি স্ত্রী জাতিকে কি বিবেচনা কর? তাহাদিগের স্বাভাবিক অল্প বুদ্ধি, যে সুচতুর প্রেমিক ব্যক্তি স্ত্রীলোকের মন ভুলাইতে সুপারগ, সেই ব্যক্তি অনুনয় বিনয়ে হউক তোষামোদ দ্বারা অথবা মহামূল্য দ্রব্য প্রদানেই হউক কিম্বা অন্য কোন উপায়েই হউক, তাহাদিগকে ইচ্ছা করিলে কি তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তোমার বণিতা অন্যান্য অবলার ন্যায় রক্ত-মাংস বিশিষ্ট সুতরাং তাহাদিগের ন্যায়ও ঐ সকল ইচ্ছার অধীন, এবং অন্যে যেমন তদ্বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না, তোমার পরিবার ও সেইরূপ জানিবে, তিনি যত ধার্ম্মিক হউক না কেন তিনি যে অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের অধীন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং যদি তাহাই সম্ভব হইল তবে তোমার তাহাতে অস্বীকার হওয়া কখন যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। তিনি কহিলেন আমি অধ্যাপক নহি, একজন সামান্য বণিক তথাপি তোমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণকর,

তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহা অল্প বুদ্ধি স্ত্রীলোক দিগের ঘটিয়া থাকে এবং যাহাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে লজ্জার লেশ মাত্রও নাই তাহারাই অন্য পুরুষের উত্তেজনায় এবং প্রলোভন বাক্যে সম্মতা হয়; কিন্তু যাহাদিগের ধর্ম্মে মতি আছে এবং যাহারা স্বীয় কুলমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে তাহারা অন্যের কথা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই সময়ে পুরুষ অপেক্ষাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় এবং তাহারা প্রাণ থাকিতে ঐরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; আমার স্ত্রী ও সেই প্রকার।

আয়ুজ কহিলেন সত্য, যদ্যপি এই সকল দোষের নিমিত্ত তাহাদিগের মস্তক হইতে পশুর ন্যায় শৃঙ্গ বহির্গত হইয়া দুষ্কর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদান করিত, তাহা হইলে বোধকরি অতি অল্প লোকেই এই সকলদোষে দূষিত হইত। কিন্তু যদ্যপি তাহারা চতুর হয়, তাহা হইলে কিছুতেই তাহাদিগের দোষ প্রকাশ পায় না এবং যেস্থলে প্রকাশ হইলেই 'দুশ্চারিনী' রূপে পরিগণিতা ও লজ্জাস্পদ হইতে হয়, সেস্থলে তাহারা গোপন পাইলে কখন সময় নষ্ট করে না। অতএব তুমি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে যে স্ত্রী কাহার দ্বারা প্রলোভিত হয় নাই এবং যে অন্য পুরুষকে যাচিঞা করিয়া নৈরাশ হইয়াছে সেই স্ত্রীই সাধ্বী এবং পতিব্রতা, যদিচ আমি স্বভাব সিদ্ধ সামান্য বুদ্ধি দ্বারা' এই সকল পরিজ্ঞাত হইয়াছি, কিন্তু যদ্যপি আমি স্বয়ং কতক গুলিন স্ত্রীলোকের মন

বুঝিয়া তৎপক্ষে চেষ্টা না করিতাম এবং তাহারাও আমার ইচ্ছায় সম্মতি প্রদান না করিত তাহা হইলে আমি কখনই এরূপ কহিতাম না আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যেমন অন্যান্য স্ত্রী গণকে প্রণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছি তদ্রূপ যদি তোমার ধার্ম্মিক পত্নির নিকট কিছু দিবস থাকিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকেও অন্যের ন্যায় আমার বশীভূত হইতে হইবে।

বারনার্ড কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি নিশ্চয় বলিতেছ কি আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই বিবাদের শেষ হইবে না, অতএব আমি সকলের সম্মুখে এই কহিতেছি যদ্যপি তুমি আমার পত্নীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে আমি তোমার নিকটে স্বীয় মস্তকার্পণ করিতে সম্মত আছি এবং যদ্যপি তুমি অপারগ হও তবে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে। আম্ব্রজ রুষ্ট হইয়া কহিলেন যদিস্যাৎ আমি এই বিষয়ে কৃত কার্য্য হইতে পারি, তোমার মস্তক আমার কি উপকারে আসিবে অতএব যদ্যপি তোমার এই বিষয় পরিক্ষা করিবার মানস থাকে তবে সহস্র পরিবর্ত্তে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে এবং তাহা তোমার জীবনাপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহে। এইরূপ পণ করিলে আমি অবস্যই জিনোয়াতে যাইতে বাধ্য হইব এবং আমার এখান হইতে প্রস্থানের দিনাবধি তিন মাস পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারিত রহিল, এই কাল মধ্যে আমি তোমার পত্নীর প্রণয়

লাভ করিয়া এরূপ কোন চিহ্ন আনিব যদ্দ্বারা তোমার মনে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না, কিন্তু এই সময় মধ্যে তুমি তথায় গমন কিম্বা এই বিষয়ে তাহাকে কোন পত্র লিখিতে পারিবেনা।

যদিও অন্যান্য বণিক গণ তাঁহাদিগের এই বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিলি না, যেহেতু তাঁহারা অন্যের হিতকর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পরস্পরে এক খানি পণ পত্রে আপন ২ নাম স্বাক্ষর করিলেন। অনন্তর আম্ব্রজ জিনোয়া নগরে গমন করিয়া অতি সত-র্কতা পূর্ব্বক সেই অবলার নাম, তাহার কিরূপ চরিত্র এবং কোন্ স্থানেই বা তাঁহার বাস ভবন এই সমুদায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার অবগতি হইল যে বারনার্ড যাহা বলিয়াছিলেন সে সকলই সত্য বরং তাহার নির্ম্মল চরিত্র বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক প্রশংসা শ্রবন করিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন করিলেন যে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে; যাহা হউক তিনি এইরূপে চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে এক-টি স্থবিরার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সেই বৃদ্ধা সর্ব্ব-দাই ঐ অবলার নিকটে গমনাগমন করিত এবং তিনি তা-হাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন; আম্ব্রজ বৃদ্ধাকে উৎকোচ দ্বারা বশীভুত করিয়া স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে একটি সিন্দুক বানাইলেন এবং তন্মধ্যে আপনি প্রবিষ্ট

হইয়া কহিলেন তুমি এই সিন্দুক লইয়া তিন দিবসের নিমিত্ত অবলার শয়ন মন্দিরে রাখিয়া আইস আমি এই সময় মধ্যে স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিব তৃতীয় দিবসে তুমি সিন্দুক বাহির করিয়া আনিলে তোমাকে যথোচিত সন্তুষ্ট করিব। বৃদ্ধা তাঁহার উপদেশানুসরে সেই সিন্দুক অবলার শয়ন মন্দিরে রাখিয়া কহিল আমি কোন স্থানান্তরে গমন করিব, দুই দিবস পরে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ইহা লইয়া যাইব।

অনন্তর রজনি আগতা হইলে যখন তিনি অনুভব করিলেন যে এতক্ষণ অবলা নিদ্রিত হইয়াছে সেই সময়ে সমভিব্যাহারে আনিত কোন বিশেষ যন্ত্রদ্বারা সেই সিন্দুক উদ্ঘাটন করিলেন এবং অতি ধীরে ২ অবলার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথায় একটি দীপ প্রজ্বলিত আছে, তিনি সেই আলোক যোগে গৃহ কি ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে কি কি উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে এইসমুদায় বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া রাখলেন। পরিশেষে শয্যার নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে অবলা একটি বালিকা সমভিব্যাহারে ঘোর নিদ্রায় অভিভুতা আছেন, তিনি তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া মনে ২ কহিতে লাগিলেন আহা! কি সুকোমল কলেবর, কি অঙ্গ ভঙ্গিমা কি আশ্চর্য্য রূপলাবণ্য! এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি কামিনী প্রায় দৃষ্ট গোচর হয় না; তাঁহার অঙ্গে এরূপ কোন চিহ্ন দেখিতে পান না যদ্দারা বারনার্ড'র মনে দৃঢ়

বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন, অনেক দৃষ্টি পাতের পর, দেখিলেন যে তাঁহার বক্ষঃস্থলের বাম ভাগে একখানি জড়ুল রহিয়াছে, তিনি অবলার সুবিখ্যাত সাধু চরিত্র শ্রবনে আর কিছু সাহস না করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রজনীর অধিক অংশ তথায় যাপন করিয়া গৃহ হইতে একটি থলিয়া, একটি ঘাগ্‌রা, একটি অঙ্গুরীয় এবং একটি কটি বন্ধনি পেটি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সিন্দুক মধ্যে উত্তম রূপে রক্ষা করিলেন, এবং ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক পুনরায় সেই সিন্দুক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুর্ব্বের ন্যায় তাহা বন্ধ করিলেন; তথায় তিনি দুই রাত্রি যাপন করিলেন কিন্তু অবলা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বৃদ্ধা নির্দ্দিষ্ট দিবসে তথায় আগমন করিয়া সেই সিন্দুক লইয়া গমন করিল; আম্বুজ তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে অবলাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন এবং তথায় আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই সমস্ত অভিজ্ঞান দ্রব্য সমভিব্যাহারে পারিস নগরে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দিবস মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলে তিনি অন্য বর্ণিক দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন আমি স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিয়া প্রতিজ্ঞানুসারে এই সমস্ত প্রমান চিহ্ন আনয়ন করিয়াছি। প্রথমে তিনি অবলার শয়ন মন্দির বর্ণন করিয়া তাহাতে কি কি চিত্রপট এবং উত্তম দ্রব্য আছে সেই সমুদায় ব্যক্ত করিলেন, পরে সমভিব্যাহারে

আনিত অঙ্গুরীয় প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রদর্শন করিয়া কহিলেন এই সকল আমি তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। বারনার্ড কহিলেন হাঁ ইনি যেরূপ গৃহ বর্ণন করিলেন, তাহা অবিকল আমার শয়ন ম–ন্দিরের ন্যায় বটে এবং যে সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছেন তাহা আমার পত্নীর বটে, কিন্তু এই সমস্ত একজন সামান্য দাসের দ্বারা অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারে, অতএব আর কোন বিশেষ চিহ্ন প্রদর্শন না করিলে আমি পণে পরাজয় স্বীকার করিতে পারি না। আম্বুজ কহিলেন ইহাতেই তোমর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আর কিছু বিশেষ চিহ্ন দেখাইতে কহিলে, ভাল স্মরণ করিয়া দেখ দেখি তোমার পত্নীর বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে এক খানি জরুল আছে কি না? বারনার্ড এই কথা শ্রবণ মাত্র সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এরূপ বিকলাঙ্গ ও বিকৃত বর্ণ হইলেন যে তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে আম্বুজ সত্য কহিয়াছেন; ক্ষণ কাল বিলম্বে তিনি কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আম্বুজ যাহা কহিলেন সে সমুদায়ই সত্য, এবং আমিও স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পণে পরাজয় স্বীকার করিলাম, অতএব উনি যখন ইচ্ছা করিবেন আমি সমুদায় মুদ্রা প্রদান করিয়া পণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।

বারনার্ড তৎপর দিবসে সমুদায় মুদ্রা প্রদান করিয়া ক্রোধ ভরে সেই দিবসেই তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক

জিনোয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন, কতিপয় দিবস মধ্যে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তন্নিকটস্থ একটি পল্লিগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক এক জন বিশ্বাসি ভৃত্যকে দুইটি অশ্ব সমভিব্যাহারে এক খানি পত্র দ্বারা স্বীয় আগমন বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া কহিয়া দিলেন তুমি তাহাকে আনিবার সময়ে পথিমধ্যে যে স্থান উপযুক্ত বোধ করিবে তথায় সেই নির্লজ্জ অবলাকে বিনাশ করিয়া আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে। ভৃত্য অবলা হস্তে পত্র প্রদান করিলে তিনি তৎপাঠে পতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং আর অনুমাত্র বিলম্ব না করিয়া পতির চরণ দর্শন মানসে তৎ পর দিবস প্রাতকালেই ভৃত্য সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা বিবিধ বিষয়ের কথোপকথন করিয়া আগমন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ বেষ্টিত একটি নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভৃত্য সেই স্থানকে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া, এক হস্তে নিষ্কাসিত অসি ও অপর হস্তে অবলার কর ধারণ পূর্ব্বক কহিল মাত! এই স্থানেই তোমার জীবনের শেষ হইবে, অতএব একবার ঈশ্বরকে ডাকিয়া লও। তিনি তদ্বচনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি তোমার নিকটে এই ভিক্ষা করিতেছি যে অগ্রে প্রকাশ করিয়া বল, রআমি তোমার কি দোষ করিয়াছি যে আমাকে এক

রারে বিনষ্ট করিবে। ভৃত্য কহিল, তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই, কিন্তু তোমার পতি আমার প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, যে তোমার প্রতি অনুমাত্র করুণা প্রকাশ না করিয়া তোমাকে পথিমধ্যে বিনাশ করিব, যদি ইহাতে পরাংমুখ হই তাহা হইলে তিনি আমার প্রাণ বিনষ্ট করিবেন। আমি যে তাঁহার প্রতি কিরূপ অনুরক্ত এবং তাঁহার আজ্ঞার অধীন তাহা তোমার অগোচর নাই, অতএব আমি তাঁহার আজ্ঞা উল্লঘন করিতে কখন সমর্থ হইব না; আমি যে তোমার নিমিত্ত কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু কি করি ইহাতে আমার কোন ক্ষমতা নাই। অবলা শোক ভরে বর্ষাকালিন শলিল ধারার ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন পুর্ব্বক ভৃত্যের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন স্বরে কহিলেন, যে ব্যক্তি তোমার কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে বিনাদোষে অন্যের ইচ্ছায় বিনষ্ট করিও না। আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, যে পতির নিকটে এতাদৃশ নিষ্ঠুর রূপে দণ্ডিত হইবার কোন অপরাধ করি নাই সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার বস্ত্রাদি গ্রহণ কর এবং তোমার টুপি ও একটা অঙ্গরাখা আমাকে প্রদান কর, আমি যে জীবনের নিমিত্ত তোমার নিকটে এত ব্যগ্রতা স্বীকার করিতেছি এবং যাহার নিমিত্ত তোমার কাছে চির কাল ঋণি রহিলাম, তাহারই সপথ করিয়া কহিতেছি যেখানে তোমার প্রভুর, কিম্বা এই ন-

গর বাসি অন্য কোন ব্যক্তির সম্বন্ধ নাই অথবা তোমরা কেহই আমার কোন কথা শুনিতে পাইবেনা আমি সেই স্থানেই প্রস্থান করিব; অতএব তুমি আমার বস্ত্রাদি লইয়া স্বীয় প্রভুর নিকটে যাইয়া কহ যে আমাকে বিনাশ করিয়াছ। তাঁহাকে বিনাশ করিতে ভৃত্যের তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং সে অবলার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় টুপি ও অঙ্গরাখা প্রদান করিল, এবং তাঁহাকে তথা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে কহিয়া স্বীয় প্রভুর নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিল, আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া সেই মৃত দেহ বন্য পশু দিগের উদর পোষনের নিমিত্ত বনে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছি। অনন্তর বারনার্ড জিনোয়া নগরে গমন করিবার কিছু দিবস পরে, যখন সত্য বিষয় প্রকাশ হইল তখন তিনি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে অবলা সেই নির্জ্জন প্রদেশে বিচরণ করিতে ২ যখন দেখিলেন যে রজনি আগতা হইল, তখন তিনি যত দুর সাধ্য ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া নিকটস্থ এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন. এবং তথাকার কোন বৃদ্ধা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায় সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গরাখা কাটিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র করিলেন। পরে মস্তকের কেশ কলাপ ছেদন করিয়া সামান্য নাবিক বেশ ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্র তটে গমন করিলেন, সেই স্থানে কাটালোনিয়া বাসি একজন

ভদ্র লোক তত্রস্থ নিষ্কর বাজারে সেহলের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন, অবলা তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ের বাদানুবাদ করিয়া শেষে তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত হইলেন, এবং তদবধি তাঁহার নাম সিকারানা নামে খ্যাত হইল। তথায় তিনি উত্তম পরিধেয় বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং এমত সতর্কতা ও চতুরতা পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে তদ্দর্শনে ঐ ভদ্র লোক তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কতিপয় দিবস মধ্যে ঐ ভদ্রলোক আলেক জাণ্ড্রিয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার সুলতানের মনরঞ্জনের নিমিত্ত কতক গুলিন শিকারিবাজ পক্ষি লইয়া তাঁহারনিকটে গমন করিলেন; ছদ্ম বেশ ধারি অবলা তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকাতে সুলতান তাঁহার সচ্চরিত্রাবলোকনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে প্রার্থনা করিলেন। ঐ ভদ্র লোকের তাহাতে যদিও অনিচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি সুলতানের ভয়ে অগত্যা তাঁহাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন, অবলা সুলতান সমীপে থাকিয়া অতি অল্প দিবস মধ্যে তাঁহার এরূপ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, যে তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু অপেক্ষা ইহাঁর নিকটে ক্রমে সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

বৎসরের কোন সময়ে সুলতানের রাজত্যাধীন একার নগরে একটি নিষ্কর বাজার হইত, সেই রাজারে অনেক খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান বণিক আগমন করিতেন এবং তাঁহাদিগের সু রক্ষার নিমিত্ত সুলতান কতক গুলি-

ন সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার একজন সামান্য কর্ম্মা ধ্যক্ষকে প্রেরণ করিতেন। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইলে তিনি মনে ২ বিবেচনা করিলেন যে সিকারানা ঐ সকল ভাষায় সুনিপুন অতএব এই বারে ইহাকেই তথায় প্রেরণ করিব, এইরূপ মানস করিয়া তিনি তাঁহাকে তৎকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। অবলা বণিক দিগের সুরক্ষার নিমিত্ত একার নগরে উপস্থিত হইয়া অতি সতর্কতা পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন; এবং তিনি প্রত্যহ স্বদেশাগত ইটালিয়ান বাসি বণিক দিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেন। এক দিবস তিনি ভিনিসিয়া বাসি কোন বণিকের বিপিনে উপস্থিত হইয়া নানা বিধ খেলানা দেখিতে ২ হটাৎ একটা থলিয়া ও পেটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল; তিনি দর্শন মাত্র সেই দ্রব্য তাঁহার নিজের বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং তাহার প্রকাশ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন না করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেম এই সকল দ্রব্য কাহার? ইহা কি বিক্রয় হইবে! ঘটনা ক্রমে এই সময়ে আম্বুজ কতক গুলিন বানিজ্য দ্রব্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রক্ষকাধ্যক্ষ ঐ সকল দ্রব্য কাহার বলিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন শ্রবণ করিয়া তিনি সহাস্য বদনে কহিলেন, মহাশয়! এই সকল আমার ইহা বিক্রয় হইবে না কিন্তু যদ্যপি আপনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে আমার কোন আপত্য নাই। সিকারানা তাঁহাকে হাস্য ক-

ব্রিতে দেখিয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেন বোধ হয় আমার কোন কর্ম্ম এবং ব্যবহারে এই ব্যক্তি হাস্য করিতেছে; তৎপ্রযুক্ত তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন বোধ করি তুমি আমাকে দেখিয়া হাস্য করিতেছ, যেহেতু আমি এই সকল স্ত্রীলোকের ব্যবহারোপযোগী খেলামার অনুসন্ধান লইতেছি। আম্ব্রুজ কহিলেন, মহাশয়। আমি তাহাতে হাস্য করি নাই, যে উপায়ে এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই স্মরণ করিয়া হাস্য করিলাম। সিকারানা কহিলেন, যদ্যপি তোমার কোন ক্লেশ বোধ না হয়, আমার নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। আম্ব্রুজ কহিলেন মহাশয়! বারনার্ড নামা জিনোয়া বাসি একজন বণিকের পত্নী জিনিভারার সহিত আমি একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই অবলা আমাকে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিয়াছে। আমি বারনার্ডের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিলাম, তাঁহার সহিত আমার এই পণ হইয়াছিল, যদ্যপি আমি সেই অবলাকে আপন ইচ্ছার অনুবর্ত্তি করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাকে পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিবেন, আমি তদনুসারে পণে জয় লাভ করিয়া এই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন যেরূপ শাস্তি হওয়া উচিত তাহা না হইয়া শুনিলাম তিনি রোষ ভরে জিনোয়া নগরে গমন করিয়া সেই নির্দ্দোষী অবলাকে বিনাশ করিয়াছেন

সিকারানা এক্ষণে বারনার্ডের অসন্তোষের কারণ অবগত হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন যেএই ব্যক্তিই সকল অনর্থের মুল অতএব ইহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা অতীব কর্ত্তব্য। তৎপ্রযুক্ত তিনি ঐ বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ঐ ইতিহাস শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁগার সহিত ক্রমে বিশেষ আনুগত্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই বাজার ভাঙ্গিলে তিনি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে গমন করিলেন এবং সেখানে এক খানি দোকান ভাড়া করিয়া তাঁহাকে কতক গুলিন মুদ্রা প্রদান করিলেন, আম্ব্রুজ তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট চিত্তে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিকারানা পতির নিকটে স্বীয় নির্দোষিতা প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহাকে তথায় আনাইবার নিমিত্ত ছলনা দ্বারা কতক গুলিন জিনোয়া বাসি বণিককে সম্মত করিলেন, অনন্তর বারনার্ড অতি হীন বেশে তথায় উপস্থিত হইলে অবলা গোপন ভাবে একজন বন্ধুর ভবনে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। এক্ষণে সিকারানা সুলতান সমীপে আম্ব্রুজকে সেই ইতিহাস প্রকাশ করিতে কহিলে তিনি তাঁহার নিকটে যেরূপ কহিয়াছিলেন সুলতান সমীপে অবিকল তাহাই বর্ণন করিলেন, এবং তিনিও তাহা শ্রবনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; পরন্তু বারনার্ড ত-

থায় উপস্থিত হইলে, অবলা আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া সুলতানের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি বারনার্ড এবং আয়ুজ উভয় ব্যক্তিকেই তাঁহার সম্মুখে আহ্বান করেন এবং আয়ুজ যে বিষয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহার যথার্থ মর্ম্ম বারনার্ড সম্মুখে প্রকাশ করিতে পরাংমুখ না হন যদ্যপি তিনি সহজে প্রকাশ না করেন তবে বল প্রকাশ করিতে হইবে। সুলতান তদনুসারে তাঁহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া বিঘূর্ণিত নয়নে আয়ুজকে কহিলেন, তুমি সত্য করিয়া বল বারনার্ডের নিকট হইতে কিরূপে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছ ? আয়ুজ যাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন এক্ষণে সেই সিকারানা সরোষ বচনে কহিলেন যদ্যপি তুমি এই বিষয়ের কিছু মাত্র গোপন কর তাহা হইলে নির্দ্দয় রূপে দণ্ডিত হইবে। আয়ুজ তাঁহাদিগের এই কথায় শঙ্কিত হইয়া তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন, সুতরাং অন্যরূপে দণ্ডিত না হইয়া তিনি সেই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা রক্ষার নিমিত্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন। অনন্তর সিকারানা বারনার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এই মিথ্যা বিষয়ে তুমি স্বীয় বনিতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ ? তিনি কহিলেন আমি যেরূপ লজ্জায় পতিত হইয়াছিলাম তজ্জন্য এবং ক্লেশে সঞ্চিত পঞ্চ সহস্র মুদ্রা বৃথা নষ্ট হওয়াতে রোষ

পরবশ হইয়া একজন ভৃত্যের প্রতি তাঁহাকে হত্যা করিতে কহিয়াছিলাম ; তাহাতে সে প্রত্যাগত হইয়া কহিল যে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছে এবং সেই মৃত দেহ বন্য পশুতে ভক্ষণ করিয়াছে।

তিনি সিকারানার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং সুলতান সমীপে এবং অন্যান্য সভাসদের সম্মুখে এই ঘটনা প্রকাশ করিলে, অবলা কহিলেন, ধর্ম্মাবতার! এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন সেই অবলা তাহার পতির এবং উপপতার বিষয়ে কিদৃশ দম্ভ প্রকাশ করিতে পারে, যেহেতু একজন প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া তাহার পতিকেও নিঃস্ব করিতে ক্রটি করে নাই; এবং অপর ব্যক্তি স্বীয় পত্নীর পতিব্রতা ও সচ্চরিত্রতা বহু কালাবধি অবগত থাকিয়াও অন্যের প্রবঞ্চনা বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনায়াসে সেই দুর্ভাগ্য অবলাকে বিনাশ পূর্ব্বক তাহাকে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহার করাইল! অধিকন্তু ইহারা সেই অবলার সহিত বহুকাল সহবাস করিয়াও তাহার প্রতি এমনি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছে যে এক্ষণে কেহই তাহার পরিচিত নহে; ইহাতে আপনি অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন যে ইহারা কিরূপ উপযুক্ত এবং যদ্যপি আপনি আমার অনুরোধে প্রবঞ্চকের দণ্ড বিধান করিয়া যে ব্যক্তি প্রবঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে সেই অবলা আপনার এবং ইহাদিগের সম্মুখে এখানে আসিয়া

উপস্থিত হয়। সুলতান সকল বিষয়েই সিকারানাকে অনুগ্রহ করিতেন এক্ষণে তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন তুমি যাহা কহিবে তাহাতে আমার কিছু মাত্র আপত্য নাই, অতএব সেই অবলা এখানে আসিয়া উপস্থিত হউন। বারনার্ড তাহা শ্রবন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে অবলা বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আম্রুজ ভবিস্যতে মন্দ আশঙ্কা করিয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেন মুদ্রা প্রত্যর্পণ করা দূরে থাক্ অবলা এখানে উপস্থিত হইলে আরও মন্দ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া তিনি নিতান্ত শঙ্কিত মনে অবলার আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুলতান এইরূপে অনুমতি প্রদান করিলে সিকারানা তাঁহার চরণ তলে পতিত হইয়া পুরুষের ব্যবহার এবং স্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন ধর্ম্মাবতার! আমিই সেই দুর্ভাগ্য জিনিভারা, প্রায় ষষ্ঠ বর্ষ কাল পুরুষ বেসে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি এবং দুর্ম্মতি আম্রুজের ছলনায় ও এই ব্যক্তির অবিচারে পতিত হইয়া আমি অনায়াসে বিনষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেবল ঈশ্বরানুকম্পায় তাহা হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছি এই বলিয়া তিনি স্বীয় বক্ষঃস্থলের বসন উত্তোলন পূর্ব্বক সকলকে দেখাইলেন যে তিনিই সেই অবলা। অনন্তর আম্রুজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সরোষ বাক্যে কহিলেন, কো-

থায় এবং কোন্ স্থানে তুমি আমার সহিত একত্রে শয়ন করিয়া ছিলে? কিন্তু তিনি অবলাকে চিনিতে পারিয়া এরূপ লজ্জিত হইলেন যে একটি কথা মাত্রও কহিতে পারিলেন না। সুলতান একাল পর্য্যন্ত যাঁহাকে পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে পূর্ণ যৌবনা কামিনী নিরীক্ষনেও তাঁহার ইতিহাস শ্রবণে এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন যে তৎকালে তিনি নিদ্রিতাবস্থায় সপ্নাবলোকন করিতেছেন অথবা সেই ঘটনা প্রকৃত রূপে দেখিতেছেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; পরন্তু তিনি বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে তখন তিনি জিনিভারার জীবন বৃত্তান্ত তাঁহার সচ্চরিত্র এবং সহিষ্ণুতাকে শত ২ বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে যথা যোগ্য বসন ভুষণ ও পরিচারিকা প্রদান করিয়া তাঁহার অনুরোধে প্রাণ দণ্ডার্হ বারনার্ডকে ক্ষমা করিলেন এবং বারনার্ডও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনার নিমিত্ত পাতিত জানু হইলেন; যদিও তিনি" ক্ষমার উপযুক্ত পাত্র নহেন, কিন্তু অবলা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় পতি রূপে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর সুলতান আম্বুজকে উত্তম রূপে বন্ধন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, ইহার সর্ব্ব শরীরে মধু মর্দ্দন করিয়া নগরের একটা প্রকাশ্য স্থলে ফাঁসি কাষ্ঠে চড়াইয়া যে পর্য্যন্ত না সর্ব্ব শরীর গলিত হইয়া

পতিত হয় তাবৎ কাল তদ্রূপেই থাকিবে। তৎপরে জিনিভারা এবং তাঁহার পতি বারনাডের সম্মান রক্ষার্থে তিনি মহা সমারোহ পূর্ব্বক একটা ভোজের আয়োজন করিয়া জিনিভারাকে অসংখ্য অর্থ এবং বহু মূল্য বসনাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ভোজ সম্পূর্ণ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে এক খানি তরি প্রস্তুত করিয়া দিয়া জিনোয়াতে গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন; তাঁহারাও পরমাহ্লাদে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জিনোয়াতে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সম্মানিত হইলেন, বিশেষতঃ যাহাকে সকলেই মৃত বিবেচনা করিয়া ছিল এক্ষণে সেই ধর্ম্মানুরতা জিনিভারাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া নগরস্থ সমস্ত লোকেই সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল,। এদিকে অম্বুজ প্রকাশ্য স্থলে লম্বিত থাকাতে মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মধুপায়ী জীব সকল তাহার শরীরস্থিত মাংস এরূপে ভক্ষণ করিল যে কেবল অস্থি মাত্র অবশিষ্ট রহিল এবং তাহার দুশ্চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ সেই অস্থিময় দেহ নাড়ি ভুঁড়ি সহিত একত্র বন্ধন করিয়া কতিপয় দিবস লম্বিত রহিল। এইরূপ একটি বাক্য আছে যে প্রবঞ্চক প্রবঞ্চিতের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ইতি নবমোপাখ্যান।

দশমোপাখ্যান।

অনেক দিন গত হইল পিসা নগরে একজন বিচারক অবস্থান করিতেন, তাঁহার নাম রিসিয়ার্ড তাঁহার শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক জ্ঞান বল সমধিক বলবান ছিল। তাঁহার মনে একপ বিশ্বাস ছিল যে বিচার সম্বন্ধিয় কার্য্য অপেক্ষা একজন বিবাহিত স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, তৎপ্রযুক্ত তিনি একটি পরমাসুন্দরী যুবতী অবলার পানি গ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, তিনি যে রূপ অন্য ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান করিতেন এক্ষণে তাঁহার পক্ষেও দুইটি বিষয় পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য হইয়াছিল; যাহা হউক, তিনি অতি শীঘ্র অভিলষিত বিষয়ে কৃত কার্য্য হইলেন। সেই নগরে লাটাগুলাণ্ডু নামক এক ব্যক্তি অবস্থান করিতেন, তাঁহার অসামান্য রূপ লাবন্য সম্পান্না ও অতি চতুরা এক কন্যা ছিল, তিনি বিচারকের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁ-

হাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিচার পতি নিয়মানুসারে সেই সুরূপা অবলার পানি গ্রহণ করিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজালয়ে আনয়ন করিলেন এবং পরিনয়োপলক্ষে এক উৎকৃষ্ট ভোজের আয়োজন করিয়া বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে মহা আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি রজনি মধ্যে একবার মাত্র পত্নীর নিকটে গমন করিতেন এবং অল্প সময় মধ্যে কথোপকথন পরিশেষ করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার মানসে সুরাপান ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন ভক্ষণ পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে গমন করিতেন। রাভেনাতে যে পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছিল, ভাবি সন্তান দিগের সহজে সুশিক্ষা প্রাপ্তির নিমিত্ত তিনি স্বীয় বনিতাকে তাহা পাঠ করাইতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি সেই পঞ্জিকা লইয়া অবলাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ সম্বৎসর মধ্যে এরূপ দিন অতি অল্প দেখা যায় যাহাতে দেবতা কিম্বা কোন ধর্ম্মাত্মা দিগের সম্বন্ধ নাই। তিনি আরও না না বিধ প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে ঐ সকল দিবসে পতি এবং পত্নিতে একত্র থাকা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত তিনি কতিপয় নির্দ্ধারিত দিবসের নামোল্লেখ পূর্ব্বক কহিলেন সেখানে চারিটি নিয়ম আছে যথা ধর্ম্মাত্মা দিগের উপাসনা দিবস, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং কতিপয় চান্দ্র দিবস ও অন্যান্য, অনেক নিয়ম বদ্ধ সময় আছে।

এই প্রকারে তিনি এক মাস মধ্যে এক বার মাত্র স্বীয় বনিতার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অসন্তোষ করিতেন এবং পাছে অন্য কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে শিক্ষা অথবা কুপরামর্শ প্রদান করে, এই ভাবিয়া তিনি অতি সতর্কতা পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতেন।

ক্রমে গ্রীষ্ম কাল উপস্থিত হওয়াতে প্রখর রবিতাপ অসহ্য বোধে তিনি স্বীয় বনিতা সমভিব্যাহারে কোন পল্লিগ্রামে যাইয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন; এক দিবস তিনি পত্নীর হর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত মৎস্য ধরিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতে মানস করিয়া দুই খানি নৌকা নিযুক্ত করিলেন, এক খানিতে অন্য কতিপয় অবলার সহিত স্বীয় পত্নীকে আরোপন করিলেন এবং অপর খানিতে স্বয়ং কতক গুলিন ধীবর সমভিব্যাহারে লইয়া মৎস্য ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা তদামোদে মত্ততা প্রযুক্ত আর কোন বিষয়ে চিন্তা না করিয়া অজ্ঞানের ন্যায় সমুদ্রের বহু দূরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ কতক গুলিন নাবিক দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার পত্নির অপরূপ রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই অবলাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিল। ইহাতে বিচারক যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলেন তাহা সকলেরই বোধ গম্য হইতে পারে, পরন্তু তিনি অতি বিমর্ষান্তঃকরণে পিসাতে

প্রত্যাগমন করিয়া দস্যু দিগকে ধরিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে সমুদায়ই বিফল হইল, যেহেতু তাহারা কে এবং তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কোথায় গমন করিল, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না; এদিকে দস্যুগণাধ্যক্ষ পাগনিনা সেই ভুবন মোহিনী কামিনীকে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন; তাঁহার বিবাহিত স্ত্রী ছিল না তৎপ্রযুক্ত তিনি তাঁহাকেই আপন পত্নী রূপে গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তিনি বিবিধ মিষ্ট বাক্য ও সুমধুর আলাপনে অবলার ভয় ভঞ্জন করিতে তৎপর হইলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাহাতে সম্যক উপকার দর্শিল না, তখন তিনি রজনী যোগে অবলার নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে যত্নের ক্রটি করিতেন না। অনন্তর তাঁহার যত্ন এমত ফলবান হইয়া উঠিল, যে অবলা মোনাকো দেশে উপস্থিত হইয়া বিচারকের সমুদায় নিয়মাবলী বিস্মৃত হইলেন এবং দস্যু পতির সহবাসে মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, পাগানিনাও কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে যত্নের ক্রটি করিতেন না এবং তাঁহার সহিত বিবাহিত পত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

কিছু দিবস পরে অবলার সমাচার রিসিয়াডের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে তথা হইতে আনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন এবং অন্য কোন

ব্যক্তিকে তৎকর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র না দেখিয়া স্বয়ং গমন করিতে মানস করিলেন। পরন্তু তাহাই স্থির নিশ্চয় হইলে তিনি মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন অবলার পরিবর্ত্তে যত মুদ্রা প্রদান করিতে হউক না কেন আমি তাহাতে পরাংমুখ হইব না; অনন্তর কতক গুলিন মুদ্রা সমভিব্যাহারে তিনি মোনাকো নগরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পত্নীকে দর্শন করিলেন এবং অবলাও তাঁহাকে দর্শন করিয়া মনে২ যাহা স্থির করিয়াছিলেন তাহা রজনী যোগে পাগানিনার নিকটে ব্যক্ত করিলেন। পর দিবস প্রাতে রিসিয়ার্ড পাগানিনার নিকটে গমন করিয়া পরস্পর উভয়ে পরিচিত হইলেন কিন্তু তিনি কি মানসে আসিয়াছেন দস্যু তাহারই অপেক্ষা করিয়া ছলনা পূর্ব্বক এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যেন তিনি রিসিয়ার্ড বিচার পতির নামও কখন শ্রবণ করেন নাই এবং তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত নহেন। অবশেষে উপযুক্ত সময় উপস্থিত দেখিয়া বিচারক কি অভিপ্রায়ে তথায় আগমন করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন তুমি আমার পত্নীকে প্রত্যর্পন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে যাহা উপযুক্ত মূল্য বিবেচনা করিবে আমি তাহাই প্রদান করিব! পাগানিনা বিনয় নম্র বচনে কহিলেন মহাশয়! আমার নিকটে একটি যুবতি স্ত্রী আছেন বটে, কিন্তু তিনি আপনার কি অন্য ব্যক্তির পত্নী তাহা আমি বলিতে পারি না; যেহেতু

আমি আপনার পরিচয় জ্ঞাত নহি, এবং সেই অবলা আমার গৃহে আগমনের পূর্ব্বে যে কোথায় অবস্থান করিতেন তাহার কিছুই অবগত নহি; পরন্তু তিনি যে আপনার মহিলা তাহারই বা নিশ্চয় কি? যাহা হউক আপনি বলিতেছেন যে তিনি আপনার পত্নী এবং আপনাকে সুসভ্য ভদ্র লোক দেখিতেছি, অতএব আমি আপনাকে সেই অবলার নিকটে লইয়া যাইব, তাহা হইলে তিনি আপনাকে অবশ্যই চিনিতে পারিবেন। যদ্যপি তাঁহার সহিত আপনার ইতিহাস ঐক্য হয় এবং যদ্যপি আপনি তাঁহাকে লইয়া যাইতে মানস করেন, আমার তাহাতে কোন আপত্য নাই, আপনি আমাকে যাহা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন আমি সাদরে তাহাই গ্রহণ করিব; কিন্তু যদি তাহার অন্যতর প্রমান হয়, তবে আমি অবশ্যই বলিব, যে আপনি তাঁহাকে প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত ছলনা প্রকাশ করিয়া অতি মন্দ বুদ্ধির কার্য্য করিতেছেন, কারণ আমি যুবা পুরুষ, যুবতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা সম্যক অবগত আছি, বিশেষতঃ আমি সেই অবলাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপ গুণ সম্পন্ন বিবেচনা করি। বিচারক কহিলেন আমি নিশ্চয় বলিতেছি তিনিই আমার পত্নী, এবং তিনি যেখানে আছেন যদ্যপি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তথায় লইয়া যান, আমার প্রতি তাঁহার ব্যবহার দর্শনে আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি আমার

স্ত্রী কি না, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে আমাকে দর্শন মাত্র তিনি শীঘ্র আসিয়া আমার কণ্ঠ ধারণ করিবেন, অতএব আপনি যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাতে সম্মত আছি। এইরূপ কহিলে পাগানিনা তাঁহাকে লইয়া গমন করিলেন।

তাঁহারা উভয়ে ভবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া একটা প্রশস্ত ঘরে উপবেশন পূর্ব্বক পাগানিনা অবলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অবলা সুসজ্জিত হইয়া যেরূপ অন্যান্য অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তির নিকটে আগমন করিতেন এক্ষণে সেই ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া রিসিয়ার্ড'কে কোন অভ্যর্থনা কিম্বা তাঁহাকে কোন সৎকার করিলেন না। বিচারক যেরূপ প্রত্যাশা করিয়া ছিলেন এক্ষণে তাহার বিপরিত ভাব দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আহা! প্রিয়সির বিরহানলে ব্যথিত হইয়া আমি এতাদৃশ শোকাকুলিত হইয়াছিলাম যে, তদ্দ্বারা আমার আকৃতি বিকৃত হওয়াতে বোধ হয় ইনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তৎপ্রযুক্ত তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যে পর্য্যন্ত মৎস্য ধারনামোদে নির্গত হইয়া তোমকে হারাইয়াছি তদবধি বিরহানলে এরূপ দগ্ধ হইতেছি যে আমি জীবনাবধি কখন তাদৃশ শোক সন্তপ্ত হই নাই, কিন্তু তুমি এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ করিতেছ। তুমি কি দেখিতেছ না আমি

তোমার সেই রিসিয়ার্ড ? তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতে এই ভদ্র লোক যত মুদ্রা প্রার্থনা করিবেন আমি সানন্দ মনে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব, এবং ইনি আমার প্রতি দয়াবান হইয়া এতাদৃশ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি যে মূল্য উপযুক্ত বিবেচনা করিব, ইনি তাহাতেই সম্মত আছেন। অবলা তাঁহার প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, মহাশয়! আপনি কি আমাকে বলিতেছেন? আমার বোধ হয় আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে, যেহেতু আমি জীবনাবধি কখন আপনাকে দর্শন করি নাই। তিনি কহিলেন, তুমি আমাকে উত্তম রূপে দেখ, তাহা হইলে তোমার স্পষ্ট স্মরণ হইবে যে আমি তোমার পতি সেই রিসিয়ার্ড অবলা কহিলেন, মহাশয়! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু আপনার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি বিসিষ্ট রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আমি অপনাকে কখন অবলোকন করি নাই। বিচারক তাহা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে তিনি পাগানিনার ভয়ে তদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন বোধ হয় ইহার সম্মুখে কিছু প্রকাশ করিবেন না; তৎপ্রযুক্ত তিনি অন্য গৃহে একাকি তাঁহার সহিত কথা কহিতে মানস করিলেন, পাগানিনা তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন যে আপনি অবলার বনা ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সমর্থ হইবেন না, এই বলিয়া তিনি অবলাকে রিসিয়ার্ড

সমভিব্যাহারে দ্বিতীয় প্রকষ্ঠে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, ইনি কি বলেন তুমি তথায় যাইয়া শ্রবণ কর এবং যাহা উত্তম বিবেচনা করিবে তদনুসারে ইহাঁর বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিও।

তাঁহার এই প্রস্তাবে অবলা সম্মত হইলে তাঁহারা উভয়ে অন্য গৃহে গমন করিয়া একত্রে উপবেশন পুর্ব্বক বিচারক পুনরায় কহিলেন, হা! জীবিতেশ্বরি! হা আমার মনোরঞ্জন দায়িনি! তোমাকে যে স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করে, তুমি কি সেই রিসিঁয়ার্ড কে অবগত নহ? তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, আমার আকৃতির কি এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে? তুমি ক্ষণ কাল স্থির দৃষ্টে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। অবলা সহাস্য বদনে কহিলেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমার এখনও এত ভ্রম হয় নাই যে আপনি আমার পতি রিসিয়ার্ড তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কিন্তু আমি যে পর্য্যন্ত আপনার নিকটে ছিলাম আমি যে কি বস্তু তাহা আপনি কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই, আর আপনি যেরূপ জ্ঞান গরিমা করিয়া থাকেন যদি যথার্থ তদ্রূপ জ্ঞানি হইতেন, তবে আপনার ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল, যে আমি পূর্ণ যৌবনা অবলা যুবতী স্ত্রী দিগের অশন বসন ব্যতীত আরও কোন বিষয় প্রাপ্ত হওয়া অতীব আবস্যক, কিন্তু লজ্জা বশতঃ তাহারা সেই বিষয়টি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যদ্যপি

আপনার পত্নী অপেক্ষা বিদ্যালোচনা ও আইন দর্শন করা প্রিয়তর জ্ঞান হইয়াছিল তবে আপনার বিবাহ করা কখন যুক্তি সিদ্ধ হয় নাই ; ইহা যথার্থ যে আপনি অত্যন্ত আমোদ প্রিয়, কিন্তু আপনি যেরূপ অবকাশ লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে গৃহে বসিয়া থাকেন যদ্যপি কৃশক দিগকে তদ্রূপ সাবকাশ প্রদান করিতেন বোধ হয় তাহা হইলে আপনি এক বিন্দু শস্য প্রাপ্ত হইতেন না। ঈশ্বর আমার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া আমাকে এরূপ ব্যক্তির হস্তে নিক্ষেপ করিয়াছেন যে তাঁহার সহিত সহবাসে আমি পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছি, তিনি শুক্রবার শনিবার উপাসনা ও ধর্ম্ম দিবস বলিয়া তাহার প্রতি মনযোগ পূর্ব্বক আপনার ন্যায় তাহা রক্ষা করেন না, সুতরাং আমি স্বীয় যৌবন কাল তাঁহার সহবাসেই অতিবাহিত করিতে মানস করিয়াছি, অতএব আপনি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া এখান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করুন এবং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বীয় ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্ম দিবস পালন করুন।

অবলা তুষ্টীম্ভাব অবলম্বন করিলে বিচারক তাঁহার কথা শ্রবনে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া কহিলেন, হা প্রানেশ্বরি ! আমার প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে ? তোমার পিতা মাতা এবং স্বীয় মানের প্রতি কি কিছু মাত্র যত্ন নাই; তুমি আমার ধর্ম্ম পত্নী না হইয়া এই ব্যক্তির উপপত্নী

রূপে থাকিয়া কি অক্ষয় পাপে পরিলিপ্ত হইবে ? ইনি তোমার যৌবনারম্ভাতে তোমার প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া যখন দেখিবেন যে তোমার লাবণ্য ও যৌবনের হ্রাস হইতেছে তখন তোমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তোমাকে স্বীয় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে ; কিন্তু আমি তোমাকে যাবজ্জীবন স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও যত্ন করিব এবং আমার অন্তীম কালে তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরি করিয়া আমি লোকান্তর গমন করিব। যে ব্যক্তি তোমাকে জীবনাধিক প্রেম করে, তাহার প্রতি হতাদর প্রকাশ করিয়া কি এই সামান্য লজ্জাঙ্কুর ক্ষুধা-শান্তির নিমিত্ত তোমার স্বীয় গৌরব নষ্ট কর্‌া উচিত? অতএব প্রিয়ে! কখন এরূপ কহিও না, এক্ষণে আমার সহিত গমন কর, আমি তোমার দুঃখের কারণ অবগত হইয়াছি, অতঃপর আমি তোমার সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে যত্নের ত্রুটি করিব না। তুমিই আমার আমোদ! তুমিই আমার ধন ও মান! এবং তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ধন॥ এক্ষণে তুমি অন্যমন পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত গমন কর, আমি যে পর্য্যন্ত তোমাকে হারাইয়াছি তদবধি একটি দিনও আমার সুখদায়ক হয় নাই, সুতরাং তোমার বিরহে আমি অতি কষ্টে ও সূন্য হৃদয়ে কাল যাপন করিতেছি।

অবলা কহিলেন, মহাশয়! আমার মান রক্ষার নিমিত্ত আমি কাহাকেও যত্নবান হইতে ইচ্ছা করি না; ও অনুরোধ ও করিনা। আমার পিতা মাতা আমাকে আপ-

নার হস্তে প্রদান করিবার পুর্ব্বে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগে-র বিবেচনা করা উচিত ছিল; যদ্যপি আমার পক্ষে তাঁহারা অযত্ন প্রকাশ করিলেন, এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত কেন মনোযোগী হইব; আমি যে অক্ষয় পাপাচরণ করিতেছি সে নিমিত্ত আপনাকে কিছুমাত্র বিব্রত হইতে হইবে না, আমি এখানে পাগানিনার পত্নী রূপে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু পিসাতে আমি তোমার উপদাসীর ন্যায় থাকিয়া কালাতিপাত করিতে ছিলাম, সেখানে চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আমাদিগকে মনযোগ করিতে হইত, কিন্তু এখানে তাহার কিছু মাত্র নাই। পাগানিনা সমস্ত রজনী আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার সহিত কত হাস্য পরিহাস, কত আ-মোদ প্রমোদ করেন তাহা বলিতে পারি না, তিনি চুম্ব আলিঙ্গনাদি বিবিধ বিষয়ে আমাকে এরূপ সন্তুষ্ট ক-রিয়াছেন যে আমি কখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি বলিতেছেন যে আমার সহিত উ-ত্তম ব্যবহার করিবেন, কিন্তু আমাদিগের উভয় পক্ষে তাহা নিতান্ত অসম্ভব, অতএব আপনি গৃহে প্রত্যাগ-মন করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষণে যত্নবান হউন, তাহা হইলেই আপনার পক্ষে অধিক হইল, এবং তাহাতে আপনি সমর্থ হইবেন। পাগানিনা পরিনামে আমা-কে পরিত্যাগ করিবেন, সে বিষয়ে আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এবং যদ্যপিও সেই ঘটনা উপস্থিত হয়, আমি প্রাণান্তেও

আপনার নিকটে প্রত্যাগমন করিব না যেহেতু আমার বিলক্ষণ প্রতীতি আছে যদ্যপি আপনাকে কোন একটা মুদ্রা কিম্বা অন্য যন্ত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া তাহা পরিচালনা দ্বারা নিষ্পেষণ করা যায়, তথাপি আপনার শুষ্ক শরীর হইতে এক বিন্দুও রস নির্গত হইবে না। আমি তোমার নিকটে থাকিয়া অত্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়া ছিলাম. এবং এক্ষণে সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছি, অধিকন্তু আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি যে এখানে কোন ভোজ কিম্বা নিযুক্ত দিবস নাই, তন্নিমিত্ত আমি এই স্থানেই অবস্থান করিতে মানস করি ; অতএব তুমি মানে২ আপন আলয়ে প্রস্থান কর, নতুবা আমি এখনি চিৎকার করিয়া বলিব যে তুমি আমার প্রতি বল প্রকাশ করিতেছ।

বিচারক তাঁহার এই সকল কথা শ্রবণে একেবারে হত বুদ্ধি প্রায় হইলেন এবং তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে তাদৃশ যুবতি রমনীর পানি গ্রহণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে; এই রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক পাগানিনার সহিত গোপনে কিছু কথোপকথন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। অবশেষে তিনি স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া পিসা নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, তথায় কোন ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বধিরের ন্যায় তাহার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় গলি২ ভ্রমণ

করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ফলতঃ তিনি এই রূপে কএক দিবস থাকিয়া অতি শীঘ্র অকালে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলেন। পাগানিনা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই বিধবা অবলাকে বিবাহ করিলেন, এবং পরস্পর উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির এক একটি উপাখ্যান বর্ণন সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উদ্যান ভ্রমনে গমন করিলেন, এবং তথায় ক্ষণ কাল আমোদ প্রমোদের পর প্রত্যাগত হইয়া ভোজনাদি সমাপন পূর্ব্বক পরস্পরে নৃত্য গীতাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ সঙ্গীত আরম্ভ, কেহ নৃত্য, কেহ বংশী বাদন ও কেহবা তাল যন্ত্র বাদ্যারম্ভ করিয়া মহা আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন, এইরূপে নৃত্য গীতাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা স্ব ২ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেন। ইতি

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	বসত	বশতঃ
২	২৩	হইয়া ও	হইয়াও
৪	৪	সুপ্রসস্ত	সুপ্রশস্ত
৬	৩	আমর	আমরা
৭	২	প্রকার	০
৮	২	আগত	আগামি
	১১	হর্য্য	হর্ম্ম
৯	২১	পাচিকায়	পাচক কার্য্যে
	২০	পরিস্কার	পরিস্কারে
১৪	৪	সপথ	শপথ
	১৩	ধর্ম্মনিষ্ঠা	ধর্ম্মনিষ্ঠ
	১৪	মন্দিরামুখে	মন্দিরাভিমুখে
১৫	৪	দস্কর্ম্মানিম্নত	দুস্কর্ম্মান্বিত
১৬	৬	যৎপরোনাস্তি	যৎপরোনাস্তি দুঃখিত
১৭	১৭	প্রভৃতি	ও
১৮	২৩	ক্ষরে	রূপে
১৯	১৩	তাঁহাকে	০
২১	৭	তদ্রপই	তদ্রূপই
	১২	অব্যাহার	অত্যাহার
২৬	৮	দিবস	
২৮	৩	সস্ত্যয়ন	স্বস্ত্যয়ন

৩২	১২	যাবতীয়	যাবদীয়
	২২	ঐ	ঐ
৪৫	৯	আবৃতি	আবৃত্তি
৪৮	৬	আচ্ছাদনি	আচ্ছাদন
	৯	আচ্ছাদনির	আচ্ছাদনের
৫৮	১৯	পরিষোধ	পরিশোধ
৬১	১৩	না	নাই
৬৫	১৫	অনিষ্টাশংস্কা	অনিষ্টাশঙ্কা
৬৭	৬	আলিঙ্গনাপাশে	আলিঙ্গন পাশে
৭৩	১১	দ্রুতদ গমনে	দ্রুত-পদ গমনে
৮৪	৬	উপাদানের	উপাধানের
৮৫	১০	অনন্য	অন্য
৮৭	২২	জাগ্রত	জাগরিত
৮৯	৪	দার	দ্বার
৯৪	১৫	আনিত	আনীত
৯৫	১১	রুক্ষ	রিক্ত
	১৯	পরে।	
১০১	৮	নাবক দিগের	নাস্তিক দিগের
	২০	হইলা	হইল
	২৩	পূর্ণ প্রাপ্ত	পুনঃপ্রাপ্ত
১০২	২১	র প্রতি কারে	প্রতি কারের
১০৬	১৪	দ্রব	দ্রব্য
১১০	২৩	কোপোজ্বলি	কোপজ্বলিত
১১৬	১০	মন মালিন্য	মনোমালিন্য

১১৯	১৯	বি ন	ব্যঞ্জন
১২০	১১	মহা মহৎসব	মহা-মহোৎসব
১২৮	১০	প্রভীত	প্রভৃতি
১২৯	৮	থাকতে	থাকাতে
১৩২	৫	এবং	কিন্তু
	২০	মাদকতা	মত্ততা
১৩৬	৭	শান্তনা	সান্ত্বনা
১৪০	৪	কুটম্ব	কুটুম্ব
১৪১	৩	কাষ্ট	কাষ্ঠ
	৫	অবোলোকন	অবলোকন
	১৫	কামিণীকে	কামিনীকে
১৪২	৯/১৬	দাণ্ডায়মান	দণ্ডায়মান
১৪৩	১১	প্রোমোন্মত্ত	প্রেমোন্মত্ত
১৪৫	২	অসুভ	অশুভ
১৪৬	৭	ভ্রাতষ্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৪৯	৬	শীক্ষা	শিক্ষা
১৫১	৫	বিলুংঠিত	বিলুণ্ঠিত
	৮	নিরীক্ষণ	নিরীক্ষণ
১৫৭	১	অর্ভথণা	অর্ভথনা
	২:৪	বিবেচণা	বিবেচনা
১৬৬	৮	সূন্য	শুন্য
৬৭	৪	রাজ্ঞি	রাজ্ঞী
	৮	শিলতা	শীলতা
১৬৮	৬	লজ্জানিত	লজ্জাবনত

১৬৮	১২	সাতিসয়	সাতিশয়
	৬	মদনাহূত	মদনাসক্ত
	৮	বন্ধো!	বন্ধো।
১৭১	১৩	কসাইত	কষায়িত
১৭৩	৩	পতী	পত্নী
১৭৫	২৪	নিচ	নীচ
১৭৭	১৯	আরগ্য	আরোগ্য
১৭৯	৮	বয়াধিক্য	বয়োধিক্য
১৮১	২১	আরগ্য	আরোগ্য
১৮৬	১১	সশ্রু	শ্মশ্রু
১৮৭	২০	নির্ব্বাসিত	নির্ব্বাসন
১৯৪	১৭	সপথ	শপথ
১৯৫	১৮	স্রষ্ট	সৃষ্ট
১৯৭	২১	যাচিঞা	যাচঞা
১৯৯	১৭	করিলেন	
২১২	১৭	বেসে	বেশে
২২২	২৩	বনা	বিনা
২২৩	৯	মরোরঞ্জনদায়িনী	মনোরঞ্জনকারিনী
২২৫	১০	লজ্জাঙ্কর	লজ্জাকর